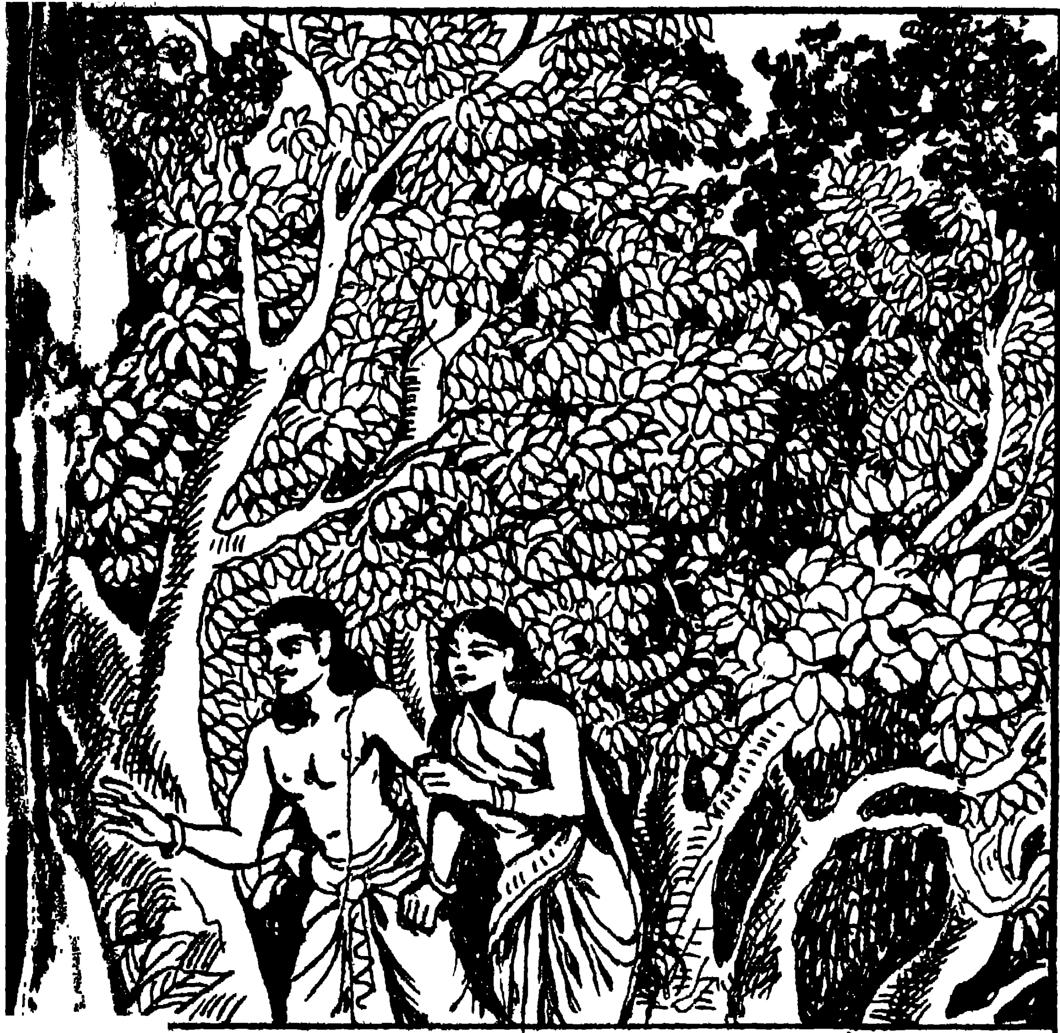


নলোদয়ের গল্প

শ্রীকৃষ্ণধন দে

ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি
কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ : মহালয়া ১৩৬৫

দাম : ২.৭৫

শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক কর্তৃক ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলি

হইতে প্রকাশিত ও শ্রীধনঞ্জয় প্রামাণিক কর্তৃক সাধার

১৫ এ ক্ষুদিরাম বসু রোড কলিকাতা ৬ হইতে মু

ভূমিকা

মহাকবি [illegible]দাসের জীবনী সম্বন্ধে যখন কিছুই জানিবার [illegible]পায় নাই এ[illegible]হার স্বকীয় রচনা বা সমসাময়িক কবিদের রচনার [illegible]ধ্যেও যেকা[illegible]হার সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নাই, এমন কি তাঁহার [illegible]কার মল্লি[illegible]ও এ বিষয়ে নীরব, তখন তাঁহার রচনার বিষয়বস্তু [illegible] আভ্যন্তরিক [illegible]ন্য উক্তি এবং বর্ণনা হইতেই কিছু সংগ্রহ করা [illegible] কিনা পণ্ডি[illegible] এ পর্যন্ত সে চেষ্টাও করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা [illegible]তটা সফলকাম[illegible]য়াছেন, তাহা সঠিকভাবে বলা কঠিন। তাঁহার রচিত অন্যান্য রচ[illegible] কথা না তুলিয়া আলোচ্য "নলোদয়" গ্রন্থখানির কথাই এবার ধরা[illegible]ক্।

মহাভারতে [illegible]ত নল-দময়ন্তীর উপাখ্যানকে সরস কাব্যসৃষ্টির গণ্ডির মধ্যে আনি[illegible] কালিদাস শুধু যে তাহাকে এক নূতন রূপ ও সৌন্দর্য দান ক[illegible]িছেন তাহা নহে, তিনি ইহাকে তাহার প্রাচীন ঐতিহ্য হইতে বিন্দু[illegible]ত্র বিচ্যুত না করিয়াও এমন এক চিরন্তন মর্যাদা দিয়াছেন, যাহা ব[illegible]ুগের ওপার হইতেও আজ আমাদের মনে এ [illegible]ুগেও সাড়া দে[illegible] আমরা যেন দেশকালপাত্র ভুলিয়া গিয়া [illegible]ল-দময়ন্তীকে আ[illegible]নিক যুগেরই এক ভাগ্যবিড়ম্বিত প্রেমাকুল দম্পতিরূপে দেখি[illegible] পাই। কোন কবির পক্ষে ইহাপেক্ষা বড় গৌরব আর কিছুই [illegible]ইতে পারে না। সেইজন্যই কালিদাস যুগোত্তর শাশ্বত কবি!

কালিদাসের যু[illegible]র [illegible] ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও সভ্যতার ইঙ্গিত [illegible]াদয়ের মধ্যে [illegible]ভাবে পাওয়া যায় তাহাতে কালিদাসের যুগ [illegible] চেষ্টা করিলে আবিষ্কার করা দুঃসাধ্য হইবে না। বিক্রমাদিত্য [illegible]ধিধারী নরপতি যিনিই হউন না কেন, তাঁহার রাজত্বকাল যে [illegible]তিহাসের স্বর্ণযু[illegible] তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। এই যুগে [illegible]িল্প, বাণিজ্য, ল[illegible]িতকলা, যুদ্ধবিদ্যা প্রভৃতির যথেষ্ট উন্নতি

হইয়াছিল। এমন কি যুদ্ধক্ষেত্রে নালীক (বন্দুক) প্রভৃতির ব্যবহারও হয়ত অজ্ঞাত ছিল না। কালিদাসের 'নলোদয়ের' একস্থানে আমরা দেখিতে পাই, "মহারাজ নল শত্রুর উদ্দেশে অত্যন্ত দীপ্তিময় নালীক ছুড়িতেন" (নলোদয়—১।৩)। ইহা ছাড়া মৃগয়া, দ্যূতক্রীড়া, অশ্বচালনা প্রভৃতি ব্যসন রাজাদের প্রায় একচেটিয়া ছিল। বয়স্ক ছেলে-মেয়েদের মধ্যে রাগঘটিত লিপির আদান-প্রদান বা গোপনে দূত-প্রেরণ প্রচলিত ছিল। ক্ষত্রিয় রাজকুমারীরা স্বয়ম্বরসভায় প্রকাশ্যে নিজের মনোমত স্বামী নিজেরাই নির্বাচন করিয়া লইতেন। রাজসংসারে রাজমাতার স্থানই সর্বোচ্চ

কালিদাসের 'নলোদয়' অবলম্বনে বর্তমান গ্রন্থখানি লিখিত হইয়াছে। মহাকবির অনেক অস্ফুট ইঙ্গিত পরিস্ফুট করিয়া কোথাও কোথাও কিছু পরিবর্দ্ধনও করা হইয়াছে। নলদময়ন্তী-উপাখ্যানে একনিষ্ঠ দাম্পত্যপ্রেমের যে অপরূপ চিত্র কালিদাস আমাদের চক্ষের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন তাহার আদর্শ কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ না করিয়া বর্তমান পুস্তকে নানা ঘটনার সমাবেশদ্বারা মহাকবির মূল আখ্যানাংশকেই অটুট রাখিবার চেষ্টা করিয়াছি। মূল 'নলোদয়ের' কাব্যসৌন্দর্য অপরিসীম, প্রতি শব্দের তাৎপর্য ও ভাবসম্পদ অতুলনীয়। আমার এই গ্রন্থে শুধু 'নলোদয়ে'র গল্পাংশটুকু প্রসারিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছি, কালিদাসের অনুপম কাব্য-সৌন্দর্য দেখাইবার অক্ষম প্রচেষ্টা করি নাই।

'নলোদয়ের গল্প' রচনায় আমি বন্ধুবর প্রখ্যাত শিল্পী শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়ের নিকট হইতে উৎসাহ ও প্রেরণা লাভ করিয়াছি। তাঁহার আগ্রহ ব্যতীত এই পুস্তক প্রকাশিত হইবার কোনই সম্ভাবনা ছিল না। এই বন্ধুঋণ আমার পক্ষে কোনদিনই ভুলিবার নহে।

৫।১এ, ডাঃ দেবেন্দ্র মুখার্জি রো,
কলিকাতা ৯

শ্রীকৃষ্ণধন দে

উপহার



সূচীপত্র



রাজা নল ও দময়ন্তী কথা

নিষধ দেশের রাজা নল।

রাজ্যের যেমন ঐশ্বর্য, প্রজাদের সুখশান্তিও তেমনি। সকলে ভাবে এমন রাজা আর হয় না।

রাজা বয়সে তরুণ, কিন্তু জ্ঞানে প্রবীন। যেমন রূপবান্ তেমনি গুণবান।

শত্রুরা ভাবে, এত অল্প বয়সে রাজা নল যদি এত শক্তিমান হন, না জানি এর পরে সমগ্র পৃথিবী জয় করাও এঁর পক্ষে হয়ত অসম্ভব হবে না। তাই শত্রু হওয়ার চেয়ে নলের বন্ধুত্ব কামনা করে তারা।

বিচক্ষণ মন্ত্রীরাও বুদ্ধিতে রাজা নলের কাছে পরাজয় স্বীকার করেন। রাজ্যের সুশাসন ও উন্নতির চিন্তায় রাজার দিন কাটে।

যেমন অপরূপ সুন্দর চেহারা নলের, তেমনি ধার্মিক তিনি। তরুণ বয়সের আলস্য বিলাস ত্যাগ করে তিনি শুধু ভাবেন কিসে নিষধ রাজ্যের মঙ্গল হবে। সারা দেশে তাঁর আদেশে বন্ধ হল জুয়াখেলা, মদ্যপান, আরও সব সামাজিক কদাচার।

চৌর্যবৃত্তি, নরহত্যা, প্রবঞ্চনা নিষধ দেশে আর দেখা যায় না। পরমসুখে নিশ্চিন্ত মনে প্রজারা জীবন অতিবাহিত করে আর রাজা নলের জয়ধ্বনিতে আকাশবাতাস ভরে ওঠে।

নির্মল চরিত্র আর উদার মন নিয়ে রাজ্যশাসন করে চলেছেন রাজা নল। দেশের লোক যাতে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকে, সেদিকে তাঁর সতর্ক দৃষ্টি।

রাজা নল ছিলেন আর্তের শরণ, অসহায়ের আশ্রয়। যাগযজ্ঞ পূজা-অর্চনা ছিল রাজ্যের নিত্যকার ব্যাপার। রাজা যোগ দিতেন সকল ধর্ম-উৎসবে প্রজাদের সঙ্গে। দেবমন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত ছিল সকলের জন্যে।

রাজা নলের পিতা মহারাজ বীরসেন নলের শৈশবকাল থেকে লক্ষ্য করেছিলেন পুত্রের অপূর্ব সাহস, দুর্দম শারীরিক শক্তি, তীক্ষ্ণমেধা আর ন্যায় ও সত্যের প্রতি আসক্তি। তাই তিনি সযত্নে নলকে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন—যুদ্ধবিদ্যা, ধর্মশাস্ত্র ও নীতিশাস্ত্র। উপযুক্ত বয়সে সিংহাসনে বসে যাতে নল তাঁর বংশের গৌরব অম্লান রাখতে পারেন, সে বিষয়ে তাঁর চেষ্টার অন্ত ছিল না।

রাজা নল কিশোর বয়স থেকেই এতদূর শক্তিমান্ হয়ে উঠেছিলেন যে, দুরন্ত বন্য অশ্বকেও তিনি সহজে আয়ত্তে আনতে

পারতেন। ক্রমে ক্রমে অশ্বচালনার অপূর্ব কৌশল দেখিয়ে তিনি হয়ে উঠলেন অদ্বিতীয় অশ্বচালক। তখনকার দিনে শুধু নিষধ দেশে নয়, অন্যান্য রাজ্যেও তাঁর সমকক্ষ অশ্বচালন-নিপুণ আর কেউই ছিল না।

মহারাজ বীরসেনের মৃত্যুর পর নল যখন সিংহাসনে বসলেন তখন থেকেই তাঁর খ্যাতি সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ল।

সকলে স্বীকার করলে, হাঁ, বীরত্ব ও সৌন্দর্যের একাধার এমনটি আর কোথাও দেখা যায় না।

দেশবিদেশের জ্ঞানভাণ্ডার নিয়ে এলেন তাঁর রাজসভায় পণ্ডিতের দল। শত্রুরা পাঠাল বন্ধুত্বের উপঢৌকন।

বাণিজ্যের প্রসারে বণিকের দল ছুটল দিক হতে দিগন্তরে, দেশ হতে দেশান্তরে। রাজ্যের সমৃদ্ধি উঠল বেড়ে।

প্রজার সুখেই রাজার সুখ, প্রজার আনন্দেই রাজার আনন্দ। সবদিক দিয়ে নিষধ দেশের রাজা নল হলেন আদর্শ নৃপতি।

এবার বিদর্ভ দেশের কথা বলি।

বিদর্ভ দেশটি নিষধ দেশের কাছাকাছি, তার রাজা ভীম সে যুগের একজন প্রগতিশীল রাজা, প্রভাবশালীও বটেন।

বিদর্ভরাজ ভীমের একমাত্র কন্যা দময়ন্তী।

দময়ন্তীর রূপের তুলনা নেই। তাঁর সৌন্দর্যের খ্যাতি তখন চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। অমন রূপ তখনকার দিনে অন্য কোন দেশের রাজকন্যার ছিল না।

আর দময়ন্তীর গুণও কি কম! রাজা ভীম সযত্নে কন্যা দময়ন্তীকে শিক্ষা দিয়েছিলেন নানা বিদ্যা।

অন্তঃপুরের মধ্যেই দময়ন্তীকে আবদ্ধ করে না রেখে রাজা তাঁকে

নিয়ে যেতেন সঙ্গে করে রাজসভায়, মৃগয়ায়, ধর্মানুষ্ঠানে। দময়ন্তীও সরল মনে পিতার সঙ্গে যেতেন সর্বস্থানে। সে যুগে নর-নারীর অবাধ মেলামেশার সুযোগ না থাকলেও দেখা-সাক্ষাতের কোন বাধা ছিল না। বিশেষতঃ অতিথির সঙ্গে কথাবার্তাও বলতে পারতেন, তাতে কোন সামাজিক দোষ হত না।

বিদর্ভরাজ ভীম নিষধরাজ নলের নানা গুণের কথা শুনেছিলেন, তিনি মধ্যে মধ্যে নলকে আপন রাজ্যে আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসতেন।

রাজা নল ও রাজকুমারী দময়ন্তীর মধ্যে এইভাবে ঘন ঘন দেখা সাক্ষাৎ হত।

নল ভাবতেন দময়ন্তীর চেয়ে সুন্দরী ও গুণবতী জগতে কি আর কেউ আছেন ? দময়ন্তী ভাবতেন নলের মত এমন সুপুরুষ ও গুণবান্ রাজা আর কেউ নেই বোধহয় পৃথিবীতে।

বিদর্ভরাজ ভীম নলের নানা গুণ দেখে খুবই আনন্দিত। মনে মনে তিনি কি ভেবেছিলেন জানি না, কিন্তু নলের আদরযত্নের কোন ত্রুটী করেন নি তিনি।

বিদর্ভের রাজপ্রাসাদে রাজোদ্যানে প্রায়ই দেখা হতে লাগল নল ও দময়ন্তীর। দু'জনে দু'জনের দিকে মুগ্ধ চোখে চেয়ে থাকেন, দেখার আশা যেন মেটে না তাঁদের !

দময়ন্তীর সখীরা আড়ালে হাসাহাসি করে, কিন্তু রাজা বা রাণীকে কিছু বলে না।

দু'টি তরুণ মনে অনুরাগের মেঘ ঘনিয়ে এসেছে, আশার বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে কিন্তু পাছে হঠাৎ কোথাও থেকে বজ্র ডেকে ওঠে তাই মুখ ফুটে কেউ কাউকে কিছু বলে না।

কিছুদিন বিদর্ভে অতিথি হয়ে থাকবার পর নল যখন আবার নিষধে ফিরে যান তখন দময়ন্তীর মন পড়ে থাকে নলের কাছে, আর নল শয়নে স্বপনে ভাবেন দময়ন্তীর কথা।

অনুরাগ ক্রমেই উঠল বেড়ে।

নলের আর রাজকার্য ভাল লাগে না, অল্পক্ষণ রাজসভায় বসে তারপর চলে আসেন আপনার নিভৃত শয়নকক্ষে, নির্জনে ধ্যান করেন দময়ন্তীর। সহচরেরা এসে নলকে মৃগয়ায় নিয়ে যেতে চায়, কিন্তু যে নল একদিন মৃগয়ার কথা শুনে আনন্দে দিশেহারা হতেন, আজ তিনি 'মৃগয়া' শব্দটি শুনেই বিতৃষ্ণায় মুখ ফিরিয়ে নেন। কত রকম বিলাস ব্যসন আছে রাজাদের, কিন্তু নলের কোনদিকেই মন নেই। সব সময়ই ভাবেন দময়ন্তীর সুন্দর মুখখানি, বাতাসে যেন শুনতে পান দময়ন্তীর মধুর কথা। দময়ন্তীর বিষয় চিন্তা করেই তাঁর সারা দিন সারা রাত্রি কাটে।

দময়ন্তীরও সেই একই দশা।

রাজা নল যখন বিদর্ভে বেড়াতে আসেন, তখন দময়ন্তীর মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। নানা ছল করে বার বার তিনি আড়াল থেকে নলকে দেখেন আর ভাবেন নল ছাড়া তাঁর পতি হবার উপযুক্ত আর কেউ নেই।

দময়ন্তীর এই ভাবান্তর তাঁর সখীদের চোখ এড়াল না। তারা সব গোপনে নলের কথা নিয়ে দময়ন্তীর সঙ্গে হাস্য-পরিহাস করতে লাগলেন ও দময়ন্তীকে নানাভাবে প্রবোধ দিয়ে যাতে নলের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয় তার চেষ্টা করতে লাগলেন। বিদর্ভরাজ ভীম অবশ্য মনে মনে স্থির করেছিলেন নলের হাতেই তিনি তাঁর কন্যা দময়ন্তীকে অর্পণ করবেন। কিন্তু, সে সময়ের প্রচলিত নিয়মানুসারে

দময়ন্তীর জন্য এক 'স্বয়ম্বর' সভার আয়োজন করতে ইচ্ছে করলেন। তিনি মনে মনে জানতেন, সে স্বয়ম্বর সভায় দময়ন্তী নিশ্চয়ই নলের কণ্ঠে বরমাল্য দিয়ে তাঁকে পতিত্বে বরণ করবেন।

এদিকে নল একদিন নিষধরাজ্যে তাঁর প্রাসাদ থেকে বার হয়ে নিকটবর্তী উপবনে ভ্রমণ করছিলেন আর মনে মনে দময়ন্তীর চিন্তা করছিলেন। এতই তন্ময় হয়ে গিয়েছিলেন তিনি যে পথ চলতে চলতে এমন জায়গায় এসে পৌঁছুলেন যেখানে সরোবরতীরে অনেকগুলি সারস ও রাজহাঁস খেলা করছিল। রাজাকে দেখে তারা সরে না গিয়ে রাজার কাছে এগিয়ে এলো। হঠাৎ রাজা শুনতে পেলেন রাজহাঁসগুলি মানুষের ভাষায় নলকে সম্বোধন করে বললে, "মহারাজ, আপনি আমাদের বধ করবেন না। আপনার যে কি মনঃকষ্ট আমরা তা জানি। আপনি যার ধ্যানে দিবারাত্র মগ্ন আছেন সেই দময়ন্তীর সঙ্গে যাতে আপনার বিয়ে হয় তার ব্যবস্থা আমরা করতে পারি।"

রাজা নলতো বিস্ময়ে অবাক্ হয়ে গেলেন। রাজহাঁসের মুখে মানুষের ভাষা! তার উপর এরা আবার মনের খবরও রাখে! এরা কি সত্যই রাজহাঁস! না দেবতারা রাজহাঁসের রূপ ধরে উপবনে খেলা করতে এসেছেন। এরূপ ঘটনা তো পৃথিবীতে কোথাও ঘটে না। তিনি তখন বিস্মিত চোখে রাজহাঁসগুলির দিকে চেয়ে বললেন, "তোমরা আমার মনের খবর কি করে জানলে? আমার মনে যে দময়ন্তীকে বিয়ে করবার বাসনা জেগেছে তা তোমাদের কে বললে?"

রাজার কথা শুনে রাজহাঁসেরা প্যাঁক প্যাঁক করে খুব খানিকটা হেসে উঠলো। তারপর মানুষের ভাষাতেই বললে, "মহারাজ,

আপনি যে বিদর্ভ রাজ্যে গিয়ে বারবার দময়ন্তীকে দেখে আসেন এ কথা আমরা জানি। আপনার মনে যে দময়ন্তীকে বিয়ে করার প্রবল ইচ্ছা জেগেছে এ কথাও আমাদের অজানা নয়, আপনি অতি বিচক্ষণ ও উদারহৃদয় নরপতি। প্রজাদের মঙ্গলের জন্যে আপনি সর্বদাই নানাভাবে চেষ্টা করে থাকেন। আপনার কিছু উপকার করতে পেলে আমরা পরম তৃপ্তিলাভ করবো। দময়ন্তীর সঙ্গে যাতে আপনার বিয়ে হয় তার জন্য আমরা সব কিছু করতে পারি।"

রাজহাঁসের কথা শুনে নল আশ্চর্য হয়ে বললেন, "বুঝেছি, তোমরা পক্ষিজাতি হলেও কোন দৈবীশক্তি লাভ করেছ। তা' না হ'লে মানুষের ভাষায় কথাই বা বলবে কেন? আর আমার মনের কথাই বা জানবে কি করে? তবে যদি একান্তই আমার কোন উপকার করতে চাও তা'হলে আমার কথামত কাজ কর।"

হাঁসেরা তখন রাজা নলের দিকে চেয়ে বললেন, "মহারাজ, আপনার আদেশ আমরা সব সময়েই পালন করতে প্রস্তুত। আপনি কি বলতে চান আমাদের কাছে সরল ভাবে বলুন।"

রাজা নল তখন তাদের কাছে বসে বললেন, "যদি তোমরা কোনো প্রকারে বিদর্ভ রাজ্যে গিয়ে সেখানকার রাজউপবনে দময়ন্তীর কাছে আমার মনের কথা জানিয়ে আসতে পারো, তা'হলে আমার যথেষ্ট উপকার করা হয়।"

রাজা নলের কথা শুনে রাজহাঁসেরা তখনি সম্মত হল। তারা উড়ে চল্ল বিদর্ভ নগরের দিকে। কখন বা ক্লান্ত হয়ে তারা বিশ্রাম করে নদীতটে গাছের ছায়ায়, কখন বা আহারের চেষ্টায় অল্প সময়ের জন্য তারা সরসীনীরে সাঁতার কাটে। এই রকম মাঝে মাঝে খানিক বিশ্রাম করে আবার তারা উড়ে চল্ল।



রাজহংস ও দময়ন্তী

দূর থেকে বিদর্ভ নগরের প্রাসাদচূড়া দেখতে পেয়ে তারা খুবই আনন্দিত হল। কিন্তু রাজকুমারী দময়ন্তী কোথায় আছে তা ঠিক করতে না পেরে একটু চিন্তিতও হল। রাজহাঁসদের একটি হাঁস চারদিকে উড়ে উড়ে দময়ন্তীকে অবশেষে দেখতে পেল রাজ-উপবনে। সেখানে দময়ন্তী সখীদলকে সঙ্গে নিয়ে সরোবরের তীরে বসে গল্প করছিলেন। রাজহাঁসটি এবার এগিয়ে গেল দময়ন্তীর কাছে। তাকে দেখে সখীরা দময়ন্তীকে বল্ল, "কি সুন্দর রাজহাঁসটি ভাই,—হঠাৎ কোথা থেকে এখানে এল ?"

দময়ন্তীও অবাক হয়ে রাজহাঁসের দিকে চেয়ে রইলেন। কিন্তু

রাজহাঁসটি সোজা গিয়ে দময়ন্তীর কোলের কাছে চুপ করে দাঁড়ালো।

সখীরা হেসে বললে, "কি সুন্দর রাজহাঁসটি দেখেছ রাজকুমারি! ঠিক যেন মানুষের মতই কাছে এসে দাঁড়ালো।" দময়ন্তী তখন রাজহাঁসটিকে নিজের কাছে টেনে নিয়ে খুব আদর করতে লাগলেন। রাজহাঁস তখন মানুষের ভাষায় বললে, "রাজকুমারি! আমি তোমার কাছে এসেছি কেন তা তুমি জান?"

একটা রাজহাঁসকে মানুষের মত কথা কইতে দেখে সখীরা ও দময়ন্তী খুব আশ্চর্য হলেন। একি অদ্ভুত ব্যাপার! এমন ত কেউ কখনও শোনে নি, দেখেও নি। দময়ন্তী বিস্মিত চোখে রাজহাঁসের দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর ধীরে ধীরে প্রশ্ন করলেন, "তুমি কি সত্যই রাজহাঁস? কোথা থেকে আসছ? কেনই বা আমার কাছে এসেছ?"

রাজহাঁস তখন পূর্ববৎ মানুষের ভাষায় বলতে লাগল, "রাজকুমারি! আমি আসছি নিষধ রাজ্য থেকে। মহারাজ নল আমাকে পাঠিয়েছেন তোমার কাছে। তিনি যে তোমাকে কত ভালবাসেন তা ভাষায় বলা যায় না। সদা সর্বদা তিনি তোমার চিন্তায় বিভোর হয়ে থাকেন। শয়নে স্বপনে সর্বদা তোমাকেই ধ্যান করেন। রাজা হয়েও তাঁর রাজকার্যে মন নেই। মন্ত্রী ও বয়স্যদের সঙ্গে ভাল করে আলাপ আলোচনাও করেন না। সর্বদা তিনি তোমার চিন্তাতেই অস্থির। আর কে না জানে পৃথিবীতে নলের মত অমন রূপবান্ ও গুণবান রাজা আর দ্বিতীয় নেই। তুমি যদি তাঁকে বিবাহ কর তাহ'লে দুজনার মিলন সার্থক হয়, লক্ষী-নারায়ণের মত তোমরাও চিরদিন সুখে থাক।"

দময়ন্তী ও সখীরা হাঁসের মুখে এসব কথা শুনে শুধু যে আশ্চর্য

হয়েছিলেন তা নয়, আনন্দে অধীর হয়ে উঠলেন। দময়ন্তীর মুখে আর কোন কথা বেরুল না। রাজা নল সম্বন্ধে কথা শুনেই তাঁর মন আশায় উদ্বেল হয়ে উঠলো। তিনি বারবার রাজহাঁসটির গায়ে হাত বুলিয়ে সস্নেহ দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে রইলেন। রাজহাঁস আবার বলতে লাগল, "মহারাজ নলের গুণের কথা বলে শেষ করা যায় না। প্রজাদের দুঃখে তাঁর হৃদয় সর্বদা কাতর। প্রজারা কিসে সুখে থাকবে দিবানিশি সেই চিন্তাই তিনি করে থাকেন। তাঁর রাজ্যে চোরের ভয় নেই, প্রতারকের বঞ্চনা নেই, দুষ্টবুদ্ধির উৎপাত নেই। সকলেই শান্তভাবে হাসিমুখে পরম তৃপ্তিতে সংসারযাত্রা নির্বাহ করছে। যাগযজ্ঞ সকলই নিয়মিত ভাবেই চলছে। তাঁর রাজ্যে দুর্ভিক্ষ নেই, মড়ক নেই, রোগভয় নেই, সকলেই সুস্থ ও সবল হয়ে জীবনধারণ করছে। মহারাজ নলের গুণরাজি দেখে স্বর্গের দেবতারাও মুগ্ধ। এত গুণের সমাবেশ কোন মানুষের মধ্যে দেখা যায় না। দময়ন্তীর পতি হবার উপযুক্ত যদি কোন নৃপতি থাকেন তবে এই নল রাজাই একমাত্র যোগ্য ব্যক্তি।"

রাজহাঁস আরও কত কি নল রাজার গুণ বর্ণনা করল। সে সব কথা দময়ন্তী ও তাঁর সখীরা পরম আগ্রহে শুনতে লাগলেন। রাজা নলের যত কিছু কথা সবই দময়ন্তীর কাছে চিরনূতন। মনে মনে বার বার নলের নাম উচ্চারণ করে মুগ্ধ চিত্তে দময়ন্তী রাজহাঁসের সব কথা শুনতে শুনতে যেন তন্ময় হয়ে গেলেন। রাজহাঁসের কথাগুলি যেন তাঁর কানে মধুবর্ষণ করতে লাগল।

সখীরা তখন নানাভাবে রাজহাঁসের দলকে খাদ্য ও পানীয় দিয়ে আপ্যায়ন করতে লাগল। যে রাজহাঁসটি দময়ন্তীর কাছে এসেছিল, দময়ন্তী নিজে তার পরিচর্যার ভার নিলেন।

দময়ন্তীর মনে আজ সুখের অবধি নেই। যে নল তাঁর স্বপ্নের ধন, আরাধ্য দেবতা, সেই নল আজ তাঁরই কথা মনে করে রাজহাঁসের দলকে পাঠিয়েছেন তাঁরই কাছে! এর চেয়ে সৌভাগ্য আর কী হতে পারে?

তাঁর মনের ইচ্ছা নল জানতে পারলেন কি করে? তিনি ত কোনদিন মুখ ফুটে নলের প্রতি তাঁর ভালবাসার কথা নলকে জানান নি। নল যে উপযাচক হয়ে তাঁর কাছে প্রেমনিবেদন করে পাঠিয়েছেন, এতে তাঁর প্রতি নলের প্রগাঢ় ভালবাসাই প্রকাশ পাচ্ছে। দময়ন্তী আর স্থির থাকতে পারলেন না। সখীদের সঙ্গে গোপনে নানা পরামর্শ করতে লাগলেন।

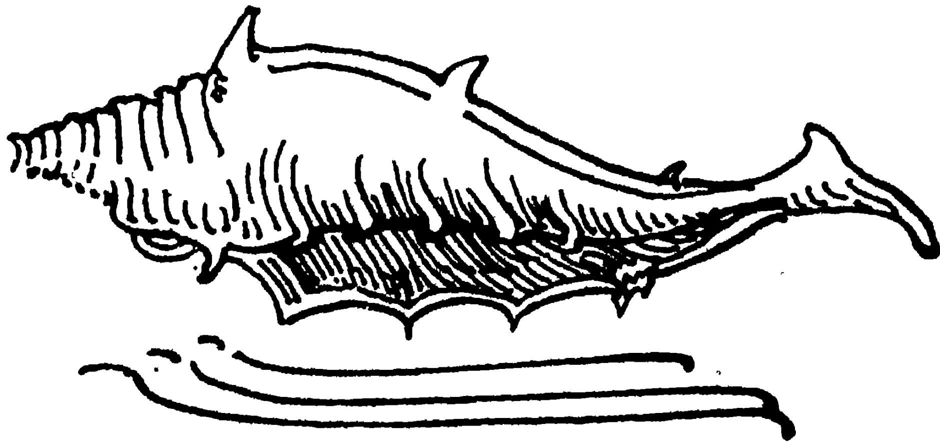
রাজহাঁসের দল এবার দময়ন্তীর কাছ থেকে বিদায় নিতে চাইল। যে রাজহাঁসটি দময়ন্তীর কাছে এসেছিল সে বলল, "বলুন রাজকুমারি, মহারাজ নলকে গিয়ে আমি কি বলব?"

দময়ন্তী কি যে বলবেন ভেবে পেলেন না। কত কথা যে বলবার আছে কিন্তু এখন কোন কথাই গুছিয়ে বলতে পারলেন না। শুধু বললেন, "হে প্রিয় রাজহংস, তোমার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবার ভাষা আমার নেই। তুমি শুধু এই কথাটি মহারাজকে বোলো যে তিনিই আমার প্রভু। আমি চিরদিন তাঁরই দাসী হয়ে থাকতে চাই। তিনি ছাড়া আমি আর কাউকেই পতিত্বে বরণ করব না। যতদিন না তিনি আমাকে গ্রহণ করেন ততদিন আমি তাঁরই জন্যে অপেক্ষা করব। তিনিই আমার পতি।"

রাজহাঁস একথা শুনে আনন্দিত হয়ে বলল: এই সকল কথা আপনারই উপযুক্ত রাজকুমারি। এখন আমরা বেশ বুঝতে পারছি, তিনিও যেমন আপনার জন্যে ব্যাকুল, আপনিও তেমনি তাঁর জন্যে

অস্থির। ভগবানের ইচ্ছায় আপনাদের দু'জনের যদি মিলন হয় তবে তার চেয়ে সুখের বিষয় আর কি হতে পারে? আমি আমার রাজহংসদলের সঙ্গে নিষধে ফিরে গিয়ে মহারাজ নলকে সমস্ত কথা বলবো। আপনি মহারাজ নলের প্রতি যেরূপ অনুরাগবতী, তা'তে আপনার সকল কথা শুনে তিনি নিশ্চয়ই পরম আনন্দ লাভ করবেন। আমরা দূত হয়ে আপনার কাছে এসেছি, তিনি আমাদের প্রত্যাগমনের জন্য নিশ্চয়ই অপেক্ষা করছেন। আমাদের পক্ষে আর বিলম্ব করা উচিত হবে না।"

এই কথা বলে রাজহংসটি দময়ন্তীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আবার সদলবলে রাজা নলের কাছে ফিরে চলল।





দময়ন্তীর স্বয়ম্বরের আয়োজন

এদিকে নল প্রতিমুহূর্তে রাজহাঁসগুলির প্রত্যাবর্তনের জন্য অপেক্ষা করছিলেন, আর আকাশের দিকে চেয়ে সময় কাটাচ্ছিলেন। হঠাৎ দূর থেকে রাজহংসদলকে ফিরে আসতে দেখে তিনি অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। তাঁর মনে আশা ও নৈরাশ্যের খেলা চলতে লাগল। না-জানি দময়ন্তীর কাছ থেকে কি সংবাদ নিয়ে আসছে তারা! রাজহাঁসগুলি ক্রমে ক্রমে রাজার প্রাসাদের উপবনে এসে নামল। রাজা নল তখনি ছুটে তাদের কাছে গেলেন।

যে রাজহাঁসটি দময়ন্তীর কাছে গিয়েছিল সে বললেঃ মহারাজ, আমরা পূর্বে ধারণা করতে পারি নি যে দময়ন্তী এত রূপবতী ও

গুণবতী। তাঁর রূপের যেমন তুলনা নেই, গুণেরও তেমনি তুলনা হয় না। আর মহারাজ, আপনার প্রতি তাঁর যে কত অনুরাগ তা' আর কি বলব ? তিনি তন্ময় হয়ে আপনার সম্বন্ধে আমাদের প্রতিটি কথা শুনেছেন, আর দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। আপনি যেমন দময়ন্তীর কথা ভাবেন, দময়ন্তীও ঠিক সেরকম আপনার কথাও ভাবেন। আপনার কথা শুনতে শুনতে তাঁর চোখে আনন্দের অশ্রু-ধারা ঝরে পড়ছিল। তিনি স্পষ্টই আমার কাছে বলেছেন যে আপনিই তাঁর প্রভু, স্বামী। আপনাকে ছাড়া দময়ন্তী আর কাউকেই পতিত্বে বরণ করতে পারবে না। মহারাজ, আপনি আর কালবিলম্ব করবেন না। আমরা দময়ন্তীর মনের ভাব বুঝে এসেছি। এখন যাতে আপনাদের শুভ মিলন হয় তার চেষ্টা করুন।

রাজহাঁসের কথা শুনে রাজা নল অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। দময়ন্তী যে এখনও তাঁর কথা ভাবেন, তাঁকে পতিত্বে বরণ করবার আশা মনের মধ্যে পোষণ করেন, এই কথা ভেবে রাজা নলের অনুরাগ যেন শতগুণ বেড়ে উঠল। তিনি অস্থির হয়ে বার বার দময়ন্তীর কথা রাজহাঁসটিকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। রাজহাঁসটিও রাজাকে দময়ন্তী সম্বন্ধে সব কথা বলল।

এদিকে রাজহাঁসের কাছে রাজা নলের তাঁর প্রতি অসীম অনুরাগের কথা জেনে দময়ন্তীও অস্থির হয়ে উঠলেন। কিন্তু তিনি অন্তঃপুরবাসিনী কুমারী। মনের গোপন কথা কি করে অন্যকে জানাবেন ? তাঁর পিতা মহারাজ ভীমও এ বিষয়ে বিশেষ কিছু হয়ত জানেন না। লজ্জায় মায়ের কাছেও এসব কথা বলা যায় না। দময়ন্তী মহা বিপদে পড়ে গেলেন। তা' ছাড়া সখীদের মধ্যে কেউ যে গিয়ে রাণীকে এসব কথা বলবে সে সাহসই বা কার আছে ?

এই রকম নানা দুশ্চিন্তায় দময়ন্তীর শরীর ও মন ভেঙ্গে পড়তে লাগল। দিন দিন তিনি দুর্বল ও শীর্ণ হয়ে যেতে লাগলেন। সখীদের সঙ্গে আর সে প্রাণখোলা হাস্যপরিহাস নেই তাঁর। সর্বদা যেন কিসের চিন্তায় দিবারাত্র বিভোর থাকেন। দময়ন্তীর এ অবস্থা রাণীর চোখ এড়াল না। তিনি একদিন রাজা ভীমকে ধরে বসলেন, "দময়ন্তীর কি দশা হচ্চে দেখতে পাচ্ছেন মহারাজ ? মেয়ে যে আমার দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে। আহারে বিহারে কোন রুচি নেই, সদা-সর্বদা কি যেন ভাবে। সখীদের সঙ্গেও খেলাধূলায় মত্ত হয় না। আমার অমন সোনার মেয়ে কেন এমন হচ্ছে তার কি কোন সংবাদ রাখেন মহারাজ ?"

রাজা ভীম বললেন ঃ মেয়েদের মনের কথা মায়েরা যেমন বুঝতে পারে, বাপেরা তেমন পারে না। এ বিষয়ে তুমিই একটু চেষ্টাচরিত্র করে দময়ন্তীর মনের কথাটি জানবার কৌশল কর।

রাণী হেসে বললেন ঃ মেয়ের বিয়ের বয়স হয়েছে, হয়ত বিয়ের চিন্তাতেই দময়ন্তী অমন শুকিয়ে যাচ্ছে।

রাজা ভীম বললেন ঃ তা' হলে স্বয়ম্বর সভার আয়োজন করতে হবে। উপযুক্ত পাত্র পেলে দময়ন্তীর বিয়ে আটকাবে না।

রাণী আর কিছু বললেন না। রাজা তখন মন্ত্রীদের ডেকে দময়ন্তীর স্বয়ম্বরের আয়োজন করতে বললেন।



দময়ন্তীর স্বয়ম্বর সভায় দেবতাদের আগমন

সে সময় ভারতবর্ষে ক্ষত্রিয় রাজাদের মধ্যে কন্যার বিয়ের জন্যে স্বয়ম্বরের ব্যবস্থা করতে হত। রাজপ্রাসাদের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে বিরাট্ চন্দ্রাতপের নিচে নানা সজ্জায় মণ্ডপ সাজানো হত। সেই মণ্ডপে সারি সারি সুন্দর আসন স্থাপন করা হোত। আসনগুলির মধ্য দিয়ে চলাফেরার পথ। নানা দেশ থেকে রাজা ও রাজপুত্রেরা এসে সেই সারি সারি আসনে বসতেন। তাঁদের ঐশ্বর্য ও গুণগরিমা ব্যক্ত করবার জন্যে এক শ্রেণীর ভাট থাকত। তারা প্রত্যেক রাজা বা রাজপুত্রের বিষয় স্বয়ম্বর সভায় রাজকন্যাকে বলতেন। রাজকন্যা ভাটের মুখে তাঁদের কথা শুনে ও স্বচক্ষে তাঁদের রূপ দেখে তাঁদের

মধ্যে যে কোন এক জনকে বরমাল্য দান করে পতিত্বে বরণ করতেন।

দময়ন্তীর স্বয়ম্বর সভার আয়োজন পূরোদমে চলতে লাগল। ভারতবর্ষের প্রায় সকল রাজ্যে বিদর্ভের দূতেরা দময়ন্তীর স্বয়ম্বর বার্তা নিয়ে ছুটে চলল। দময়ন্তীর রূপের খ্যাতি আগেই নানা দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল, এখন স্বয়ম্বর হবে শুনে সকল রাজ্যের রাজা ও রাজপুত্রগণ আসতে আরম্ভ করলেন। বিদর্ভ রাজ্যে মহা-উৎসবের একটা সাড়া পড়ে গেল। দলে দলে প্রজারা এসে স্বয়ম্বর সভামণ্ডপ সাজাতে লাগল। রাজা ভীম মহাব্যস্ত হয়ে মন্ত্রীদের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা করতে লাগলেন। রাজ্য জুড়ে হৈ-হৈ রৈ-রৈ শব্দ। সকলের মুখেই হাসি, সকলের প্রাণেই আনন্দ। রাজা ও রাজপুত্রেরা কেউ রথে, কেউ অশ্বে, কেউ হাতীর ওপর চড়ে মহাসমারোহে বিদর্ভ রাজ্যে আসতে লাগলেন। তাঁদের বেশভূষা কি চমৎকার! কেউ কেউ বহু অনুচর ও কিছু সৈন্যসামন্ত নিয়েও উপস্থিত হলেন। তাঁদের আশ্রয় দিতে ও আপ্যায়ন পরিচর্যা করতে সকলেই শশব্যস্ত হয়ে পড়ল। যেখানে তাঁদের থাকবার স্থান করে দেওয়া হয়েছিল সেটি একটি বিরাট উপবন। অতি সুন্দর তার শোভা। প্রকাণ্ড এক দীঘি, তারই তীরে অগণিত শিবির। সেই শিবিরগুলির মাথায় বিচিত্র রঙের পতাকা উড়ছে। প্রত্যেক শিবির অতি সুন্দর-রূপে সাজানো। সেই সব শিবিরে রাজারা ও রাজপুত্রেরা থাকবেন। তাঁদের জন্য যা' কিছু আবশ্যক, রাজা ভীম তার ব্যবস্থা করে দিলেন। রাজ্য জুড়ে এমন আনন্দ-সমারোহ আর কখনো হয় নি। ভারতবর্ষের সমস্ত রাজ্যের রাজা ও রাজপুত্রেরা ত এসেছিলেনই, তা' ছাড়া রাজা ভীমের আমন্ত্রণ পেয়ে স্বর্গ থেকে স্বয়ং ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবতারা পর্যন্ত

বিদর্ভ রাজ্যে উপস্থিত হলেন। নিষধ রাজ্যের রাজা নলের কাছেও এ আমন্ত্রণ পৌঁছেছিল, তিনিও বিদর্ভ রাজ্যে এসে উপস্থিত হলেন।

অন্য রাজা ও রাজপুত্রেরা যে আড়ম্বর ও ঐশ্বর্য নিয়ে নিষধ রাজ্যে এসেছিলেন, রাজা নল সে-ভাবে আসেন নি। সামান্য পোশাক-পরিচ্ছদ পরে' অতি সাধারণ ভাবে তিনি সেখানে এলেন। কিন্তু তাঁর রূপ দেখে, শিষ্টাচার দেখে ও বীরত্বময় গঠন দেখে বিদর্ভ রাজ্যের সকলেই মোহিত হল। তাঁর জন্যে নির্দিষ্ট শিবিরে তাঁকে দেখবার জন্য দলে দলে ঐ রাজ্যের প্রজারা এসে উপস্থিত হতে লাগল। স্বয়ং ইন্দ্রও নলের রূপগুণ দেখে ভাবলেন, মর্ত্যলোকে একাধারে এত রূপ ও গুণ বড় একটা দেখা যায় না, স্বয়ম্বর সভায় নল উপস্থিত হলে দময়ন্তী নলকে ছেড়ে অন্য কারোর গলায় যে বরমাল্য দেবেন এ বিষয়ে সন্দেহ আছে। এক্ষেত্রে তিনি স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র হলেও রূপ ও গুণের প্রতিযোগিতায় তাঁর উপযুক্ত সম্মান হয়ত সেখানে থাকবে না। এক্ষেত্রে স্বয়ম্বরের আগেই স্বর্গে ফিরে যাওয়া ভাল। কিন্তু তা' হলে তাঁর পক্ষে সেটা অপমানের নামান্তর হবে। তার চেয়ে দেখাই যাক না, কি হয়। অন্যান্য রাজা ও রাজপুত্রেরা নলের দিকে ঈর্ষার চোখে চেয়ে রইলেন। নল কিন্তু শান্তভাবে নিজের শিবিরে থেকে স্বয়ম্বর দিনটির অপেক্ষা করতে লাগলেন।

দেবরাজ ইন্দ্র কিন্তু অত্যন্ত বিচলিত হয়ে উঠলেন। মানুষের কাছে দেবতার অপমান যে অসহ্য! তাই তিনি এক কৌশল করলেন। তিনি নলকে গোপনে ডেকে বললেন ঃ দেখ নল, আমরা দেবতা, আমরা স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত থাকতে দময়ন্তী যে কোন মানুষের গলায় বরমাল্য দেবে এ ব্যাপার ত ঠিক নয়,—তাই আমি তোমাকে একটি গুরুতর কাজের ভার দিতে চাই।

বিস্মিত হয়ে নল প্রশ্ন করলেন ঃ কি কাজ দেবরাজ ?

ইন্দ্র বললেন ঃ তোমাকেই উপযুক্ত ভেবে আমি সে কাজের ভার তোমাকেই দিচ্ছি। আমার বরে তুমি অদৃশ্যভাবে বিদর্ভের রাজ-অন্তঃপুরে যাও, সেখানে গিয়ে দময়ন্তীর সঙ্গে দেখা করে তাকে এই কথা বলে এস যে দময়ন্তী যেন কোন মানুষের গলায় বরমাল্য না দিয়ে দেবতাদের মধ্যেই একজনকে পতিত্বে বরণ করে। এতে দময়ন্তীর মর্যাদা অনেক বেড়ে যাবে আর বিদর্ভ রাজ্যের উপর দেবতারা সকলেই সন্তুষ্ট হবেন।

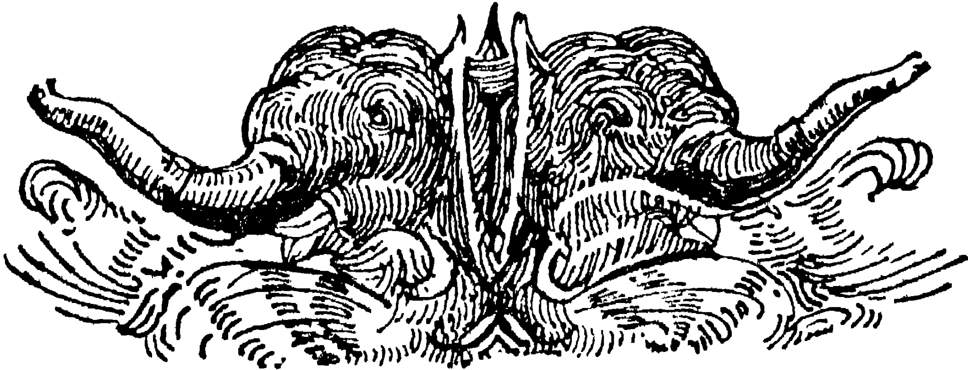
রাজা নল ইন্দ্রের কথা শুনে একটু আশ্চর্য হলেন, কিন্তু মুখে কিছুই বললেন না। তিনি মানুষ, দেবতাদের আদেশ অমান্য করবেন কি করে ? বিশেষতঃ দেবতারা ক্রুদ্ধ হলে তাঁর অনিষ্ট হতে পারে। সুতরাং ইন্দ্রের আদেশ পালন করা ছাড়া অন্য গতি আর কি আছে ?

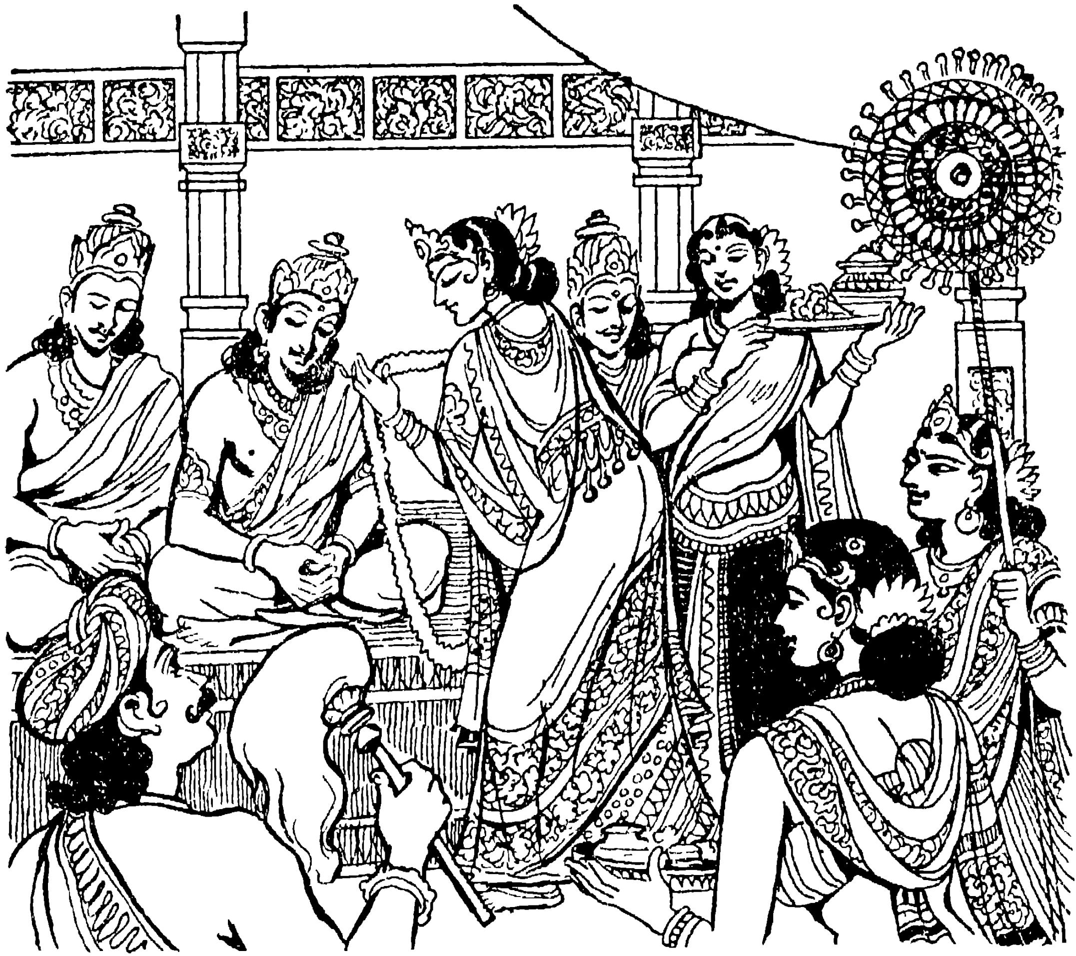
নলকে সম্মত হতে দেখে দেবরাজ ইন্দ্র তখন নলকে অদৃশ্য হবার বর দিলেন। কিন্তু নলের একটু সঙ্কোচ বোধ হতে লাগল। তিনি পুরুষ মানুষ,—রাজ-অন্তঃপুরে অদৃশ্যভাবে যাওয়াটা কি ভাল ? সেখানে তাঁকে কেউ দেখতে পাবে না, অথচ তিনি সকলকে দেখবেন এ কাজ ভদ্রতাবিরুদ্ধ। কিন্তু উপায়ই বা কি ! ইন্দ্রের আদেশ অমান্য করবার শক্তি তাঁর নেই। তবুও তিনি তাঁর সঙ্কোচের কথা ইন্দ্রকে জানালেন।

ইন্দ্র শুনে হেসে উঠলেন, বললেন ঃ তুমি ত আমার দূত,—আমার আদেশ পালন করাই তোমার উচিত। আর এসব গোপন ব্যাপারে অত সঙ্কোচের বাড়াবাড়ি কেন ? তুমি চুপি চুপি অদৃশ্যভাবে গিয়ে শুধু দময়ন্তীকে বলে আসবে আমার কথা।

দময়ন্তী যেন দেবতাদের মধ্যেই কোন একজনকে পতিত্বে বরণ করে।

রাজা নল দেবরাজ ইন্দ্রের এ কথা শুনে একদিকে যেমন চিন্তিত হলেন অন্যদিকে তেমনি আনন্দিত হলেন। অদৃশ্যভাবে রাজ-অন্তঃপুরে গিয়ে দময়ন্তীর সঙ্গে সাক্ষাৎলাভ যে কত আনন্দের তা তিনি বুঝতে পারলেন। তিনি তখনি ইন্দ্রের কথায় সম্মত হয়ে অন্তঃপুরে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। ইন্দ্র তখন তাঁকে অদৃশ্য করে দিলেন ও সমস্ত কথা দময়ন্তীকে বিশেষভাবে বলতে বললেন।





ইন্দ্রের বরে নলের অদৃশ্যভাবে দময়ন্তীর সঙ্গে সাক্ষাৎ

অদৃশ্যভাবে নল চললেন রাজ-অন্তঃপুরে। কেউ তাঁকে দেখতে পাচ্ছে না, অথচ তিনি সকলকেই দেখতে পাচ্ছেন। অন্তঃপুরের মহলের পর মহল পার হয়ে চললেন তিনি। কোথাও অন্তঃপুর-বাসিনীরা একসঙ্গে বসে দময়ন্তীর আসন্ন স্বয়ম্বরের কথা বলছে, কোথাও কেউ মাথার দীর্ঘ কেশদাম রৌদ্রে শুকোচ্ছে, কেউ বা বীণা বাজিয়ে গান গাইছে, কেউ বা ধারাযন্ত্রে স্নান করছে, কেউ বা সঙ্গিনীদের নিয়ে নৃত্যকলার চর্চা করছে, কেউ বা দাসীদের নিয়ে প্রসাধনে রত হয়েছে। তাম্বুলকরঙ্কবাহিনী ও বেত্রবতীর দল ইতস্ততঃ

পরিভ্রমণ করে বেড়াচ্ছে। এই রকম রাজ-অন্তঃপুরের নানা দৃশ্য দেখতে দেখতে রাজা নল ক্রমশঃ অগ্রসর হতে হতে শেষে দময়ন্তীর কক্ষে উপস্থিত হলেন। অদৃশ্যভাবে থাকাতে কেউ নলকে দেখতে পেল না। দময়ন্তী তখন শয্যায় শুয়ে নানা চিন্তায় বিভোর হয়ে ছিলেন। নল ধীরে ধীরে তাঁর পার্শ্বে দাঁড়িয়ে শুধু ডাকলেন,—"দময়ন্তি!"

দময়ন্তী সে স্বর শুনে চমকে উঠে চারদিকে চেয়ে কাউকে দেখতে না পেয়ে খুবই আশ্চর্য হলেন, ভয়ও পেলেন। তিনি তাঁর দাসীদের আহ্বান করতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ নল আবার বললেন: দময়ন্তি, আমি নল, তোমার কাছে এসেছি!"

দময়ন্তীর বিস্ময়ের সীমা রইল না। এ কী ব্যাপার! ঘরের মধ্যে কাউকে দেখতে পাচ্ছেন না, অথচ নল কথা বলছেন। তিনি তখন সাহস করে বললেন: তুমি যদি রাজা নল হও, তবে এমন অদৃশ্যভাবে রয়েছ কেন?

নল বললেন: তোমার কক্ষে যদি আর কেউ এসে পড়ে, তা' হলে আমারও বিপদ, তোমারও বিপদ। তাই দেবরাজ ইন্দ্রের বরে আমি অদৃশ্যভাবেই তোমার কাছে এসেছি।

—দেবরাজ ইন্দ্র?—কেন?—আকুলকণ্ঠে দময়ন্তী প্রশ্ন করলেন।

রাজা নল তখন সমস্ত কথা খুলে বললেন। ইন্দ্রের অভিপ্রায় যে দময়ন্তী তাঁর স্বয়ম্বরে যেন দেবতাদের মধ্যে কাউকে পতিত্বে বরণ করেন।

দময়ন্তী তখন একটু আশ্চর্য হয়ে বললেন: আচ্ছা আমি কক্ষদ্বার রুদ্ধ করে আসি, তুমি আর অদৃশ্য না থেকে তোমার মূর্তি প্রকাশ কর, তবেই আমার এসব কথায় বিশ্বাস জন্মাবে।

এই বলে দময়ন্তী তাঁর কক্ষদ্বার রুদ্ধ করে এলেন। রাজা নলও তখন আপন মূর্তি প্রকাশ করলেন।

দময়ন্তী তখন অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে রাজা নলকে আপন শয্যায় বসিয়ে তাঁর সমস্ত কথা মন দিয়ে শুনলেন। তারপর লজ্জিতভাবে বললেন ঃ আমি তোমাকেই মনে মনে পতিত্বে বরণ করেছি। তুমি ছাড়া আমার আর কেউ পতি হতে পারবে না। সুতরাং আমি দেবরাজ ইন্দ্রের এ আদেশ মানতে প্রস্তুত নই।

রাজা নল বললেন ঃ দেবরাজ ইন্দ্রকে ক্রুদ্ধ করে আমাদের কোনই লাভ হবে না, বরং অন্য কোন উপায় থাকে ত সে বিষয়ে চিন্তা করে দেখা যাক্।

তখন দময়ন্তী ও রাজা নল বহুক্ষণ নানাভাবে পরামর্শ করতে লাগলেন। তারপর রাজা নল দময়ন্তীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যেমন অলক্ষ্যভাবে এসেছিলেন তেমনি অলক্ষ্যে রাজঅন্তঃপুর থেকে বেরিয়ে গিয়ে ইন্দ্রের কাছে উপস্থিত হলেন।

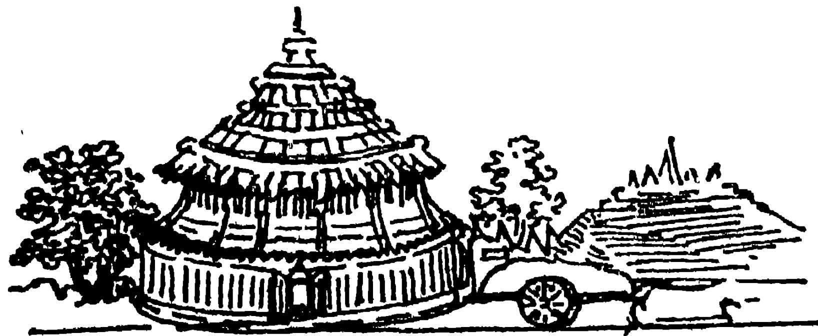
ইন্দ্র এতক্ষণ নলের অপেক্ষায় ছিলেন। নল আসতেই তিনি দয়মন্তীর কথা শুনতে চাইলেন। নল তখন বললেন ঃ দেবরাজ দময়ন্তী আমাকে ছাড়া আর কাউকেই পতিত্বে বরণ করতে চায় না।

ইন্দ্র নলের কথা শুনে বুঝলেন, দময়ন্তীর মন টলানো সোজা কথা নয়, সুতরাং তিনি মনে মনে দময়ন্তীকে জব্দ করবার এক ফন্দী আঁটলেন। কি যে ফন্দী তিনি তা নলের কাছে প্রকাশ করলেন না।

এবার স্বয়ম্বরের শুভদিন ঘনিয়ে এলো। রাজা ও রাজপুত্রের দল সকলে সুসজ্জিত হয়ে সভামণ্ডপে এসে যার যার নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করলেন। ঘন ঘন তুর্যধ্বনি হতে লাগলো।

চারদিকে আনন্দ কোলাহলের মধ্যে রাজপুরোহিতেরা শুভলগ্নের সময় নির্দেশ করলেন। ঠিক এই সময় দময়ন্তী অপরূপ সাজে সজ্জিত হয়ে স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত হলেন। তাঁর সঙ্গে একজন দাসী একটি স্বুবর্ণ থালায় মালা চন্দন বয়ে আনছিলো। চারদিকে ঘন ঘন শঙ্খধ্বনি হ'তে লাগলো। দময়ন্তী বিভিন্ন দেশের রাজা ও রাজপুত্রের সম্মুখ দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চললেন। ভাটেরা সেই সব রাজা ও রাজপুত্রদের উচ্চৈঃস্বরে গুণকীর্তন করতে লাগলেন। কিন্তু দময়ন্তীর কানে সে সব কিছুই পৌঁছুল না। তাঁর তৃষিত চোখ দুটি সে সভায় শুধু নলকেই খুঁজে বেড়াচ্ছিল কিন্তু কোথায় নল? নল কি তাহ'লে স্বয়ম্বর সভায় আসেন নি? দময়ন্তীর হৃদয় হতাশায় ভেঙে পড়লো। তিনি আরো অগ্রসর হয়ে যেখানে দেবরাজ ইন্দ্র অন্যান্য দেবতাদের নিয়ে মহাগৌরবে বসেছিলেন সেখানে উপস্থিত হলেন। কিন্তু এ কী দৃশ্য! সকল দেবতারা এমন কি স্বয়ং ইন্দ্র পর্যন্ত নলের রূপ ধরে বসে আছেন। এতগুলি নলকে একসঙ্গে দেখে দময়ন্তী অত্যন্ত চিন্তিত ও বিহ্বল হ'য়ে পড়লেন। তিনি বুঝলেন এ সবই দেবতাদের কৌশল মাত্র। নল ভেবে তিনি যদি কোন দেবতার গলায় মালা দেন তাহ'লে তাঁকে সেই দেবতারই পত্নী হ'তে হবে। সুতরাং এক্ষেত্রে কি কর্তব্য তিনি কিছুই স্থির করতে পারলেন না। সকলেরই আকার প্রকার বেশভূষা একই রকম, ঠিক যেন নল। তাঁর সর্বাঙ্গ কাঁপতে লাগলো। নিস্তব্ধ সভামণ্ডপে তাঁর এ দুর্দশা সকলেরই চোখে পড়লো। কিন্তু কেউই এ রহস্যের সমাধান করতে পারলেন না। এমন কি, স্বয়ং রাজা ভীম পর্যন্ত কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে কন্যার দিকে চেয়ে রইলেন। এইভাবে কিছুক্ষণ কাটলো। সকলেই আশ্চর্য হয়ে দময়ন্তীর দিকে চেয়ে আছেন। সভা এত নিস্তব্ধ যে

একটি সূচ পড়লেও তার শব্দ শোনা যায়। দময়ন্তী তখন মনে মনে শ্রীহরিকে স্মরণ করে বললেন, "হে বিপদকাণ্ডারী মধুসূদন! তুমি আমাকে এ বিপদে রক্ষা না করলে আর কে রক্ষা করবে? আমি মনে মনে নলকেই পতিত্বে বরণ করেছি। নল ছাড়া আর কাউকে পতিত্বে বরণ করলে আমি অসতী হ'ব। হে শ্রীহরি! তুমি আমাকে এ দারুণ সঙ্কট থেকে রক্ষা করো। আমি যাতে নলকেই পতিত্বে বরণ করে চিরদিন সতী হয়ে থাকতে পারি তুমিই তার ব্যবস্থা করো।"





নলের দময়ন্তী লাভ

শ্রীহরির কৃপায় দময়ন্তী যেন দিব্যদৃষ্টি লাভ করলেন। তিনি স্পষ্ট দেখতে পেলেন, নলরূপধারী যতগুলি লোক সেইখানে বসে আছেন কারও শরীর মর্ত্যভূমির মাটি স্পর্শ করেনি। সামান্য উঁচুতে তাঁরা যেন বায়ুতেই উপবেশন করে আছেন। শুধু মাত্র একজন নলের দেহ ভূমি স্পর্শ করে আছে। দময়ন্তী তখনই প্রকৃত নলকে চিনতে পারলেন। আর তখনি গিয়ে তাঁরই গলায় বরমাল্য দান করলেন।

চারদিকে জয়ধ্বনি উঠলো। ঘন ঘন তূর্যধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি হ'তে লাগলো। রাজ-অন্তঃপুরে আনন্দ-কোলাহল উত্থিত হোলো। প্রজারা

রাজা নল ও দময়ন্তীর নামে ঘন ঘন জয়ধ্বনি করতে লাগলো। দেবতারা তখন আবার স্ব স্ব মূর্তি পরিগ্রহ করে দময়ন্তীর বিচার-বুদ্ধিকে যথেষ্ট প্রশংসা করতে লাগলেন। আর মনের মধ্যে কোন প্রকার ঈর্ষাভাব না রেখে তাঁদের আশীর্বাদ করে স্বর্গে ফিরে গেলেন।

এবার রাজা ভীম বিভিন্ন দেশের রাজা ও রাজপুত্রদের বিনয়নম্র বচনে আপ্যায়িত করে বিদায় দিলেন। তাঁরাও নিজেদের দলবল সহ আপন আপন দেশের দিকে প্রস্থান করলেন।

রাজা নল এবার দময়ন্তীকে সঙ্গে নিয়ে রাজ-অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন। দময়ন্তীর মুখে হাসি দেখে রাণী বুঝলেন দময়ন্তী তাঁর বাঞ্ছিত পতি লাভ করেছে। দময়ন্তীর সখীদের মধ্যে নানাপ্রকার হাস্যপরিহাস চললো। রাজ-অন্তঃপুরের মধ্যে বিবাহের নানা অনুষ্ঠান ও মঙ্গলাচরণ হ'তে লাগলো। সারা রাজ্য জুড়ে আনন্দোৎসবের আর সীমা রইলো না। সকলের মুখেই এক কথা যেমন রূপবতী ও গুণবতী 'বিদর্ভরাজ'-নন্দিনী দময়ন্তী তেমনি রূপবান ও গুণবান নিষধ রাজ্যের অধিপতি নল। এমন শুভমিলন পৃথিবীতে বড় একটা দেখা যায় না। বিবাহের মঙ্গলকার্যাদি শেষ হলে তার পরদিন রাজা নল দময়ন্তীকে সঙ্গে নিয়ে মহাসমারোহে আপন রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করলেন। সেখানেও রাজ্য জুড়ে মঙ্গল উৎসব চলতে লাগলো। মন্দিরে মন্দিরে পূজা অর্চনা ও যজ্ঞাদি চলতে লাগলো। রাজ্যের সকলেই দময়ন্তীর রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে বলাবলি করতে লাগলো, এমন রূপ এ জগতে আর দেখা যায় না। ইনি নিশ্চয়ই স্বর্গবাসিনী কোন দেবী। দময়ন্তীও মনোমত পতি লাভ করে অপার 'সুখসাগরে' নিমগ্ন হ'লেন। এইভাবে বিদর্ভ ও নিষধ এই দুই রাজ্যের মধ্যে এক সৌহার্দ স্থাপিত হ'ল।

এদিকে আর এক ভয়াবহ ঘটনা ঘটলো। দেবরাজ ইন্দ্র যখন অন্যান্য দেবতাদের নিয়ে বিফলমনোরথ হ'য়ে স্বর্গে ফিরে যাচ্ছিলেন তখন আকাশপথে সাত-হিংসুকে দেবতা কলির সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎ হ'লো। ইন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন, "আরে কলি যে, কোথায় চলেছ এখন ?" কলি ইন্দ্রের কথা শুনে একটু দম্ভের সঙ্গেই বললেন, "যাব আর কোথায় ? যাচ্ছি দময়ন্তীর স্বয়ম্বর সভায়, আমি সেখানে পস্থিত হলে দময়ন্তী নিশ্চয়ই আমার গলায় মালা দেবে।"

দেবরাজ ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবতারা কলির কথা শুনে হেসেই আকুল। ইন্দ্র বললেন, "এখন বৃথা তোমার সেখানে যাওয়া। আমরাও সেখানে গিয়েছিলাম কিন্তু দময়ন্তী আমাদের উপেক্ষা করে রাজা নলের গলাতেই বরমাল্য দিয়েছেন। তাই স্বয়ম্বর শেষ হয়ে গেছে বলে আমরা আবার স্বর্গেই ফিরে যাচ্ছি।"

ইন্দ্রের কথা শুনে কলি তো চটেই আগুন। তিনি রেগে গিয়ে বললেন ঃ "এত বড় স্পর্দ্ধা দময়ন্তীর! স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র আর এত সব দেবতা উপস্থিত থাকতে তাঁদের উপেক্ষা করে দময়ন্তী দিল কিনা বরমাল্য এক মানুষের গলায়! এর চেয়ে দেবতাদের অপমান আর কি হতে পারে? আপনারা দেবতা হয়ে এর প্রতিশোধ না নিয়ে কোন্ মুখে আবার স্বর্গে ফিরে যাচ্ছেন ? আচ্ছা বেশ, আপনারা কিছু করতে না চান, আমি নিজে দেবতাদের প্রতি এই অপমানের প্রতি-শোধ নেব। আমি এখনই নিষধ রাজ্যে চললাম। যাতে নল আর দময়ন্তীর মধ্যে চিরবিচ্ছেদ হয় আমি তার ব্যবস্থা করব। দেবতাদের উপেক্ষা করার জন্য নল ও দময়ন্তীকে এমন বিপদে ফেলব যা তারা কল্পনাও করতে পারবে না।" এই কথা বলে কলি স্বর্গে না গিয়ে নিষধ রাজ্যে অদৃশ্যভাবে নলের কাছে উপস্থিত হ'লেন।



দেবতাদের অপমানে কলির ক্রোধ

নিষধ রাজ্যে তখন রাজা নল ও দময়ন্তীর বিবাহোৎসব বেশ পুরোদমেই চলছিল। কলি এ সমস্ত দেখে আরও রেগে গেলেন। দেবতাদের উপেক্ষা করে দময়ন্তী কিনা একজন মানুষ-রাজাকে পতিত্বে বরণ করেছে! এ অপমান যেন কলি কিছুতেই সহ্য করতে পারছিলেন না। তিনি বিশেষভাবে লক্ষ্য করতে লাগলেন কিভাবে নল ও দময়ন্তীকে জব্দ করা যায়।

এদিকে নল দময়ন্তীকে পেয়ে দিবারাত্র তাঁরই কাছে সময় কাটাতে লাগলেন। রাজকার্য বড় একটা দেখেন না, মন্ত্রীদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে তিনি আমোদ আহ্লাদে নিমগ্ন থাকেন। কলির

এ সমস্তই খুবই ভাল লাগছিল। নল যদি এমনি ভাবে কর্তব্যকার্যে অবহেলা করে তা' হলে তার দেহে প্রবেশ করে তার মতিভ্রম ঘটানো কিছুমাত্র শক্ত কাজ নয়। তাই কলি এর সুযোগ অনুসন্ধান করতে লাগলেন।

সুযোগও একদিন এসে উপস্থিত হল।

একদিন নল বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে বনবিহারে গেলেন। কলিও অলক্ষ্যে তাঁর সঙ্গে রইলেন। নল বনবিহারে এমন সব অশাস্ত্রীয় কাজ করতে লাগলেন যে তাঁর অবস্থা লক্ষ্য করে কলি বিশেষ পুলকিত হয়ে উঠলেন। এই সব সূত্র ধরে কলি এবার নলের শরীর আশ্রয় করলেন।

হঠাৎ যেন নলের মানসিক পরিবর্তন হতে লাগল। তিনি যেন আর সে নল নন। সেই উদারহৃদয় বন্ধুবৎসল প্রজারঞ্জক নরপতি যেন অন্যরকম হয়ে গেলেন। সুমতির চেয়ে কুমতির দাস হয়ে তিনি পরম স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠলেন। যে সব কাজ রাজার পক্ষে অন্যায় সেই সব কাজ তিনি করতে দ্বিধা করলেন না। পুণ্যের কাজ ছেড়ে তিনি পাপের কাজে বেশি লিপ্ত হতে লাগলেন। তাঁর হঠাৎ এ পরিবর্তন দেখে বন্ধুরা, প্রজারা, মন্ত্রী-অমাত্যেরা সকলে শঙ্কিত হয়ে উঠল। এমন কি দময়ন্তীর কানে এ কথা যেতে তিনিও শঙ্কিত হয়ে উঠলেন।

কিন্তু নলের ব্যবহার ক্রমশঃ সকলের কাছে অসহ্য হয়ে উঠল। প্রজারঞ্জনের চেয়ে প্রজাপীড়নই তাঁর লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াল। তিনি এতই স্বেচ্ছাচারী হলেন যে মন্ত্রী-অমাত্যেরা আর তাঁকে সদুপদেশ দিয়ে কর্তব্যকর্মে লিপ্ত করতে পারল না। তিনি কারোর কথায় কিছুমাত্র কর্ণপাত না করে নিজের খেয়ালমত রাজ্য পরিচালনা

করতে লাগলেন। রাজ্য জুড়ে একটা ভয়ানক বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হল। যে সব কাজ এতদিন নলের কাছে পাপের কাজ বলে মনে হোত, এখন সেই সব কাজই তাঁর ভাল লাগতে লাগল। তাঁর রাজ্যে তিনি জুয়াখেলা, মদ্যপান প্রভৃতি পূর্বে বন্ধ করে দিয়েছিলেন, এখন আনন্দের সঙ্গে সেগুলি আবার তাঁর রাজ্যে প্রচলন করলেন। এতে ভাল প্রজারা রাজা নলের উপর খুবই অসন্তুষ্ট হয়ে উঠল। কিন্তু উপায় কি? নল তখন সম্পূর্ণভাবে কলির অধীন। তাঁর হিতাহিতজ্ঞান কিছুমাত্র ছিল না। কলি তাঁর মনের উপর এমনি প্রভাব স্থাপন করেছিল যে অসৎ ও মন্দ কাজ ছাড়া তিনি আর কিছুই করতেন না।

তাঁর পুষ্কর নামে এক কুটিল ও কুচক্রী বন্ধু ছিল। সে রাজা নলকে পাশাখেলায় আহ্বান করল। রাজা নল পুষ্করকে নিয়ে তখন পাশাখেলায় দিনরাত মত্ত হয়ে উঠলেন। রাজার পাশাখেলার প্রতি এই ভয়ঙ্কর আসক্তি দেখে মন্ত্রীরা বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়লো। তারা একদিন রাজার কাছে এসে বলল: মহারাজ, পাশাখেলায় পাণ্ডবদের কি দশা হয়েছিল তা' নিশ্চয়ই আপনার অজ্ঞাত নয়। আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ আপনি পাশাখেলা ত্যাগ করুন। আপনি এ দেশের রাজা, রাজ্যের মঙ্গলচিন্তাই আপনার উপযুক্ত কাজ, এ সর্বনাশকর পাশাখেলা আপনার মত মহান্ নৃপতির সাজে না।

রাজা নল মন্ত্রীদের এ কথা শুনে ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন, তীব্রস্বরে বললেন: তোমরা কি আমাকে হিতোপদেশ শোনাতে এসেছ?

মন্ত্রীরা বিনীতভাবে বলল: আপনাকে হিতোপদেশ দোব সে

স্পর্ধা আমাদের কোনদিনই নেই মহারাজ, শুধু রাজ্যের মঙ্গলের জন্যেই আমাদের এ নিবেদন আপনার কাছে।

রাজার ক্রোধ আরও বেড়ে উঠল, তিনি কঠোর স্বরে বললেন : তোমরা যে আমার কাজের সমালোচনা করবে এটা আমার পক্ষে অসহ্য। তোমাদের আমার কাজ ভাল না লাগে, অবিলম্বে পদত্যাগ কর, আমি অন্য লোক তোমাদের স্থানে নিযুক্ত করছি।

মন্ত্রী-অমাত্যেরা হতাশ হয়ে রাজার কাছ থেকে সরে গেল। রাজা আবার পুষ্করের সঙ্গে পাশাখেলায় মত্ত হয়ে উঠলেন।

পুষ্কর এবার রাজাকে বোঝাতে লাগলো : বন্ধু, শুধু পাশাখেলায় মনে তেমন আনন্দ আসে না। পণ রেখে যদি পাশা খেলা যায় তবেই সে খেলায় আগ্রহ ও আনন্দ বেশি হয়। এস, আজ থেকে আমরা পণ রেখেই পাশাখেলা করি।

রাজা নলের মন তখন কলির সম্পূর্ণ বশীভূত। তিনি পুষ্করের এ পাপ-প্রলোভনে সহজেই সম্মত হলেন। পুষ্করও সুযোগ বুঝে রাজাকে নিভৃতে নিয়ে গিয়ে পাশাখেলায় মত্ত হলো।

পুষ্কর নলকে বলল : কি পণ রাখতে চাও বন্ধু ?

রাজা বললেন : কেন, আমার কোষাগারের স্বর্ণ।

পুষ্কর হেসে বলল : বেশ তাই। কিন্তু যা' পণ রাখবে তাতে যেন কথার কোন ব্যতিক্রম হয় না।

নল বললেন : সে কি বন্ধু, আমি রাজা, আমার কথার মূল্য আছে। আমি যা পণ রাখব নিশ্চয় তা দোব। এতে আমাকে তুমি ভুল বুঝো না বন্ধু।

পুষ্কর বললে : সে কথা সত্যি, তুমি রাজা, তুমি যদি কথা না রাখ তবে আর কে রাখবে ?

এখন রাজা নল কোষাগারের স্বর্ণ পণ রেখে পুষ্করের সঙ্গে পাশাখেলায় মত্ত হলেন। কলি অলক্ষ্যে থেকে ক্রূর হাসি হাসলেন।

কিন্তু আশ্চর্য! নল পাশাখেলায় সুনিপুণ। কিন্তু এবার যেন সবই ভুলে যেতে লাগলেন। পাশার যে দান মনে করে ফেলেন সে-দান আর পড়ে না। পুষ্করের মুখে তখন কুটিল হাসি দেখা দিল। রাজা নলকে হারিয়ে দিয়ে সে এবার বলল: বন্ধু, তোমার কোষাগারের সোনা এবার সব শেষ হয়ে গেল।

রাজা দম্ভের সঙ্গে বললেন: বেশ ত, কোষাগারের রত্ন ত আছে। এবার আমি পণ রাখলাম আমার কোষাগারের রত্নরাজি।

আবার পুরোদমে পাশাখেলা চলল। কিন্তু আশ্চর্য! এবারেও রাজার হাতে পাশার দান যেন সব বিপরীত হতে লাগল।

ক্রমে রাজা হেরে গেলেন। পুষ্কর বললে: বন্ধু, এবারেও তোমার কোষাগারের সব রত্ন গেল।

রাজা নল তখন পাশাখেলায় এমনি উন্মত্ত হয়ে উঠেছেন যে পুষ্করের কথায় ভ্রূক্ষেপ না করে বললেন: বেশ, এবার তবে রাজ-কোষের সঞ্চিত রাজভূষণ ও অলঙ্কার।

আবার পাশাখেলা চলল। পুষ্কর সুযোগ বুঝে রাজাকে উৎসাহিত করতে লাগল। কিন্তু রাজা এবারেও সব বিপরীত দান ফেলতে লাগলেন। কোন দানই আর মনের মত পড়ে না। এই রকম বার বার ভুল হতে হতে শেষে রাজা হেরে গেলেন।

পুষ্কর ক্রুর হাসি হেসে বলল: বন্ধু, এবার রাজকোষের রাজ আভরণ ও অলঙ্কার সব গেল।

রাজা নল তখন অস্থিরমতি ও ক্ষিপ্তপ্রায়। ক্রোধের সঙ্গে বললেনঃ গেছে ত হয়েছে কি? আমি কি নিঃস্ব হয়েছি নাকি? এবার আমি পণ রাখলাম আমার রাজসভা।

পুষ্কর হেসে বললঃ রাজসভা মানে? রাজসভা কি একটা সম্পদ্ নাকি?

রাজা বললেনঃ রাজসভার অর্থ, যদি আমি হারি তবে রাজসভার উপর আমার আর কোন অধিকার রইল না।

পুষ্কর বললঃ বেশ, এবার পাশাখেলার পরিণাম কি হয় দেখা যাক্।

পূরোদমে পাশাখেলা চলতে লাগল। কিন্তু কি আশ্চর্য! এবারেও রাজা বার বার ভুল করতে লাগলেন। পুষ্কর অতি সহজেই রাজসভা জয় করে নিল।

রাজা বললেনঃ এখনও আমার রাজপ্রাসাদ আছে। এবারের পাশাখেলায় পণ রইল আমার রাজপ্রাসাদ।

কিন্তু দেখা গেল রাজা এবারেও হেরে গেছেন, রাজার রাজপ্রাসাদও গেল।

রাজা এবার ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে বললেনঃ কেন এমন হচ্ছে, বুঝতে পাচ্ছি না। তবু আমি খেলব। যদি জিতি, আবার সব একে একে ফিরে পাব।

পুষ্কর বললে ঠিক বলেছ বন্ধু, হারজিৎ ত আছেই। যা হারিয়েছ, যদি ঠিকমত পাশার দান পড়ে, তবে আবার সে সব ফিরে পেতে কতক্ষণ! তুমি যদি এখন পাশাখেলা থেকে ক্ষান্ত হও তবে আর সেসব উদ্ধার করতে পারবে না।

রাজা হেসে বললেনঃ আমি এ পাশাখেলা থেকে বিরত হব

না। আমি আবার আমার সম্পদ্ পুনরুদ্ধার করব। এবার পণ রইল আমার রাজ্য।

কিন্তু আশ্চর্য! এবারও রাজা হেরে গেলেন। তাঁর সম্মুখে তখন পুষ্কর দম্ভ প্রকাশ করে বলল: আর কেন? এখন এ রাজ্য আর তোমার নয়, তুমি এখনি এ রাজ্য ত্যাগ কর।

রাজা নল এবার ভয়ানক চমকে উঠলেন। এ কী ব্যাপার? সত্যই কি তিনি রাজ্যহারা? তিনি স্তম্ভিত হয়ে পুষ্করের দিকে চেয়ে রইলেন।

পুষ্কর তখন বলল: তুমি তোমার কথার মূল্য রাখ। এখন অতীতের কথা ভেবে আর কি হবে?

রাজ্যহারা নল তখন নিঃশব্দে উঠে চলে গেলেন অন্তঃপুরে।

দময়ন্তীর কাছে দাঁড়িয়ে তিনি বিরসমুখে তাঁকে বললেন: দময়ন্তি, প্রস্তুত হয়ে নাও, আমরা রাজ্য ছেড়ে চলে যাচ্ছি।

দময়ন্তী ভয়ানক আশ্চর্য হয়ে বললেন: এ কী কথা বলছেন মহারাজ? আমি ত এর কিছুই বুঝতে পারছি না। নল তখন সমস্ত কথা খুলে বললেন দময়ন্তীকে। পুষ্করের সঙ্গে পণ রেখে একে একে তিনি সব হারিয়েছেন একথা শুনে দময়ন্তী ত অবাক। তাঁর দু' চোখ জলে ভরে উঠল, তিনি মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন। রাজা নল তখন ব্যস্ত হয়ে দময়ন্তীর পরিচর্যা করতে লাগলেন।

এই সময়ে বাহিরে পুষ্করের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। সে তখন রাজার কাছে এসে বিদ্রূপভরা ভর্ৎসনায় বলল: এখনও প্রাসাদ ছেড়ে যাও নি যে নল? আমার আদেশ, তুমি এই দণ্ডেই এ রাজ্য ছেড়ে চলে যাও।

নল বিস্মিতভাবে পুষ্করের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। হাঁ,

প্রাণের বন্ধুই বটে পুষ্কর! ক্রোধে তাঁর আপাদমস্তক জ্বলে উঠল। কিন্তু তিনি বাক্যদত্ত, নিরূপায়। তার উপরে দময়ন্তী মূর্ছিত। তিনি তখন মিনতিভরা কণ্ঠে বললেন: হাঁ, যাচ্ছি বন্ধু, যাচ্ছি। কিন্তু দময়ন্তী জ্ঞানহারা, এ অবস্থায় আমি দময়ন্তীকে ছেড়ে কি করে যাই।

পুষ্কর ক্রুদ্ধভাবে নলের দিকে চেয়ে বলল: আচ্ছা বেশ, দময়ন্তীর জ্ঞান হওয়া পর্যন্ত আমি সময় দিলাম। তারপর কিন্তু এক দণ্ডও সময় দোব না।

এই কথা বলে পুষ্কর সেখান থেকে চলে গেল।

একটু পরেই দময়ন্তীর জ্ঞান ফিরে এল। তিনি তখন আকুলকণ্ঠে ক্রন্দন করে নলের পদযুগল দু'হাতে ধারণ করে বললেন: এখনও যে একথা বিশ্বাস হচ্ছে না প্রভু। এ কি আমি স্বপ্ন দেখছি?

নল বললেন, "স্বপ্ন নয় দময়ন্তি, এর চেয়ে কঠোর সত্য আর কিছু নেই। সত্যই আমি রাজ্যসম্পদ সব হারিয়ে পথের ভিখারী হয়েছি। এখন এ রাজ্যে থাকবার আর আমার অধিকার নেই। তুমি তোমার অলঙ্কার পরিচ্ছদ সব ত্যাগ করে এক বস্ত্রে আমার সঙ্গে এসো। আমি এ রাজ্য ছেড়ে কোন দুর্গম বনে বা অজানা দেশে চলে যাই।"

দময়ন্তী নলের কথা শুনে কাঁদতে কাঁদতে নিজের অলঙ্কার ও মহামূল্য রাণীর পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করে একখানি অতি সাধারণ কাপড় পরে নলের সঙ্গে রাজপুরী ছেড়ে যাবার জন্যে প্রস্তুত হ'লেন। নলেরও অঙ্গে রাজপরিচ্ছদ বা আভরণ কিছুই ছিল না।

নীরবে অবনতমুখে নল ও দময়ন্তী রাজপথ দিয়ে গমন করতে লাগলেন। প্রজারা দলে দলে এসে রাজা ও রাণীর এ দুর্দশা

নিজের চোখে দেখতে লাগল। কিন্তু, এমনি কলির প্রভাব যে রাজা রাণীর জন্য তাদের মনে এতটুকু দুঃখ বা অনুশোচনা হ'ল না। কেউ রাজারাণীর কাছে এসে একটিও সান্ত্বনার কথা বললে না। রাজা নল প্রজাদের এ ব্যবহার দেখে মর্মাহত হলেন। কিন্তু, কি আর করবেন! তাঁরা ক্রমে সে রাজ্যের গণ্ডী পার হয়ে এক অজানা ভীষণ অরণ্যে প্রবেশ করলেন।





কলির প্রভাবে রাজ্যহারা নলের দময়ন্তীসহ বনে গমন

সে অরণ্য দেখে দময়ন্তীর মনে দারুণ ভয় হ'ল। তিনি নলকে বললেন, "মহারাজ, এ আমরা কোথায় এলাম? এখানে থাকতে আমার বড় ভয় হচ্ছে।"

রাজা নল তখন মৃদু হেসে বললেন, "দময়ন্তি! ভগবান যাকে যখন যে অবস্থায় রাখেন তাকে সে অবস্থায়ই থাকতে হ'বে। ভাগ্যের উপর কারোর ত হাত নেই। একদিন আমরা আমাদের সুরম্য প্রাসাদে কুসুমের মত কোমল বিছানায় শুয়ে নিদ্রা যেতাম, রাজভোগ খেতাম, শত শত দাসদাসী আমাদের পরিচর্যায় নিযুক্ত থাকত, প্রজাদের মুখে আমাদের জয়ধ্বনি শোনা যেত। আজ সেদিন আর নেই। এখন বৃক্ষতল আমাদের আশ্রয়, কঠিন

মৃত্তিকা আমাদের শয্যা, বন্য পশুপক্ষী আমাদের সঙ্গী আর দুর্ভাগ্য আমাদের পরিচালক।

নানারকম সুখাদ্য ও ব্যঞ্জনেও আমাদের তৃপ্তি হ'ত না। এখন অনাহার আমাদের সম্বল। দৈব এখন আমাদের প্রতিকূল। এরূপ ক্ষেত্রে অতীতের জন্যে অনুতাপ করা বৃথা।"

নলের কথা শুনে দময়ন্তী বললেন, "আমার নিজের কষ্টের জন্য তত ভাবি না মহারাজ, আমার দুঃখের কারণ শুধু আপনার এ অবস্থা।" রাজা ম্লান হাসি হেসে বললেন, "দময়ন্তি! আমি বুঝি সবই, কিন্তু, তোমার কষ্টই আমার মনে কত যে দুঃখ এনে দিয়েছে তা আর মুখে বলতে পারি না। এখন সে কথা বলে কোন লাভ নাই এখন সবই আমাকে সহ্য করতে হ'বে।"

সন্ধ্যা আগত দেখে নল ও দময়ন্তী একটি বৃহৎ বৃক্ষের তলে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। বনের পাখীরা তখন সন্ধ্যাসমাগমে সেই গাছে ফিরে এসে কিচিরমিচির শব্দে চারিদিকে প্রতিধ্বনি তুলেছে, মাঝে মাঝে দূরে বন্য জন্তুর চিৎকার শোনা যাচ্ছে। নলের সঙ্গে কোন অস্ত্র নেই। সুতরাং ভাগ্যের ওপব নির্ভর করে তিনি সেই বৃক্ষতলে দময়ন্তীর পার্শ্বে শয়ন করলেন। গভীর রাত্রে কোন বন্য জন্তু এসে তাঁর পরিধেয় বস্ত্রখানি খাদ্য মনে করে টেনে নিয়ে গেল। সকালে ঘুম থেকে উঠে নল দেখলেন, তাঁর অঙ্গে পরিধেয় বস্ত্র নেই। তখন নিরুপায় হ'য়ে দময়ন্তীর পরিধেয় বস্ত্রের অর্ধাংশ নিয়ে কোমরে জড়িয়ে দুজনে পাশাপাশি একসঙ্গে সেই বনের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। কিন্তু, তাঁরা যাবেনই বা কোথায়! সেই গভীর বনের মধ্যে কোন লোকালয় নেই। কদাচিৎ দুই একজন মুনিঋষির সঙ্গে হয়ত দেখাসাক্ষাৎ হ'তে পারে। হয়তো বা ব্যাধেরা এ বনে শিকার

করতে এলে তাদের সঙ্গে দেখা হ'য়ে যেতে পারে। বর্তমান অবস্থাতে তাঁরা সেই বনের মধ্যে আর কোন্ আশ্রয় পাবার আশা রাখেন ? ভবিষ্যৎ এখন তাঁদের কাছে ঘোর অন্ধকারময়।

বনের মধ্যে ঘুরে ঘুরে তাঁরা অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। সামনে একটি বড় গাছ দেখে তারই তলায় তাঁরা বিশ্রাম নেবার জন্যে সংকল্প করলেন। দময়ন্তী এতই ক্লান্ত হয়েছিলেন যে নিজের আঁচল পেতে সেখানে শুয়েই ঘুমিয়ে পড়লেন।

নল কিন্তু নিজের ভাগ্যচিন্তা করতে লাগলেন, তাঁর চোখে আর ঘুম এল না। এদিকে কলি তখন তাঁর দেহে ও মনে পূর্ণ শক্তি বিস্তার করেছে। নানাকথা ভাবতে ভাবতে নলের মনে হোল, দময়ন্তীকে নিয়ে বনেজঙ্গলে ঘুরে বেড়ানো উচিত নয়। কলির প্রভাবে তিনি দময়ন্তীকে পরিত্যাগ করবার ইচ্ছা করলেন। তাঁর মনে তখন দময়ন্তীর ভবিষ্যৎ কি হবে এ চিন্তা এল না। শুধু তিনি ভাবলেন, সঙ্গে নারী থাকলে তাঁর নিজের কষ্টই বেশি হবে। একবারও এ কথা তাঁর মনে এল না যে দময়ন্তী তাঁর সহধর্মিণী, তিনি নলের চিন্তায় সর্বদা বিভোর, নলই তাঁর ধ্যানজ্ঞান সর্বস্ব। কলির প্রেরণায় তাঁর মন এতই মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল যে তিনি দময়ন্তীকে পরিত্যাগ করাই স্থির করলেন। কিন্তু দময়ন্তীর বস্ত্রখানির অর্ধেকাংশ নল পরিধান করেছিলেন, এখন কিরূপে সে বস্ত্র তিনি দময়ন্তীর সঙ্গে ভাগাভাগি করবেন ? তখন তিনি অতি সাবধানে যাতে দময়ন্তী জাগরিত না হয়, এরূপভাবে সেই অর্ধাংশ ছিঁড়ে ফেলে আস্তে আস্তে দময়ন্তীর কাছ থেকে সরে গেলেন। অভাগিনী দময়ন্তী নলের এ নির্মম ব্যবহার কিছুই জানতে পারলেন না, তিনি তখন কলির প্রভাবে নিদারুণ ঘুমঘোরে আচ্ছন্ন।



নলের দময়ন্তী-ত্যাগ

নল এবার আরও গভীর বনে প্রবেশ করলেন। একবারও পশ্চাৎ ফিরে দেখলেন না যে দময়ন্তীর কি দশা হোল। ক্রমাগত বনের মধ্যে চলতে চলতে তিনি এক অতি দুর্গম স্থানে উপস্থিত হলেন। হঠাৎ তাঁর কানে এক করুণ ক্রন্দনধ্বণি প্রবেশ করল। তিনি সেই স্বর লক্ষ্য করে আরও এগিয়ে গিয়ে দেখলেন যে এক জায়গায় অগ্নিকুণ্ড জ্বলছে, আর সেই অগ্নিকুণ্ডের মধ্য থেকে কে যেন করুণ কণ্ঠে কাতর- ভাবে ক্রন্দন করে বলছে—"কে আছ, আমাকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাও।" নল প্রথমে দেখতে পেলেন না, সেই অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে কে আছে। কিন্তু কাতর ক্রন্দনধ্বনি ক্রমশঃ বেড়ে উঠতে লাগল। তখন নল আর স্থির থাকতে পারলেন না, তাড়াতাড়ি

সেই অগ্নিকুণ্ডের কাছে গিয়ে বিশেষ লক্ষ্য করে দেখলেন একটা কর্কোটক সাপ অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে ছট্ফট্ করছে। সাপটা গাছের উপরে ছিল। গাছের নিচে কারা অগ্নিকুণ্ড করে রেখে গিয়েছিল। হঠাৎ সেই কর্কোটক সাপ সেই অগ্নিকুণ্ডে পড়ে গেছে।

সাপের অবস্থা দেখে নল তখনি "ভয় নেই, ভয় নেই" বলে তাড়াতাড়ি সেই অগ্নিকুণ্ডের কাছে গিয়ে একটা গাছের ডাল ভেঙ্গে নিয়ে সেটা তার দিকে এগিয়ে দিলেন। সাপটা অতিকষ্টে সেই গাছের ডালকে জড়িয়ে ধরল। নল তখন সাপটিকে টেনে আনলেন। কিন্তু কর্কোটক সাপ তখন অর্ধদগ্ধ হয়ে মৃতপ্রায় হয়ে পড়েছিল। নল তাকে নানাভাবে সেবাশুশ্রূষা করে তাকে আবার সজীব করে তুললেন। সাপটিকে দেখে নলের বড় মায়া হয়েছিল। তাই তাকে একটু সুস্থ হয়ে উঠতে দেখে খুবই আনন্দিত হলেন। সাপটি তখন মানুষের ভাষায় বলল: নল, তুমি আমাকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছ, তোমার এ ঋণ আমি কখনও পরিশোধ করতে পারব না। চিরদিন তোমার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ থাকব। এখন তোমার যদি কোন উপকার করতে পারি সে চেষ্টা করব। তবে তুমি আমাকে অবিশ্বাস কোরো না। আমি তোমার অবস্থা সব বুঝতে পেরেছি। কেন তোমার আজ এ দশা তাও আমার অজ্ঞাত নয়। তোমার চেহারা দেখেই আমি তা' বুঝেছি। এখন আমি যা' বলি তা শোন। তুমি এবার আমার মুখের সামনে হাত পাত।

নল একটু বিস্মিত হয়ে সাপের কথায় তার মুখের সামনে হাত পাতলেন। সাপ তখন সেই হাতের উপর খানিকটা বিষ উদ্গার করে দিলে। নল তখন বললেন: এ বিষ নিয়ে আমি কি করব?

সাপ বলল: এই বিষ তোমার সর্বাঙ্গে মাখ। ভয় পেয়ো না

নল, আমি তোমার ভালর জন্যেই এ কথা বলছি। আর একটু দূরে এক গাছের শাখায় একখানি কাপড় ঝুলতে দেখতে পাবে। তুমি সেই কাপড়খানি নিয়ে তোমার পুরানো কাপড় ত্যাগ করে নূতনখানি পর। আমার বিষ ও বস্ত্রের গুণে তুমি নিশ্চয়ই কলির প্রভাব থেকে আপাততঃ কিছুটা মুক্ত হবে।

নল প্রথমে সাপের এ সব কথা কিছুই বুঝতে পারলেন না। কিন্তু এটা তার স্থির ধারণা হোল যে সাপ তাঁর হিতাকাঙ্ক্ষী। তাই তিনি সাপের কথামত সব কাজ করলেন। সাপের বিষ গায়ে মেখে ও নূতন কাপড় পরে মনে হোল তিনি যেন নূতন মানুষ হয়েছেন। সাপের কাছে অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাতেই সাপ বললে, এবার তুমি আমার আর একটি কথা শোন। তুমি ঋতুপর্ণ রাজার কাছে যাও। সেখানেই তুমি থাক। তোমার মঙ্গল হবে।

নল তখন ঋতুপর্ণ রাজার রাজ্য কোনদিকে তা' জেনে নিয়ে সেই অরণ্যের মধ্যে দিক স্থির করে চলতে লাগলেন, সাপটিও গভীর বনে অন্তর্ধান করল।

নল পথ ঠিক করে নিয়ে ক্রমাগত চলতে চলতে শেষে ঋতুপর্ণ রাজার রাজ্যে এসে পৌঁছলেন। কিন্তু কোন্ সময়ে ঋতুপর্ণ রাজাকে নিভৃতে পাওয়া যায় সে সন্ধান নিতে লাগলেন। শেষে একদিন সে সুযোগ এল।

একখানি সুন্দর রথে রাজা ঋতুপর্ণ ভ্রমণে বেরিয়েছেন, চারটি প্রকাণ্ড শ্বেত অশ্ব সে রথ টেনে নিয়ে যাচ্ছে। প্রবীন সারথী সুকৌশলে রথ চালিয়ে যাচ্ছেন। হঠাৎ পথে কি যেন দেখে চারটি অশ্বই আতঙ্কে ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে উঠল। সারথী কিছুতেই তাদের সংযত করতে পারল না। রথ তীরবেগে ছুটে চলল। রাজা ভয়ে

চিৎকার করে উঠলেন। চারপাশের লোকজনেরা রাজার প্রাণরক্ষার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠল, কিন্তু কারও এমন ক্ষমতা হোল না যে সেই উদ্দাম উন্মত্ত চারটি অশ্বকে সংযত করে রথ থামায়। চারদিকে হৈ হৈ রৈ রৈ কাণ্ড।

নল সে পথে আসছিলেন, হঠাৎ তাঁর চোখে পড়ল এই ভয়াবহ ব্যাপার। তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না। অশ্বচালনার অপূর্ব কৌশল তাঁর জানা ছিল। তিনি তখনি একলম্ফে দ্রুত ধাবমান একটি অশ্বের পিঠে উঠে চারিটি অশ্বকে এমনভাবে কশাঘাত করে বল্গা আকর্ষণ করলেন যে অশ্বেরা আর অগ্রসর না হয়ে ধীরে ধীরে থেমে গেল।

সকলে বিস্মিত হয়ে অপরিচিত আগন্তুকের দিকে চেয়ে রইলেন। আতঙ্কগ্রস্ত রাজা ঋতুপর্ণ মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গিয়ে রথ থেকে নেমে আগন্তুককে জিজ্ঞাসা করলেন—"তুমি কে? এমন অপূর্ব অশ্বচালনা কৌশল আমি আর কোনদিন দেখি নি। তুমি তোমার পরিচয় দাও।"

নল তখন বললেন: মহারাজ, আমি একজন অশ্বচালক, এই আমার পরিচয়। যদি মহারাজের অশ্বশালায় কোন কর্ম পাই, তা' হলে কৃতার্থ হই।

রাজা ঋতুপর্ণ পরম সন্তুষ্ট হয়ে বললেন: আজ থেকে তুমি আমার রথের প্রধান সারথী হলে। আমি যে রথে যাব, তুমি সেই রথ পরিচালনা করবে। তা' ছাড়া তুমি যে-বেতন চাও, আমি তাই দিতে স্বীকার করছি।

নল বললেন: মহারাজ, আমি বেতন চাই না। আমি মহারাজের অনুগ্রহ যেন চিরদিন পাই, এই আমার প্রার্থনা।

সেইদিন থেকে নল রাজা ঋতুপর্ণের আশ্রয়ে রইলেন।

এবার দময়ন্তীর কাছে ফিরে আসা যাক্।

দময়ন্তীর ঘুম ভাঙতেই তিনি চমকে উঠলেন। একি, নল কোথায় গেলেন? নিজের পরিধেয় বসনের দিকে লক্ষ্য করে দেখলেন, সেখানি দ্বিধা বিভক্ত। তখনি তার মনে দারুণ সন্দেহ উপস্থিত হল। তবে কি নল তাঁকে পরিত্যাগ করে চলে গেলেন? যদি তাঁর কোথাও যাবার দরকার থাকত, তা' হলে তিনি ত দময়ন্তীকে জাগিয়ে সব কথা বলে যেতে পারতেন। কিন্তু এ কী ব্যবহার তার? কাপড় ছিঁড়ে যখন গেছেন তখন কি সত্যসত্যই তিনি দময়ন্তীকে পরিত্যাগ করলেন? দারুণ দুশ্চিন্তায় দময়ন্তী কাতর হয়ে পড়লেন। কিন্তু—উপায়ই বা কি? এ গভীর নির্জন অরণ্যে তিনি কোথায় যাবেন? বিশেষতঃ নারীজাতির ভয় সর্বত্র। এইসব কথা ভেবে দময়ন্তী ইতস্ততঃ চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে কোথাও নলের কোন সন্ধান পেলেন না। তখন গভীর বেদনায় ক্রন্দন করতে লাগলেন। কিন্তু এভাবে কতক্ষণই বা ক্রন্দন করবেন? তিনি বুঝলেন এবার তাঁর কপাল ভেঙ্গেছে। চিরসুখিনী তিনি। বাল্যে কৈশোরে অমন স্নেহশীল পিতা মহারাজ ভীমের কত আদরে তাঁর কাল কেটেছে। কোনদিন তিনি রাজপ্রাসাদ ও রাজউপবন ছেড়ে কোথাও যান নি। বিবাহের পরও নলের ভালবাসায় স্বর্গসুখ অনুভব করেছেন। কিন্তু আজ তাঁর এ কী পরিণাম? ভীষণ অরণ্যে একাকিনী তিনি কোথায় যাবেন? কে তাঁকে বিপদ থেকে রক্ষা করবে? কখন কি যে বিপদ কোথা থেকে আসে তার কোন স্থিরতা নেই। দময়ন্তী এবার ব্যাকুলভাবে চতুর্দিকে চেয়ে দেখতে লাগলেন। তাঁর দুশ্চিন্তার আর অবধি রইল না।

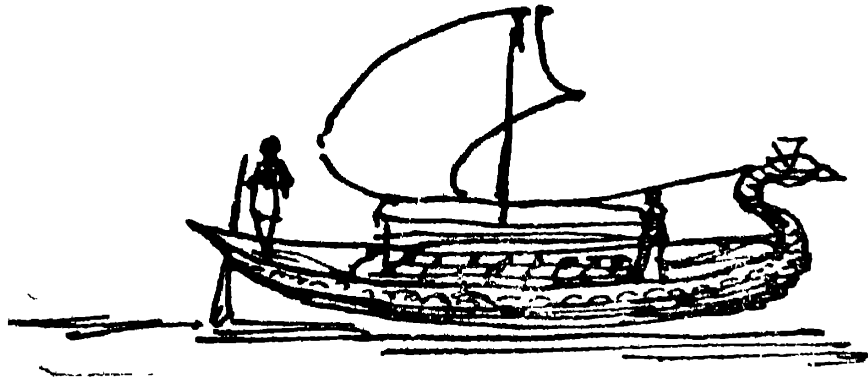
ক্রমে দুশ্চিন্তায় তাঁর মতি স্থির রইল না। তিনি তখন সেই অরণ্যের প্রত্যেক বৃক্ষলতাকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন তাঁর প্রিয়তম পতি কোথায়? বনের হরিণ হরিণীদের ডেকে বললেন "তোমরা কি মহারাজকে দেখেছ?" যত পশুপাখী তাঁর সামনে এল সকলকে ঐ একই প্রশ্ন করেন। তারপর তিনি বৃক্ষলতাদেরও তাঁর স্বামীর কথা জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। অশোকতরুকে দেখে বল্লেন: হে অশোকতরু, তোমার কোন শোক নাই, তাই তোমার নাম অশোক। তুমি দয়া করে আমাকে তোমার মত স্বামিশোকহীন করে দাও। তুমি যদি আমাকে আমার স্বামীর সন্ধান বলে দাও ও তোমার কৃপায় তাঁকে আবার ফিরে পাই, তা' হলে আমি চিরদিন তোমার পূজা করব, তোমার পদতলে জলসিঞ্চন করব, তোমার সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করব। আজ আমার মত হতভাগিনী আর কে আছে। এই ভীষণ অরণ্যে আমি কোথায় যাই? তুমি আমার স্বামীর সুসংবাদ দাও, আমি তাঁর কাছে ফিরে যাই।

দক্ষিণ বাতাসে পত্রমর্ম্মরে অশোকতরু যেন দময়ন্তীকে আশ্বাস দিল। দময়ন্তী ভাবলেন, তবে কি মহারাজকে কেউ ধরে নিয়ে গেছে? কিন্তু তাই বা হবে কেমন করে? তা' যদি হোত তবে কাপড়ের অর্ধাংশ এরূপ ছেঁড়া থাকবে কেন? এ নিশ্চয়ই মহারাজের স্বেচ্ছাকৃত।

কিন্তু তবুও মন প্রবোধ মানে না। দয়মন্তী তখন রোদন করতে করতে যেদিকে দু'চক্ষু যায় সেই দিকে চললেন। নিবিড় বন, পদে পদে তাঁর দিগ্‌ভ্রম হতে লাগল।

তবুও দময়ন্তী চলেছেন। লতাগুল্মবৃক্ষশাখা তাঁর পথরোধ

করছে, কিন্তু তিনি সে সব ছ'হাতে সরিয়ে পথ করে নিচ্ছেন। এইভাবে কখনও বা নদীতীরে এসে দেখেন নদীপার হবার কোন উপায় নেই, ছুরন্ত জলতরঙ্গ কূল ছাপিয়ে খরবেগে বয়ে চলেছে। তিনি জীবনের প্রতি মমতাশূন্য হয়ে সেই নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতার কেটে অতি কষ্টে পরপারে গিয়ে উপস্থিত হলেন। কখনও বা বন্যজন্তুর হাত থেকে পরিত্রাণ লাভের আশায় বৃক্ষের উপর উঠে রাত্রিযাপন করতে লাগলেন। মুখে সর্বদা "স্বামিন্ কোথায় গেলে তুমি? একবার ফিরে এস" এই ক্রন্দনধ্বনি, আর চোখের জলে বুক ভেসে যাচ্ছে। তবুও দময়ন্তী খুঁজে বেড়াচ্ছে নলকে। আশাই মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে, তাই দময়ন্তী নলবিহনে আত্মহত্যা করে জ্বালা জুড়াতে পারলেন না। ক্ষুধাতৃষ্ণা একরকম ত নেই, তবুও নিতান্ত নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য ছ' একটি গাছের ফল খান। কিন্তু দময়ন্তীর চলার বিরাম নেই।





দময়ন্তীর নল-অন্বেষণ

এই রকম করে চলতে চলতে শেষে তিনি বনসীমান্তে এক মরুভূমির কাছে এসে পড়লেন। ক্ষুধাতৃষ্ণায় তিনি যেন আর চলতে পারছিলেন না। নিতান্ত অবসন্ন দেহে সেই মরুপ্রান্তে দাঁড়িয়ে জগৎসংসার সব শূন্য দেখলেন। তিনি ভাবলেন এই মরুভূমি পার হলে হয়ত লোকালয় পাওয়া যেতে পারে। সেখানে মহারাজের সন্ধান হয়ত কেউ না কেউ বলতে পারে। এই দুরাশা নিয়ে দময়ন্তী সেই মরুপথে যাত্রা করলেন।

মরুভূমি বালুময়। প্রচণ্ড সূর্যের তাপে সে বালুকা আগুনের মত হয়ে উঠেছে। চারদিকে কাঁটাগাছের ঝোপ। কোথাও যে একটু ছায়া পাওয়া যাবে সে আশা নেই। দময়ন্তীর কোমল

পায়ে ফোস্কা পড়ল, তৃষ্ণায় কাতর হয়ে পড়লেন তিনি। শ্লথ কম্পিত দেহে তবুও নিশ্চিত মরণের দিকে এগিয়ে চললেন। হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি পড়ল অনতিদূরে এক জঙ্গলের দিকে। মরুভূমির মধ্যে অমন জঙ্গল মাঝে মাঝে থাকে। একটু বিশ্রামের আশায় তিনি জঙ্গলে গিয়ে প্রবেশ করে একটি বৃক্ষতলে উপবেশন করলেন।

এদিকে একটা প্রকাণ্ড অজগর সাপ দময়ন্তীকে দেখতে পেয়ে মুখ হাঁ করে তাঁর দিকে এগিয়ে আসছিল। দময়ন্তী প্রথমে দেখতে পান নি সাপটাকে। কিন্তু হঠাৎ সাপের দিকে চোখ পড়তেই তার বিকট হাঁ দেখে তিনি ভয়ার্ত কণ্ঠে চিৎকার করে উঠলেন—"কে কোথায় আছ, আমাকে বাঁচাও।"

সাপটা তখন ক্রমশঃ দময়ন্তীর দিকে এগিয়ে আসছিল। দময়ন্তী আর কোন উপায় না দেখে চক্ষু মুদে নলের ধ্যান করতে লাগলেন। প্রতি মুহূর্তে তাঁর মনে হতে লাগল এইবার বুঝি অজগর সাপটা তাঁকে গ্রাস করল! তিনি আবার প্রাণভয়ে চিৎকার করলেন—"আমাকে বাঁচাও—আমাকে বাঁচাও।"

এক ব্যাধ একটু দূরে শিকারের চেষ্টায় সেই জঙ্গলের পথে যাচ্ছিল। হঠাৎ তার কানে দময়ন্তীর এই আর্ত কণ্ঠস্বর প্রবেশ করল। সে তখনি কুঠার হাতে নিয়ে সেখানে ছুটে এল। অজগর সাপটা তখন দময়ন্তীর খুব কাছে এসে পড়েছে। তার নিঃশ্বাস দময়ন্তীর গায়ে এসে লাগছে। হঠাৎ ব্যাধ এসে কুঠারের এক আঘাতে সাপটার মাথা দ্বিখণ্ডিত করে ফেলল। দময়ন্তী এতক্ষণ চক্ষু বুজে ছিলেন। শব্দ শুনে চোখ মেলে চেয়ে দেখেন সাপটা মরে পড়ে আছে, আর তাঁর সামনে এক বিকটাকার ব্যাধ রক্তাক্ত কুঠার হাতে দাঁড়িয়ে আছে।

দময়ন্তী তখন তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে ব্যাধকে বললেন— "তুমিই আজ আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ,— তোমার ঋণ আমি কি করে শোধ করব ?"

ব্যাধ কুটিল হাসি হেসে বললে—"তুমি ত বেশ সুন্দরী দেখছি। আমার ঋণ যদি শোধ করতে চাও, তবে আমাকে বিয়ে কর।"

একথা শুনে দময়ন্তীর মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। এ কি ভয়ানক কথা! এর চেয়ে যে সাপের পেটে যাওয়া অনেক ভাল ছিল। তাঁকে চুপ করে থাকতে দেখে ব্যাধ বললে—"কি ভাবছ? যদি সহজে রাজি না হও তবে জোর করে তোমাকে বিয়ে করব,— এ নির্জন স্থানে কেউ তোমাকে আমার হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে না।"

দময়ন্তী তখনো চুপ করে দাঁড়িয়ে নিজের ভাগ্যের একি ভয়ানক পরিণাম হলো সেই কথাই ভাবছিলেন। ব্যাধের আর ধৈর্য ছিল না,—সে দু'হাত বাড়িয়ে দময়ন্তীকে ধরতে এগিয়ে এল।

হঠাৎ দময়ন্তীর চোখ দিয়ে যেন আগুন বেরুতে লাগল। তিনি কঠোর স্বরে ব্যাধের দিকে চেয়ে বললেন—"ওরে পাপিষ্ঠ, তোর এতদূর স্পর্ধা, তুই সতীর অপমান করতে উদ্যত হয়েছিস্। আমি যদি যথার্থ সতী হই, তুই এখনি মরবি—"

এই কথা বলবার সময় ক্রোধে দময়ন্তীর চোখ থেকে যেন অগ্নিবৃষ্টি হতে লাগল। দময়ন্তীর সে মূর্তি দেখে ব্যাধ মহাতঙ্কে কাঁপতে কাঁপতে মাটিতে পড়ে গেল, আর উঠল না।

এবার দময়ন্তী আর সেখানে না দাঁড়িয়ে দ্রুতপদে মরুভূমির দিকে এগিয়ে চললেন। সেই সময়ে কাঁটা-ঝোপের মধ্য থেকে এক প্রকাণ্ড বাঘ বেরিয়ে এসে তার সামনে গিয়ে মুখ হাঁ করে দাঁড়াল।

বাঘকে দেখে দময়ন্তী আর ভয় পেলেন না। এখন তার মৃত্যুই শ্রেয়। তখন দময়ন্তী দু'হাত নেড়ে বাঘকে চিৎকার করে বললেন,—"বাঘ, বাঘ,—আমাকে খেয়ে ফেল—আমাকে খেয়ে ফেল—আমি আর বাঁচতে চাই না,—বাঁচতে চাই না—আমাকে খাও, আমাকে খাও"—এই বলে বাঘের দিকে ছুটে গেলেন।

বাঘ হঠাৎ দময়ন্তীর এ রকম ভাব দেখে কেমন যেন ভয় পেয়ে হকচকিয়ে গেল। সে আর দময়ন্তীর দিকে না এগিয়ে পিছিয়ে গিয়ে আবার এক লাফে বনের মধ্যে চলে গেল।

অবসন্ন দেহ নিয়ে দময়ন্তী আর যেন চলতে পারেন না। অতিকষ্টে একটু একটু করে এগিয়ে গিয়ে মরুভূমির একটা বালুকাস্তূপের পাশে দাঁড়াল। সেই সময়ে একদল বণিক নানা পণ্যসম্ভার নিয়ে সেই মরুপথে অগ্রসর হচ্ছিল। তারা হঠাৎ সেখানে দময়ন্তীকে দেখে খুবই আশ্চর্য হোল।

দময়ন্তী কাতরস্বরে অনুরোধ করলেন—"আপনারা যেখানে যাচ্ছেন, আমাকে সঙ্গে নিয়ে যান। আমি নিতান্ত বিপদে পড়েছি। আপনারা আমাকে সঙ্গে নিয়ে না গেলে আমি আর বাঁচব না। এইখানেই আমার মৃত্যু হবে। আপনারা দয়া করুন,—আমি হতভাগিনী অনাথা নারী, আমাকে আশ্রয় দিন।"

বণিকের দলের কেউ কেউ দময়ন্তীর কাতর অনুনয় শুনে দয়ার্দ্রচিত্তে তাকে তাদের সঙ্গে নিয়ে যেতে চাইলে, কিন্তু তাদের মধ্যে দু'চারজন সম্মত হোল না। তারা বললে : এই নারী পরম সুন্দরী ও যুবতী। এর মত রূপবতী নারী বড় একটা চোখে পড়ে না। এ আমাদের সঙ্গে থাকলে নানা কারণে আমাদের বিপদ হতে পারে। তা' ছাড়া আমরা সকলেই পুরুষমানুষ, আমাদের সঙ্গে

থাকলে এরও যথেষ্ট অসুবিধা ঘটতে পারে। 'সুতরাং একে সঙ্গে না লওয়াই উচিত।

দময়ন্তী বণিকদলের কথা শুনে অত্যন্ত হতাশ হয়ে পড়লেন। কিন্তু উপায়ই বা কি? তিনি আবার তাদের দলপতির কাছে নিজের নিদারুণ অবস্থার কথা করুণ কণ্ঠে বললেন। দলপতি তাঁর কথা শুনে বললে: আমার দলের লোকেরা যদি অসম্মত হয় তা' হলে আমি আর কি করতে পারি? তা' ছাড়া তুমি কার পত্নী, কোথা থেকে আসছ, আমরা কিছুই জানি না, তোমার জন্য আমরা কেন বিপদে পড়তে যাব? তুমি সঙ্গে থাকলে লোকে আমাদের এই সন্দেহ করতে পারে যে, আমরা হয়ত তোমাকে অপহরণ করে নিয়ে যাচ্ছি। তোমার জন্য আমাদের রাজদ্বারে অভিযুক্ত হওয়া ও শাস্তি পাওয়াও আশ্চর্য নয়। তাই, আমরা তোমাকে আমাদের সঙ্গে নিয়ে যেতে পারছি না। তুমি যেখান থেকে এসেছ, সেইখানে ফিরে যাও।

এই কঠোর কথা শুনে দময়ন্তীর মনে দারুণ দুঃখ হল, কোন উপায় না দেখে তিনি আবার বণিকদলকে কত মিনতি করলেন কিন্তু তাদের মন গলল না। তারা দময়ন্তীকে সেইখানে পরিত্যাগ করে আবার মরুপথে অগ্রসর হল।

দময়ন্তী তখন উপায়ান্তর না দেখে সেই বণিকদলের পিছু পিছু চলতে লাগলেন। বণিক দলপতি তখন দময়ন্তীকে বললে: তুমি কেন আমাদের অনুসরণ করছ? এ মরুভূমির পথ অতি দুর্গম। তুমি স্ত্রীলোক হয়ে এ পথে চলতে পারবে না। তার চেয়ে ফিরে যাও। যদি অন্য কোন লোকের সন্ধান পাও, তবে তার সঙ্গে যেখানে ইচ্ছা যেও। আমাদের সঙ্গ ছাড়।

কিন্তু দময়ন্তী দলপতির কথা না শুনে আবার তাদের অনুসরণ

করতে লাগলেন। ক্রমশঃ মরুভূমি সূর্যের তেজে উত্তপ্ত হয়ে উঠল। বালুরাশি আগুনের মত দময়ন্তীর পায়ের নিচে তাঁকে অসহ্য যন্ত্রণা দিতে লাগল। ঝড়ের মত উষ্ণ বাতাস হু হু করে বয়ে এসে তাঁর সর্বাঙ্গ যেন পুড়িয়ে দিতে লাগল। মাথার ওপর নীল আকাশ তামার মত রঙ ধারণ করল। আর সেই আকাশে জ্বলন্ত সূর্য পৃথিবীর ওপর যেন আগুনের কণা ছড়িয়ে দিতে লাগল। দময়ন্তী আর যেন চলতে পারেন না। উঁচু নীচু বালুর স্তূপ, বার বার তাঁর পথরোধ করতে লাগল। কিন্তু, তবুও তিনি প্রাণপণে ছুটে চললেন সেই বণিকদলের পিছু পিছু। কিন্তু, আর যেন পারেন না, সমস্ত শরীর তাঁর থরথর করে কাঁপছে। যে কোন মুহূর্তে মৃত্যু এসে তাঁকে গ্রাস করতে পারে। তাঁর এই অবস্থা দেখে সেই বণিক-দলের দলপতি অন্যান্য বণিকদের কাছে বললে, "দেখ ভাই, এই স্ত্রীলোকটিকে চোখের সামনে মরতে দেওয়ার চেয়ে সঙ্গে নিয়ে যাওয়াই ভাল।" দলপতির এ কথা শুনে অন্যান্য বণিকেরা দময়ন্তীর দুর্দশা দেখে তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে সম্মত হ'ল।

দময়ন্তীর তখন মনে একটু ভরসা এল। তিনি অতিকষ্টে বণিকদের সঙ্গে সেই মরুভূমি অতিক্রম করে এক নগরের কাছে উপস্থিত হলেন।

যে দেশে উপস্থিত হ'লেন সে দেশ রাজা সুবাহুর রাজ্য। এই নগরী তাঁর রাজধানী। নানা দেশ থেকে বণিকেরা এসে এখানে ক্রয়-বিক্রয় ব্যবসা-বাণিজ্য করে থাকে। সেই কারণে এই নগরী বেশ সমৃদ্ধ। রাজা সুবাহুও তাঁর রাজ্যে নানা দেশের বণিকদের আহ্বান করতেন। সেই সূত্রে বণিকদলের দলপতির সঙ্গে রাজার আলাপ পরিচয় ছিল।



রাজা সুবাহুর মাতার কাছে দময়ন্তীর আশ্রয় লাভ

দময়ন্তীকে নিয়ে বণিক দল প্রথম যে গৃহে আশ্রয় নিল সেখানকার সকলেই তাদের সঙ্গে এক অপরূপ সুন্দরী নারীকে দেখে বিস্মিত হ'ল। বণিকদের মুখ থেকে সকল কথা শুনেও তারা সহজে সে-সব কথা বিশ্বাস করতে চাইল না। তখন দলপতি দময়ন্তীকে সঙ্গে নিয়ে রাজা সুবাহুর কাছে উপস্থিত হ'ল। রাজা সুবাহু দময়ন্তীর অপরূপ রূপলাবণ্য দেখে স্তম্ভিত হ'লেন। তিনি বুঝলেন এ নারী সামান্যা নয়, কোন উচ্চ ও মহান্‌কুলে এর জন্ম। তিনি তখন দময়ন্তীকে অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে তাঁর মাতার নিকট নিয়ে গেলেন। রাজমাতা দময়ন্তীকে দেখে আশ্চর্য হ'য়ে

তাঁকে তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। দময়ন্তী নিজের প্রকৃত পরিচয় গোপন রেখে নিজের দুরবস্থার কথা রাজমাতাকে বললেন। রাজমাতা তখন পরম স্নেহে দময়ন্তীকে নিজের কাছে রেখে বললেন,—"মা, তুমি যতদিন ইচ্ছা এখানে আমার কাছে থাক। এখানে তোমার কোন চিন্তা নাই, আমি তোমার স্বামীর সন্ধান করবার জন্যে চারদিকে লোক পাঠাচ্ছি।"

দময়ন্তী রাজমাতার কথা শুনে আশ্বস্ত হ'লেন। কিন্তু, রাজসংসারে সকলপ্রকার বিলাসিতা থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখে অতি সাধারণ দুঃখিনী নারীর মত জীবন যাপন করতে লাগলেন।

রাজা সুবাহুও দময়ন্তীকে সম্ভ্রমের চোখে দেখতেন এবং যাতে তাঁর মনঃকষ্টের কিঞ্চিৎ লাঘব হয় তার ব্যবস্থাও করে দিলেন।

ক্রমে এমন অবস্থা দাঁড়ালো রাজ পরিবারের রাজবধূ ও রাজকন্যারাও দময়ন্তীর নানা গুণে আকৃষ্ট হ'য়ে পড়লেন। তাঁরা যেমন একদণ্ডও দময়ন্তীকে ছেড়ে থাকতে পারতেন না, দময়ন্তীও তেমনি নানাভাবে তাঁদের মনোরঞ্জন করবার চেষ্টা করতেন। সারাদিন কোনরকমে দময়ন্তীর কাটত। কিন্তু, রাত্রি গভীর হ'লে যখন রাজপুরী নিস্তব্ধ হয়ে যেত তখন তিনি নিজের শয্যায় বসে নলের কথা চিন্তা করতেন। তাঁর চোখ দিয়ে অঝোরধারে অশ্রুধারা ঝরে পড়ত। তিনি ভাবতেন, "আমার স্বামী নল এখন কোথায়? কিভাবে আছেন? কেন তিনি আমাকে পরিত্যাগ করে গেলেন? আমি তো কোনদিন তাঁর চরণে কোন অপরাধ করি নি। তবে কেন এমন মতি হ'ল তাঁর। কবে আবার তাঁর দেখা পাব? তিনি কি এখনও আমাকে মনে রেখেছেন?

একবারও কি আমার কথা ভাবেন? তাঁকে না পেলে আমার এ জীবন রেখে আর লাভ কি?"

এক একবার তিনি সেই কক্ষের বাতায়নে গিয়ে দাঁড়াতেন। বাইরে সমস্ত নগরী তখন নিদ্রামগ্ন, শান্ত। এক একবার তাঁর মনে হ'ত সেই নিস্তব্ধ রাত্রিতে রাজপ্রাসাদ ছেড়ে তিনি নিজেই নলের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েন। কিন্তু, তাঁর পূর্ব অভিজ্ঞতায় তিনি বেশ বুঝতে পেরেছিলেন যে, এই বিশাল পৃথিবীতে তাঁর মতন একজন নারী কেমন করে নলের সন্ধান পাবে? বিশেষতঃ তাঁর রূপযৌবন দেখে অনেক দুর্বৃত্ত হয়ত তাঁকে বিপদে ফেলতে পারে। এই রকম নানা চিন্তায় তাঁর সারারাত্রি কেটে যেত।

রাজমাতা একদিন জানতে পারলেন, দময়ন্তী না ঘুমিয়ে সারা-রাত্রি নীরবে ক্রন্দন করেন ও কার উদ্দেশে যেন কত কি বলেন। রাজমাতা তখন দময়ন্তীকে ডেকে বললেন, "মা, তুমি কতদিন আর এভাবে রাত্রে না ঘুমিয়ে শরীর ক্ষয় করবে? তোমার কি হয়েছে সব কথা খুলে বল? কার উদ্দেশে তুমি তোমার প্রাণের যাতনা প্রকাশ কর সে-সব কথা জানতে পারলে হয়ত আমি তার কিছু ব্যবস্থা করে দিতে পারি।"

দময়ন্তী রাজমাতার কথা শুনে আরও অধীর হয়ে অবিরত অশ্রুপাত করতে লাগলেন। কিন্তু, তাঁর পূর্ব জীবনের কোন কথাই রাজমাতাকে জানালেন না। রাজমাতা যখন দেখলেন দময়ন্তীর কাছ থেকে কোন কথাই জানবার সুযোগ নেই তখন তিনি দময়ন্তীকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "তুমি যদি কোন কথা প্রকাশ করতে না চাও তাহ'লে আমি আর কি করতে পারি? তবে আমার কাছে তোমার কোনই অযত্ন হ'বে না। তোমার

যতদিন ইচ্ছা এ রাজপ্রাসাদে থাক, যদি কখনও ভগবান তোমার সুদিন দেন তখন তোমার মুখ থেকেই আমরা সমস্ত কথা শুনতে পাব।"

দময়ন্তী তখন রাজমাতাকে প্রণাম করে বললেন, "মা, আমি অতি হতভাগিনী, আমার চেয়ে দুঃখিনী জগতে আর কেউ আছে কিনা সন্দেহ। কিন্তু, মা আপনাদের কাছে আমি যে প্রকার আদর-যত্ন মায়া-মমতা পেয়েছি এ জগতে সে রকম আর কারোর কাছে কোনদিন পাব বলে আশা করি না। আপনারা দয়া করে আশ্রয় না দিলে আমার অদৃষ্টে আরও কত দুঃখ-ভোগ লেখা থাকত তা কে জানে! হয়ত বা আর অধিক দুঃখ সহ্য করতে না পারলে আমি আত্মঘাতিনী হ'য়ে সকল জ্বালা জুড়াতাম। কিন্তু, মা, আপনাদের আশ্রয়ে এসে আমি এখন শুধু সান্ত্বনা পাই নি, পেয়েছি ভবিষ্যতের আশা। আপনাদের ঋণ এ জীবনে কোনদিন পরিশোধ করতে পারব না। আমি যে আপনাকে আমার দুঃখের কাহিনী সব জানাতে পারলাম না তার জন্য আমাকে ক্ষমা করবেন।"

রাজমাতা দময়ন্তীর সকল কথা শুনে তাঁকে সস্নেহে বললেন, "তোমাকে আমি আমাদের রাজপরিবারের একজন বলেই মনে করে থাকি। তুমি কোন সঙ্কোচ কোরো না, তোমার যা কিছু আবশ্যক তুমি আমার কাছে চাইলেই পাবে।"

দময়ন্তী বললেন, "আমার ত কিছুই আবশ্যক নাই, শুধু আমার জীবনধারণের জন্য যা নাহ'লে নয়, আমি শুধু সেইটুকুই আপনাদের কাছে চাই, আর কিছুই চাই না।"

রাজমাতা তখন নানাভাবে দময়ন্তীকে প্রবোধ দিয়ে কার্যান্তরে

চলে গেলেন। দময়ন্তী তখন বসে বসে নলের কথাই ভাবতে লাগলেন।

এবার মহারাজ ভীমের প্রসঙ্গে আসা যাক্। দময়ন্তীর সঙ্গে নলের বিবাহ হবার পর ভীম অনেকটা নিশ্চিন্ত ছিলেন। বিশেষতঃ নলের মত জামাতা পাওয়া বড়ই ভাগ্যের কথা। তাছাড়া পূর্ব থেকেই নল ও দময়ন্তীর মধ্যে অনুরাগের কথা, স্বয়ম্বর সভায় দেবতাদেরও উপেক্ষা করে নলের কণ্ঠে বরমাল্য অর্পণের কথা তিনি বিস্মৃত হন নি। নল যে কত মহান্ ও দেবতাদেরও প্রিয় রাজা তিনি তখনই তা' বুঝেছিলেন। কিন্তু, কেন যে নলের হঠাৎ এমন নিদারুণ পরিণাম হ'ল তা তিনি ভেবেও ঠিক করতে পারলেন না। ক্রমে ক্রমে সকল কথা তাঁর কানে গেল। পাশাখেলায় কেমন করে নল সর্বস্ব হারিয়ে দময়ন্তীকে সঙ্গে নিয়ে বনবাসে চলে গেছেন— সেকথাও তাঁর অজ্ঞাত রইল না। তিনি বুঝতে পারলেন, এ সমস্তই দেবতাদের চক্রান্তের ফল। তা না হ'লে যে ধর্মপ্রাণ রাজা নল নিজের রাজ্যে কোনদিন অধর্মের প্রশ্রয় দেন নি, কেন তিনি শেষে ঘোরতর অধর্মাচারী হ'য়ে উঠবেন এ কথা কি কেউ সহজে বিশ্বাস করতে পারে? তা ছাড়া, তাঁর বন্ধু পুষ্কর যে কি কৌশলে নলকে রাজ্যহারা করলেন তা তিনি বুঝতেই পারলেন না। এমন বুদ্ধিহীন কি কেউ জগতে থাকতে পারে যে পাশাখেলায় বাজি রেখে নিজের রাজ্য সম্পদ সব হারিয়ে সর্বহারা হ'তে পারে? রাজা ভীম এইরকম নানা চিন্তায় উদ্বিগ্ন হ'য়ে কন্যাজামাতার সন্ধানে দেশে দেশে দিকে দিকে লোক পাঠাতে লাগলেন। কিন্তু, কেউ নল বা দময়ন্তীর কোন সন্ধানই দিতে পারল না।

এবার ভীম নলের রাজ্য নিষদে গুপ্তচর পাঠিয়ে সমস্ত তথ্য

জানবার চেষ্টা করলেন। পুষ্কর তখন নলকে বিতাড়িত করে রাজসিংহাসনে বসে দুর্দান্ত প্রতাপে রাজ্যশাসন করছে। তার নিষ্ঠুর ব্যবহারে প্রজাদের মধ্যে দারুণ অসন্তোষ ও হাহাকার উপস্থিত হ'য়েছে। মন্ত্রীদের কোন উপদেশই পুষ্কর গ্রহণ করে না। নিজের স্বেচ্ছাচার মতে প্রজাদের ওপর অত্যাচার করে চলে। এমনকি দেবদ্বিজের প্রতিও পুষ্কর অনাচার করতে ছাড়ে না। তার কুশাসনে রাজ্য শুদ্ধ সকলে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে। পুষ্কর রাজ্যমধ্যে এই কথা প্রচার করে দিয়েছে যে, যদি কেউ একবারও রাজা নলের নাম উচ্চারণ করে এবং সে কথা পুষ্করের কানে যায় তাহ'লে প্রাণদণ্ড নিশ্চিত। রাজার ভয়ে কেউ আব নলের নাম উচ্চারণ করত না বটে, কিন্তু, নলেব কথা ভেবে সকলে অশ্রুপাত করত।

রাজা ভীম এ সমস্ত সংবাদ পেয়ে ক্রোধে জ্বলে উঠলেন, তাঁর একবার ইচ্ছা হ'ল সসৈন্যে যুদ্ধযাত্রা করে নিষদ রাজ্যের সিংহাসন থেকে পুষ্করকে দূর করে দেন। কিন্তু, নলের নির্বাসনে পুষ্করের হয়ত কোন কৌশল থাকতে পারে ভেবে তিনি তখনি নিষদ রাজ্য আক্রমণ না করে সুযোগের অপেক্ষা করতে লাগলেন।

এদিকে পুষ্করও নিশ্চিন্ত ছিল না। কোথা দিয়ে কোন ছলে নল যদি একবার নিষদ রাজ্যে ঢুকতে পারে তাহ'লে হয়ত সমগ্র রাজ্যে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠতে পারে। সেইজন্য সে রাজ্যের সর্বত্র নিজের অনুগত গুপ্তচর নিযুক্ত কবে রাখল। এদিকে রাজা ভীমও নল ও দময়ন্তীর জন্য নিতান্ত উদ্বিগ্ন হয়ে তাঁদের সংবাদ জানবার জন্যে সুদেব নামে এক চতুর ব্রাহ্মণকে ছদ্মবেশে নিকটবর্তী সকল রাজ্যে সন্ধান নিতে পাঠালেন। নানা

দেশ ঘুরে নল ও দময়ন্তীর কোন সংবাদ না পেয়ে সুদেব শেষে সুবাহুর রাজধানীতে এসে উপস্থিত হ'লেন।

রাজধানীর নানা লোকের সঙ্গে মিশে সুদেব সংবাদ সংগ্রহ করতে লাগলেন। যে বণিকদল দময়ন্তীকে সঙ্গে নিয়ে রাজা সুবাহুর কাছে পৌছে দিয়েছিল তাদের মধ্যে একজনের সঙ্গে সুদেবের ঘটনাক্রমে দেখা হয়ে গেল। নানা কথা প্রসঙ্গে নারী জাতির রূপের কথা ওঠাতে সেই বণিক সুদেবকে বললে, "ভাই, আমরা একদল বণিক যখন এক মরুভূমির ওপর দিয়ে এই রাজধানীতে আসছিলাম তখন আমরা এমন একজন নারীকে দেখেছিলাম যে তার মত রূপবতী জগতে আর কেউ আছে কিনা জানি না।" সুদেব তার কথা শুনে বললে, "বলকি ভাই, মরুভূমিতে অমন সুন্দরী নারী এল কোথা থেকে?"

বণিক বললে, "তা আমরা জানি না ভাই, তার কোন পরিচয়ই আমরা পাই নি। সে আমাদের সঙ্গে এই রাজধানীতে আসবার জন্যে অনেক কাকুতি-মিনতি অনুনয়-বিনয় করতে লাগল। তার মত সুন্দরীকে সঙ্গে লওয়া বিপজ্জনক হবে ভেবে আমরা তার কথায় প্রথমে কর্ণপাত করি নি। কিন্তু, তার দুরবস্থা দেখে ও কাতর ক্রন্দন শুনে আমাদের দলপতি দয়ার্দ্রচিত্তে তাকে সঙ্গে নিলেন। তারপর আমরা এই রাজ্যে উপস্থিত হলাম। আমাদের দলপতির সঙ্গে রাজা সুবাহুর আলাপ পরিচয় ছিল। রাজা তাঁর সমস্ত কথা শুনে ও তাকে দেখে তখনি রাজান্তঃপুরে রাজমাতার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তারপর থেকেই বোধহয় সেই নারী রাজমাতার কাছেই আছে।"

বণিকের কথা শুনে সুদেবের মনে হ'ল সেই নারী হয়ত দময়ন্তী হতে পারেন। তিনি তখন রাজপ্রাসাদের নিকটে ছদ্মবেশে ভ্রমণ

করতে লাগলেন। একদিন তিনি রাজপ্রাসাদের প্রাচীরের পাশে এক বৃক্ষতলে বসে ভবিষ্যতে কি করা যায়, কি উপায়ে সেই অপরূপ রূপবতীর সকল কথা জানা যায় এই চিন্তা করছিলেন। হঠাৎ, রাজবাড়ীর এক দাসীকে রাজবাড়ী থেকে বেরিয়ে সেইদিকে আসতে দেখে সুদেব ভাবলেন, এই উপযুক্ত সময়, এই দাসীর কাছ থেকেই কৌশলে অনেক কিছু জেনে নিতে হবে। তখন তিনি সেই দাসীর উদ্দেশ্যে বললেন, "ওগো বাছা, আমি ক্ষুধার্ত, আজ দু'দিন অনাহারে আছি, তুমি নিশ্চয়ই এই রাজবাড়ীর কেউ হ'বে। আমাকে যদি দুটি খেতে দাও তাহ'লে আমি প্রাণে বাঁচি।" এই বলে সুদেব সেই দাসীর কাছে নানাভাবে অনুনয়-বিনয় করতে লাগলেন।

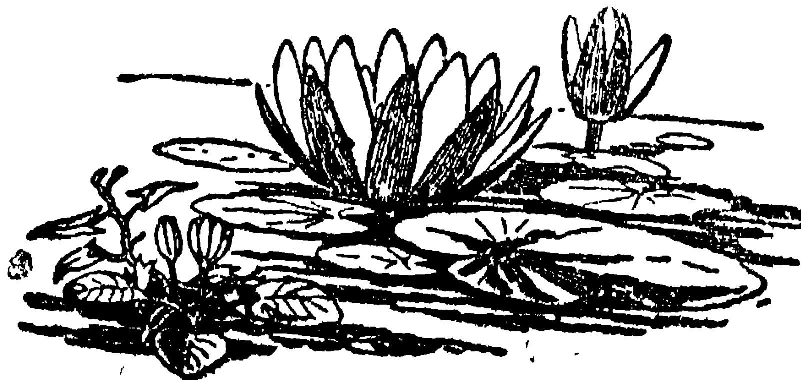
সুদেবকে ব্রাহ্মণ দেখে ও দুদিন তার খাওয়া হয় নি শুনে দাসীর মনে দয়া হ'ল। সে বললে, "আপনি দেখছি ব্রাহ্মণ, রাজার অতিথি-শালায় গেলেই আপনি নিশ্চয় পেট ভরে খেতে পাবেন। আপনি সেইখানেই যান।"

সুদেব বললেন, "আমি এদেশে নূতন এসেছি, এদেশের পথঘাট চিনি না; আর তাছাড়া কোথায় যে রাজার অতিথিশালা তাও আমি জানি না। কি বলব বাছা, আমার মন ভেঙে গেছে। আমার জীবন অশান্তির আগুনে পুড়ে যাচ্ছে। আমি আমার মেয়েকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। সে মেয়ের মত রূপবতী মেয়ে এ জগতে বড় একটা দেখা যায় না। আমি প্রতিজ্ঞা করে বেরিয়েছি তাকে না পেলে আমি আর ঘরে ফিরব না। তাকে সঙ্গে করে না নিয়ে আমি কেমন করে আমার অভাগিনী স্ত্রীর কাছে মুখ দেখাব। সে দিনরাত তার কন্যার শোকে হাহাকার করছে। কি বলব বাছা, আমি পথে লোকমুখে শুনেছি, আমার সেই পরম রূপবতী কন্যা

এই দেশের রাজার আশ্রয়ে এসেছে। কিন্তু, আমি সঠিক সংবাদ কোথাও পাচ্ছি না। তুমি যদি বাছা, আমার সেই হারানো মেয়ের সংবাদ কোনরকমে আমাকে এনে দিতে পারো তাহ'লে আমার ও আমার স্ত্রীর প্রাণ বাঁচে।

রাজবাড়ীর দাসী সুদেবের কথা শুনে কি যেন ভাবলে, তারপর বললে ঃ আপনি যা বললেন, সেরকম ঘটনা সম্প্রতি এখানে ঘটেছে ব'লে মনে হচ্ছে। একজন পরম রূপবতী নারী রাজপ্রাসাদে রাজমাতার কাছে আছে। কিন্তু কেমন করে বুঝব সেই নারী আপনার কন্যা ?

সুদেব বললেন ঃ আচ্ছা আমি এখানে এই গাছের তলায় বসে আছি, তুমি সেই নারীর কাছে গিয়ে শুধু বল—"দময়ন্তী"। তারপর কি হয় আমাকে এসে বলো। আশ্চর্য হয়ে দাসী আর অপেক্ষা না করে তখনি রাজপ্রাসাদে ফিরে গেল।





দময়ন্তীর সন্ধানে রাজা ভীমের চর প্রেরণ

দময়ন্তী তখন নিজের কক্ষে বাতায়নের কাছে বসে বাইরের দিকে চেয়ে কত কি ভাবছিলেন। বাতায়নের ভিতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে দূরের নদীতট। সেই তটে কত রকমের তরুবীথি। বীথির ফাঁকে ফাঁকে নদীর উচ্ছল জলরাশি দেখা যাচ্ছিল। সূর্যের কিরণ সেই তরঙ্গের উপর পড়ে ঝিক্ ঝিক্ করছিল। উপরে নীলাকাশে বলাকার সারি উড়ে যাচ্ছিল কোন্ এক নিরুদ্দেশে। মাঝে মাঝে বনবিহগের সুর ভেসে আসছিল রাজউপবন থেকে। দময়ন্তী তন্ময় হয়ে সেইসব দৃশ্য দেখছিলেন। দাসী চুপি চুপি দময়ন্তীর পিছনে এসে শান্তস্বরে ডাকল—"দময়ন্তি !"

হঠাৎ চমকে উঠে দময়ন্তী ফিরে দাঁড়িয়ে দাসীর দিকে চেয়ে ব্যাকুল কণ্ঠে বললেন : কে? কে ডাকলে আমায়?

দাসী মৃদু হেসে বললে : এবার বুঝেছি তোমারি নাম দময়ন্তী। এতদিন এ কথা ত কাউকে বল নি।

দময়ন্তী আশ্চর্য হয়ে বললেন : তুমি কেমন করে এ নাম জানলে? কার কাছে শুনলে? বল, বল, শীঘ্র বল।

দাসী তখন দময়ন্তীকে পাশে বসিয়ে শান্ত স্বরে বললে : তবে শোন, রাজপ্রাসাদের বাইরে প্রাচীরের কাছে এক ব্রাহ্মণের সঙ্গে আমার একটু আগে দেখা হোল। সেই ব্রাহ্মণের এক মেয়ে নাকি পরম রূপবতী। সেই মেয়ে কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। ব্রাহ্মণ তাই পাগলের মত দেশে দেশে তার মেয়েকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। আমাকে দেখতে পেয়ে সেই ব্রাহ্মণ অনেক কথাই জিজ্ঞাসা করল। আমি আর অত শত কি জানি বল। তবে শুধু তাকে বললাম যে এক রূপবতী মেয়ে আমাদের রাজমাতার কাছে আছে। তিনিই তাকে আশ্রয় দিয়ে রাজপ্রাসাদে রেখেছেন। ব্রাহ্মণ সেই কথা শুনে বললেন : আমি ত বুঝতে পারছি না, তোমাদের সেই রূপবতী কন্যা আমার মেয়ে কি না। তবুও সন্দেহভঞ্জনের জন্যে তার কাছে গিয়ে "দময়ন্তী" এই নামটি উচ্চারণ কর। আমার মেয়ের ঐ নাম। যদি সে সত্যই আমার মেয়ে হয় তবে ঐ নাম শুনে নিশ্চয়ই সাড়া দেবে ও আমার কাছে আসতে চাইবে। ব্রাহ্মণের এই কথা শুনে আমি তোমার কাছে এসে "দময়ন্তী" এই নাম উচ্চারণ করেছি। এখন দেখছি তুমিই সেই ব্রাহ্মণের হারানো মেয়ে।

দাসীর কথা শুনে দময়ন্তী অঝোরধারে কেঁদে বললে : আমাকে এখনি সেই ব্রাহ্মণের কাছে নিয়ে চল।

দাসী বললেঃ তা' হয় না। এটা রাজপুরী। আমরা দাসী, তাই মাঝে মাঝে রাজপুরীর বাইরে যাই। কিন্তু রাজমাতা, রানীমা অথবা রাজার অনুমতি ছাড়া আর কেউ প্রাসাদের বাইরে যেতে পারে না। তার চেয়ে তুমি রাজমাতাকে সকল কথা বলে তাঁর অনুমতি নাও। আমি ততক্ষণে সেই ব্রাহ্মণের কাছে ফিরে গিয়ে তাঁকে এ কথা বলি।

প্রথমে দময়ন্তী ভেবেছিলেন দাসী যাঁর কথা বলছে তিনি হয়ত ছদ্মবেশী ভীমই হবেন কিন্তু তাঁর চেহারা ও বয়সের কথা শুনে তাঁকে ভীম বলে বিশ্বাস হোল না। তবে তিনি নিশ্চয়ই এমন কেউ হবেন যিনি দময়ন্তীর সন্ধানে এদেশে এসেছেন ও সকল তথ্য সংগ্রহ করেছেন। তাঁকে এখানে কে পাঠিয়েছেন এটা স্থির করতে না পেরে দময়ন্তী খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লেন।

এদিকে দাসী ফিরে গিয়ে সুদেবকে বললে, "বোধহয় এই নারীই দময়ন্তী। কেন না 'দময়ন্তী' এই কথা উচ্চারণ করবার সঙ্গে সঙ্গে সে বললে 'কে আমাকে ডাকলে?'—তার এই কথা থেকেই স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে তার নাম দময়ন্তী।"

সুদেব তখন বুঝলেন এই নারী দময়ন্তী ছাড়া আর কেউ নন। কিন্তু কি উপায়ে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হতে পারে এ কথা তিনি দাসীকে জিজ্ঞাসা করলেন।

দাসী বললেঃ আমরা রাজপ্রাসাদের বাইরে আসি বটে কিন্তু দময়ন্তীর পক্ষে প্রাসাদের বাইরে আসা সম্ভবপর নয়, তার চেয়ে আপনি মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সকল কথা বলুন। তিনি নিশ্চয় আপনার কন্যাকে আপনার কাছে ফিরিয়ে দেবেন।"

দাসীর যুক্তিযুক্ত কথা শুনে সুদেব রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার

সুযোগ খুঁজতে লাগলেন। প্রতিদিন মধ্যাহ্নে সভাভঙ্গ হবার পর রাজা সুবাহু অন্তঃপুরে গমন করেন। ঠিক এই সময়টিতে সুদেব রাজসভার তোরণে দাঁড়িয়ে রইলেন।

রাজসভার কাজ শেষ করে রাজা সুবাহু যখন সেই তোরণের কাছে উপস্থিত হলেন তখন সুদেব সামনে এসে দাঁড়িয়ে তাঁকে অভিবাদন করলেন।

রাজা বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেন: আপনি কে?

সুদেব বললেন: মহারাজ, আমি ব্রাহ্মণ, লোকমুখে শুনতে পেলাম এক অপরূপ লাবণ্যবতী নারী আপনার অন্তঃপুরে রাজমাতার আশ্রয় পেয়েছেন। আমি সেই নারীর সন্ধানে এসেছি।

রাজা বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেন, "আপনি সেই নারীর কে হন?"

সুদেব তখন বললেন: মহারাজ, এ অতি গোপনীয় কথা, একটু নিভৃত আলোচনা করলে কৃতার্থ হব।

রাজা সুবাহু তখন সুদেবকে তাঁর নিভৃত মন্ত্রণাগারে নিয়ে গিয়ে বসালেন তারপর তাঁকে সমস্ত কথা খুলে বলতে বললেন।

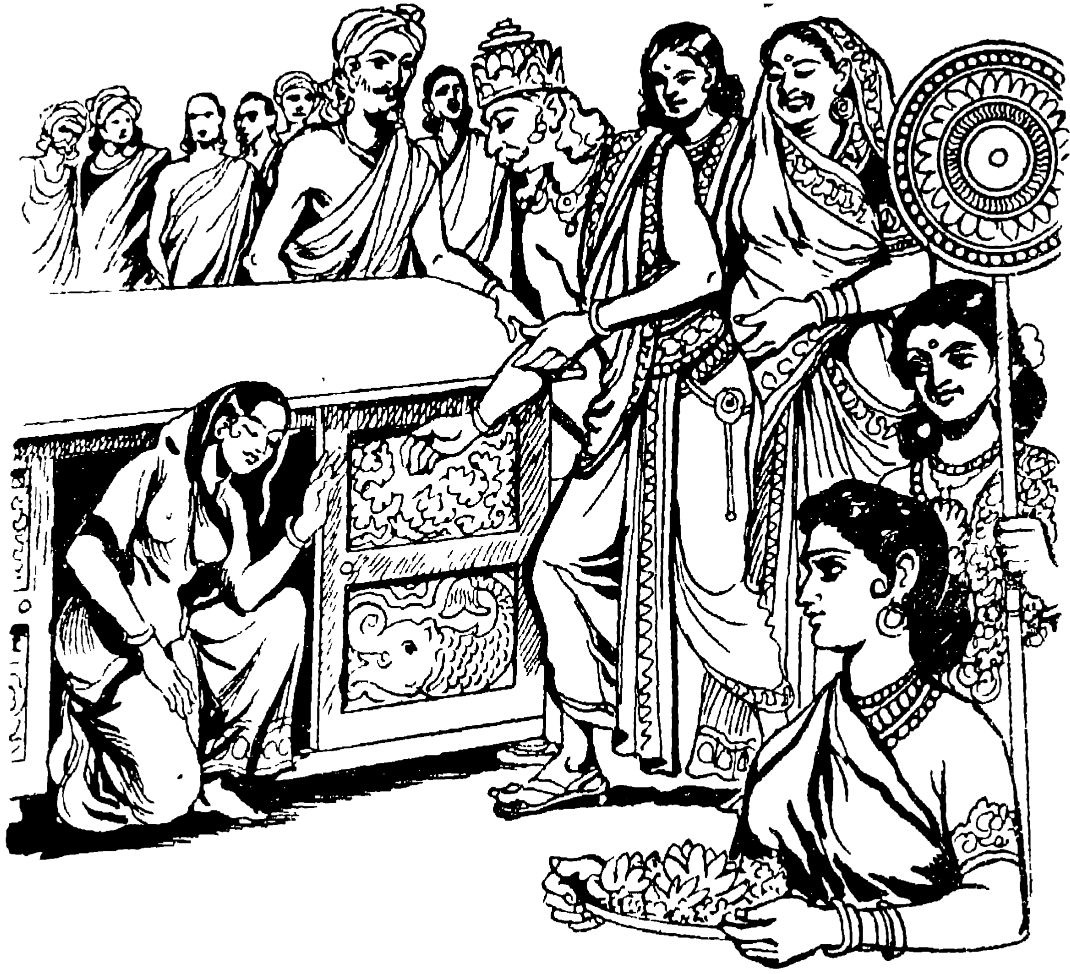
সুদেব বললেন: মহারাজ, আপনার কাছে সত্য কথাই বলব। যে নারীকে আপনি আশ্রয় দিয়েছেন তিনি সাধারণ নারী নন, তিনি বিদর্ভের রাজা ভীমের কন্যা ও নিষধের রাজা নলের পত্নী দময়ন্তী। ভাগ্যদোষে আজ আপনার কাছে আশ্রয় নিয়েছেন।

রাজা সুবাহু ভয়ানক আশ্চর্য হয়ে বললেন: সে কি! রাজা নলের স্ত্রী দময়ন্তী এসেছেন আমার গৃহে, অথচ আমি এর কিছুই জানতে পারি নি! না জানি আমি কি ভয়ানক অপরাধই না করে ফেলেছি! কিন্তু ব্রাহ্মণ, তুমি যা' বলছ তা যদি সত্য হয় তা' হলে তাঁর এরূপ ভাগ্যবিবর্তনের কারণ কি বলতে পার?

সুদেব বললেনঃ মহারাজ, আমি যা' বলেছি তার একবিন্দুও মিথ্যা নয়। আমি রাজা ভীমের আদেশানুসারে নানা দেশ পরিভ্রমণ করে, নানাস্থানে অনুসন্ধান করে আজ আপনার রাজ্যে উপস্থিত হয়েছি। আপনি নিজেই এ বিষয়ের সত্যতা পরীক্ষা করতে পারেন।

রাজা সুবাহু তখনি অন্তঃপুরে গিয়ে রাজমাতাকে সকল কথা বললেন। রাজমাতা ত শুনে অবাক্। এ কি আশ্চর্য ঘটনা। তিনি রাজা সুবাহুকে শুধু বললেনঃ দেখ, আমি দময়ন্তীকে দেখে পূর্বেই অনুমান করেছিলাম এ কন্যা সাধারণ কন্যা নয়। কিন্তু আমার শত প্রশ্নের উত্তরেও দময়ন্তী কোনদিন তার প্রকৃত পরিচয় দেয় নি। এবার আমি নিজে তার কাছে গিয়ে সমস্ত ঘটনা জেনে নিচ্ছি।—এই বলে রাজমাতা দময়ন্তীর কক্ষে গেলেন।

দময়ন্তী তখন শয্যায় শুয়ে নিজের ভাগ্য-বিড়ম্বনার কথা ভাবছিলেন। তাঁর সন্ধানে কে এদেশে এসেছেন, কোথা থেকে এসেছেন কিছুই বুঝতে না পেরে তাঁর মন খুবই চঞ্চল হয়ে উঠল। ঠিক এই সময়ে রাজমাতা এসে ডাকলেনঃ শোন মা, তোমার সম্বন্ধে এসব কি কথা শুনছি?



দময়ন্তীর পরিচয় দান

দময়ন্তী অবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। রাজমাতা আবার বললেনঃ তুমি যে সাধারণ মেয়ে নও, তা' তোমার রূপ ও গুণ দেখে প্রথমেই আমি অনুমান করেছিলাম, কিন্তু তোমার মুখ থেকে কোন পরিচয় না পেয়ে আমি কিছুই বুঝতে পারি নি। তুমি যে রাজা ভীমের মেয়ে ও রাজা নলের পত্নী সে কথা এইমাত্র শুনেছি। এবার বলত মা এ কথা কি সত্য?

দময়ন্তী তখন আর হৃদয়াবেগ সংযত করতে না পেরে অবিরল অশ্রুত্যাগ করতে লাগলেন। রাজমাতা তখন সস্নেহে তাঁর চোখ মুছিয়ে দিয়ে তাঁকে কোলের কাছে টেনে নিলেন।

দময়ন্তী তখন উদ্বেলকণ্ঠে বলতে লাগলেনঃ আপনি যা' শুনেছেন মা, সে সব সত্য। নিদারুণ ভাগ্যবিড়ম্বনায় আমার স্বামী রাজ্যচ্যুত ও নিরুদ্দেশ। আমি তাঁর সঙ্গেই বনে গিয়েছিলাম কিন্তু আমি জানি না তিনি কেন আমাকে পরিত্যাগ করে কোথায় চলে গেলেন! তারপর আমি অনেক কষ্ট সহেছি, স্বামীর অনেক অনুসন্ধান করেছি কিন্তু কোথাও তাঁর কোন সংবাদ পাই নি। শেষে এক বণিকদলের অনুগ্রহে আপনাদের স্নেহক্রোড়ে আশ্রয় পেয়েছি। আমাব মত হতভাগিনী এ সংসারে আর কেউ আছে কিনা জানি না, —এ জীবনে আমার স্বামীর সঙ্গে আর আমার সাক্ষাৎ হবে কিনা বলতে পারি না। কিন্তু মা, আশায় মানুষ বেঁচে থাকে, তাই আত্মঘাতিনী না হয়ে এখনও বেঁচে আছি।

রাজমাতা তখন দময়ন্তীকে নানাভাবে প্রবোধ দিয়ে রাজা সুবাহুর কাছে গিয়ে বললেনঃ তুমি এখনই রাজা ভীমের কাছে দূত পাঠিয়ে দময়ন্তী যে এখানে আছে সে সংবাদ দাও। তিনি যেন নিজে এসে দময়ন্তীকে সঙ্গে করে নিয়ে যান।

রাজা সুবাহু তখন দ্রুতগামী অশ্বে বিদর্ভরাজ্যে দূত পাঠালেন। দূতের মুখে সমস্ত কথা শুনে রাজা ভীম যেমন অপার আনন্দসাগরে মগ্ন হলেন, অন্যদিকে তেমনি নলের অন্তর্ধানে গভীর বিষাদে আচ্ছন্ন হলেন। তিনি অবিলম্বে রাজা সুবাহুকে জানালেন তিনি যেন উপযুক্ত লোকজন দিয়ে দময়ন্তীকে বিদর্ভরাজ্যে পাঠিয়ে দেন, আর সেই ব্রাহ্মণ সুদেব যেন দময়ন্তীর সঙ্গে থাকেন।

রাজা সুবাহু এর মধ্যে সুদেবের কাছ থেকে আরও অনেক সংবাদ সংগ্রহ করে নিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে দময়ন্তীকে পাঠাতে তাঁর আর কোন অমত রইল না। সুদেবের সঙ্গে দময়ন্তীর দেখা

হবার পর দময়ন্তীর মন আরও অস্থির হয়ে উঠল। পিতামাতার কাছে এ নিদারুণ দুর্দশার সময় গেলে হয়ত কিছু সান্ত্বনা পেতে পারেন এই চিন্তাই তাঁর মনে স্থান পেল। কিন্তু নলের সন্ধান না পেলে জীবনে আর তাঁর প্রয়োজন কি? তবুও আশায় বুক বেঁধে দময়ন্তী বিদর্ভ রাজ্যে যাবার উদ্যোগ করতে লাগলেন।

ক্রমে শুভযাত্রার দিন এল। দময়ন্তীর শান্ত মধুর স্বভাবের জন্য রাজপুরীর সকলেই তাঁকে ভালবাসতেন। এখন দময়ন্তীকে বিদায় দিতে সকলেরই প্রাণ কেঁদে উঠল। রাজমাতা দময়ন্তীকে বুকে জড়িয়ে ধরে আকুলকণ্ঠে বললেন: তোমাকে ছাড়তে ইচ্ছা করে না মা, কিন্তু কি করব, উপায় নেই। আশীর্বাদ করি তুমি জীবনে সুখী হও। দুঃখ চিরদিন মানুষের থাকে না, একদিন তুমি আবার সুখের মুখ দেখতে পাবে। ভাগ্যের বিড়ম্বনায় তোমার এই দুর্দিন, ভগবান করুন, যেন আবার তোমার সুদিন হয়।

দময়ন্তী চোখের জলে ভেসে রাজমাতা ও অন্যান্য উপযুক্ত জনকে প্রণাম করে বললেন: এখানে আমি, এত দুঃখের মধ্যেও, পরম সুখে ছিলাম। আপনারা এ অভাগিনীকে শুধু আশ্রয় দেন নি, পরম-স্নেহে তার প্রাণের জ্বালা নিবারণ করবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু যতক্ষণ না আমি আমার স্বামীর দর্শন পাচ্ছি ততক্ষণ কিছুতেই শান্ত হতে পারছি না। এতদিন আপনাদের সংসারকে আমার নিজের বলেই মনে করেছি, আপনারাও আমাকে আপনজন বলেই গ্রহণ করেছেন। আপনাদের ঋণ কোনদিন পরিশোধ করতে পারব না।

দময়ন্তীর আবেগভরা কাতর বচনে সকলেই অশ্রুবিসর্জন করতে লাগলেন। একটি সুন্দর শিবিকায় আরোহণ করে সুদেব ও অন্যান্য অনুচরের সঙ্গে দময়ন্তী বিদর্ভ রাজ্যের দিকে যাত্রা করলেন।

দুর্গম পথ, কখন নিবিড় বনভূমি, কখন নদনদীসমাকুল প্রান্তর, কখন পর্বতমালা। শিবিকা চলল আর তার পাশে পাশে চললেন অশ্বারোহণে সুদেব। অনুচরেরা কেউ অগ্রে, কেউ পশ্চাতে শিবিকার সঙ্গে সেই দুর্গম পথে অগ্রসর হল। কোনসময়ে বাহকেরা ক্লান্ত হলে তারা পথের পাশে কোন তরুচ্ছায়ায় বসে বিশ্রাম করত আর তাদের স্থানে আর এক দল বাহক শিবিকাবহনে নিযুক্ত হত। এই ভাবে কয়েকদিন ক্রমাগত যাত্রা করে তাঁরা অবশেষে বিদর্ভ রাজ্যের সীমান্ত-প্রদেশে উপস্থিত হলেন।

দময়ন্তী আসছেন এ সংবাদ অগ্রেই রাজা ভীমের কাছে পৌঁছেছিল। তিনি তাঁর প্রধান মন্ত্রী ও অন্যান্য অমাত্যকে দময়ন্তীকে সাদরে নিয়ে যাবার জন্যে সেই সীমান্তপ্রদেশে পাঠিয়েছিলেন। তাঁরা যখন দেখলেন রাজা সুবাহুর লোকজন একখানি শিবিকায় দময়ন্তীকে নিয়ে আসছে ও তাদের সঙ্গে রাজা ভীমের বিশ্বস্ত অনুচর ব্রাহ্মণ সুদেবও আসছেন তখন তাঁরা আনন্দের আতিশয্যে হর্ষধ্বনি করে তাদের স্বাগত অভিনন্দন জানালেন।

শিবিকা রাজধানীতে পৌঁছাবার পর প্রজারা দলেদলে দময়ন্তীকে দেখবার জন্য পথে ভিড় করে দাঁড়াল। দময়ন্তীর ম্লান মুখ ও অশ্রুভরা নয়নদুটি দেখে তারাও নীরবে অশ্রুমোচন করতে লাগল। শিবিকা এবার রাজপুরীর দ্বারে এসে উপস্থিত হল।

স্বয়ং রাজা ও রানী অশ্রুসিক্তমুখে এগিয়ে এসে দময়ন্তীকে পরম স্নেহভরে আলিঙ্গন করলেন। দময়ন্তী এবার আর ধৈর্যধারণ করতে পারলেন না, মূর্ছিত হয়ে ভূমিতলে লুটিয়ে পড়লেন।

সকলে হায় হায় করে উঠল। কিছুক্ষণ পরে সকলের সেবাযত্নে

দময়ন্তীর জ্ঞান ফিরে এল। তিনি তাঁর মায়ের সঙ্গে কাঁদতে কাঁদতে রাজপুরীতে প্রবেশ করলেন।

রাজা ভীম এবার তাঁর মন্ত্রী ও অমাত্যবর্গকে ডেকে কোথায় কোথায় নলের সন্ধানে লোকজন পাঠানো যেতে পারে তার পরামর্শ করতে লাগলেন। তা' ছাড়া তাঁর অধীন সামন্ত রাজ্যগুলিতে চর পাঠিয়ে সন্ধান ল ওয়ারও ব্যবস্থা করলেন। রাজার আদেশে নলের সন্ধানে দিকে দিকে লোক ছুটল। দময়ন্তী রাজাকে বলেছিলেন: বাবা, আপনি যে সব লোক পাঠাচ্ছেন তারা যেন যাকে নল বলে সন্দেহ করবে তাকে যেন শুধু এই কথাটি বলে যে—"যে লোক বনমধ্যে পরিধেয় বস্ত্রের অর্ধেক অংশ ছিন্ন করে গোপনে আপনজনকে পরিত্যাগ করে ছদ্মবেশ ধারণ করে অজ্ঞাতবাসে থাকে, সে কেমন লোক?"

রাজা ভীম দময়ন্তীর কথা শুনে তাঁর লোকজনকে ঠিক ঐ কথা বলতে বিশেষ করে আদেশ দিয়ে দেশদেশান্তরে পাঠালেন। দময়ন্তী রাজা ভীমকে বললেন: "বাবা, আমার মনে হয় প্রথমে চতুর্দিকের বনভূমি অনুসন্ধান করা ভাল, কেন না, আমার স্বামী হয়ত মনোবেদনায় কোন বনে মুনিঋষিদের কাছে আত্মগোপন করে আছেন। অথবা, নিষাদদের দলে মিশে তাদের কুটীরে বাস করেছেন।" রাজা ভীম দময়ন্তীর কথা শুনে প্রথমে তাঁর রাজ্যের চতুপার্শ্বস্থ অরণ্যগুলিতে লোক পাঠিয়ে অনুসন্ধান করতে লাগলেন, কিন্তু নলের কোন সংবাদই পাওয়া গেল না। এবার তিনি তাঁর নিকটবর্তী রাজ্যগুলিতে লোক পাঠিয়ে নলকে তাঁর ছদ্মবেশেও যাতে সন্ধান করে বার করা যায় তার ব্যবস্থা করলেন। এইভাবে চারিদিকে নলের অনুসন্ধান চলতে লাগল।

ক্রমে ক্রমে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কেটে যেতে লাগল কিন্তু নলের কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না। প্রথমে দময়ন্তীর আশা ছিল কোথাও না কোথাও নিশ্চয়ই নলের সন্ধান পাওয়া যাবে কিন্তু যত দিন যেতে লাগল দময়ন্তী ততই নিরাশ হয়ে পড়লেন। শেষে এমন দিন এল যে দময়ন্তী আহাব নিদ্রা পরিত্যাগ করে নলের জন্য ব্যাকুল হয়ে দিন কাটাতে লাগলেন।

রাজা ভীম দময়ন্তীর অবস্থা দেখে খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। দময়ন্তীর মাতাও কন্যাকে এ ভাবে দিন যাপন করতে দেখে অস্থির হয়ে উঠলেন। কিন্তু কোথায় নল? কে তাঁর সন্ধান দেবে?

এদিকে রাজা ভীমের অনুচরেরা অযোধ্যার রাজা ঋতুপর্ণের রাজ্যে উপস্থিত হ'ল। তাদের মধ্যে একজন অতি সুচতুর বুদ্ধিমান ব্যক্তি ছিল। সে একদিন রাজ্যের রাজপথ দিয়ে যেতে যেতে যার উপর সন্দেহ হোল তাকেই দময়ন্তীর শেখানো কথাগুলি বলল, কিন্তু কেউ তার কথাতে কর্ণপাত করল না। তখন সে ভাবল, রাজা নল নিশ্চয়ই সাধারণ ভাবে থাকবেন না, হয়ত রাজসভায় কোন না কোন কাজে নিযুক্ত আছেন, অতএব রাজসভাতেই নলের সন্ধানে যাওয়া ভাল। এই ভেবে সেই ব্যক্তি ঋতুপর্ণের রাজসভায় গিয়ে উপস্থিত হোল।



রাজা ঋতুপর্ণের আশ্রয়ে নল

অযোধ্যার রাজা ঋতুপর্ণের রাজসভা ঐশ্বর্যে ও শোভায় তুলনাহীন। শ্বেতপাথরের থাম ও খিলানে সোনার ঝালর, রাজার রত্নমণ্ডিত স্বর্ণসিংহাসনের দুই পাশে সারি সারি রৌপ্যাসন। তা'তে মর্যাদানুসারে মন্ত্রিগণ ও আমাত্যগণ বসেছেন। রাজসভার প্রশস্ত চত্বরে বিচিত্র রঙের মূল্যবান্ প্রস্তরে ফলফুল পাখী ও হরিণ আঁকা। রাজা ঋতুপর্ণ সিংহাসনে বসে আছেন। তাঁর পিছনে প্রতিহারিণীর দল শ্বেত চামর দুলিয়ে রাজাকে বাতাস করছে। স্তুতিগায়কেরা যন্ত্রের মৃদুধ্বনির তালে তালে রাজবন্দনা গেয়ে যাচ্ছেন। সমস্ত সভায় এক আশ্চর্য শান্তি বিরাজ করছে।

রাজা ভীমের অনুচর নলের সন্ধানে রাজসভায় এসে চমৎকৃত হল কিন্তু এখানে কোথায় যে নল তা' সে স্থির করতে পারল না। বার বার প্রত্যেকের মুখের দিকে চেয়ে তার হাবভাব লক্ষ্য করেও নল বলে কারও উপর সন্দেহ হোল না। শেষে সে সেই রাজসভায় রাজার সিংহাসনের সামনে গিয়ে করযোড়ে দাঁড়িয়ে রইল।

রাজা ঋতুপর্ণ এই আগন্তুককে দেখে মন্ত্রীকে প্রশ্ন করলেন: "মন্ত্রীবর, এ ব্যক্তি কে? এর প্রার্থনা কি?

মন্ত্রী তখন তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন: আপনি কে? রাজার কাছে আপনার কি প্রার্থনা?

লোকটি তখন বললেন: মহারাজ, আমি একটি প্রশ্ন এই রাজসভায় করব, যদি কেউ তার উত্তর দিতে পারেন, তবে আমি কৃতার্থ হই। যদি মহারাজের অনুমতি পাই তবে সে প্রশ্নটি করি।

রাজা ঋতুপর্ণ কৌতূহলী হয়ে বললেন: বেশ, কি প্রশ্ন বলুন?"

লোকটি তখন সেই সভায় দময়ন্তীর শেখানো মত কথা বললে: মহারাজ, যে লোক বনমধ্যে পরিধেয় বস্ত্রের অর্ধেক অংশ ছিন্ন করে গোপনে আপনজনকে পরিত্যাগ করে যায় আর ছদ্মবেশ ধারণ করে অজ্ঞাতবাসে থাকে সে কেমন লোক?

সভাস্থ সকলে এ হেঁয়ালী বুঝতে না পেরে পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে রইল। স্বয়ং রাজা ঋতুপর্ণ তখন বললেন: মহাশয়, আপনার এ অদ্ভুত প্রশ্নের উত্তর এ সভার কেউ যে দিতে পারে তা' ত মনে হয় না। নিশ্চয় এ প্রশ্নের কোন গূঢ়ার্থ আছে। আপনি কিছুদিন আমার রাজ্যে অবস্থান করুন, হয়ত বা আপনার প্রশ্নের উত্তর পাওয়া আপনার পক্ষে দুর্ঘট হবে না।

লোকটি তখন রাজা ঋতুপর্ণকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করে রাজসভা

থেকে বেরিয়ে এল। কিন্তু তার মনে সন্দেহ হোঁ'ল নিশ্চয়ই সেই রাজসভায় নল ছদ্মবেশে অবস্থান করছে। নল যে এ রাজ্যে কোথাও হীনভাবে বাস করবে এ কথা তার বিশ্বাসই হোল না।

এদিকে লোকটি যখন রাজসভা থেকে বেরিয়ে এসে তার বাসস্থানের দিকে যাচ্ছিল তখন সে দেখল একজন অমাত্যবেশী লোক তার পিছু নিয়েছে। সেই অমাত্য একটু দূরে দূরে লোকটির অনুসরণ করতে লাগল। শেষে একটি বড় গাছের তলায় সে উপস্থিত হতেই সেই অমাত্য তার কাছে এল।

লোকটি তাকে দেখে বললে: কে আপনি? আমাকে এমন ভাবে অনুসরণ করছেন কেন?

অমাত্য বললে: ভাই, আমি রাজসভা থেকেই আসছি। তুমি যখন রাজসভায় তোমার হেঁয়ালী প্রশ্ন করেছিলে, তখন আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। কিন্তু তুমি যে প্রশ্ন করেছিলে আমি তার উত্তর জানি। আমি রাজা ঋতুপর্ণের সারথি।

লোকটি একটু বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল: কী সে উত্তর?

অমাত্য বললে: তবে শুনুন। বনের মাঝে কে আর ইচ্ছা করে' আপনজনকে পরিত্যাগ করে? ভাগ্যের বিড়ম্বনায় যে ব্যক্তি নিজের সব ঐশ্বর্য হারিয়ে সম্বলহীন, বস্ত্রহীন ও বন্ধুহীন হয়েছে, নীতিশাস্ত্র জানা সত্ত্বেও নিতান্ত স্বজনকে বনমধ্যে পরিত্যাগ করা ছাড়া তার আর কোন উপায়ই ছিল না। তাই তার উপর রাগ করে তাকে দোষী বলে ভাবলে তার প্রতি অবিচারই করা হবে। তাই বলছি, ভাই তোমার প্রশ্নের এ উত্তর ছাড়া আর কি হতে পারে?"

অমাত্যের কথা শুনে চর লোকটি ভাবলে, এ উত্তর এক নল

ছাড়া আর কে দিতে পারে? কিন্তু আসল ব্যাপারটা যে কি তা সে বুঝতে পারলে না।

অমাত্যবেশী নল তখন লোকটিকে নানা প্রশ্ন করতে লাগল: কোথা থেকে তিনি এসেছেন? কে তাঁকে পাঠিয়েছেন? এ হেঁয়ালী প্রশ্ন নিয়ে কেন তিনি দেশে দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন? কেনই বা এ প্রশ্নের উত্তর তিনি কার কাছে দেবেন? ইত্যাদি।

লোকটি কিন্তু এসব প্রশ্নের উত্তরে কোন কথা না বলে শুধু বললে, "সময় হলে আপনি নিজে সব জানতে পারবেন।" অমাত্যবেশী নল তখনই আবার রাজসভায় ফিরে গেলেন।

এদিকে চরলোকটি বাসায় ফিরে গিয়ে নিজের তল্পি-তল্পা বেঁধে তৎক্ষণাৎ বিদর্ভ দেশে রাজা ভীমের কাছে ফিরে চলল।

দময়ন্তী প্রতিদিনই নলের সংবাদের জন্য অধীর হয়ে থাকেন। এত যে চর নানাদেশে গেল, কৈ, কেউ ত নলের সন্ধান নিয়ে ফিরল না। তবে কি নল—

আর ভাবতে পারলেন না দময়ন্তী, তখনি মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন।

রাজপুরীর সকলে দময়ন্তীর অবস্থা দেখে খুবই দুর্ভাবনায় পড়ে গেলেন। সকলের মনে অশান্তি। কিন্তু উপায়ই বা কি!

হঠাৎ একদিন সেই চরলোকটি ফিরে এসে দময়ন্তীর সঙ্গে দেখা করলে। দময়ন্তী তার উৎফুল্ল মুখ দেখে আশান্বিত হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন: তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে তুমি নিশ্চয়ই কুশল সংবাদ এনেছ। শীঘ্র বল কোথায় তুমি তাঁর দেখা পেলে?

চর তখন ধীরে ধীরে দময়ন্তীকে সমস্ত কথা বললে। দময়ন্তী

তার কথা শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে ভাবলেন যে সেই সারথি নিশ্চয়ই স্বয়ং রাজা নল। ছদ্মবেশে ঋতুপর্ণ রাজার কাছে আছেন। কিন্তু দময়ন্তী নানাকারণে ঋতুপর্ণ রাজার রাজ্যে যেতে পারেন না। এ বিষয়ে কি করা যায় তিনি তাঁর সখীদের সঙ্গে পরামর্শ করতে লাগলেন।

বিদর্ভের রাজউপবনে এক দীঘির তটে বসে দময়ন্তী এক সখীকে জিজ্ঞাসা করলেন, "সব কথাত শুনেছিস্ ভাই, এখন কি করা যায় বল্‌তো ?"

প্রথমা সখী বলল ঃ আমার মনে হয় গোপনে রাজা নলকে লিপি পাঠানো ভাল। তিনি দময়ন্তীর সেই লিপি পেয়ে নিশ্চয় বিদর্ভে চলে আসবেন।

দ্বিতীয়া সখী বললেঃ আমার মতে ভাই আমাদের মহারাজ স্বয়ং ঋতুপর্ণ রাজ্যে গিয়ে রাজা নলকে ফিরিয়ে নিয়ে আসুন।

তৃতীয় সখী বলল ঃ আমার কিন্তু এসব ঠিক মনে লাগছে না। এসব শুনতেই ভাল, কিন্তু রাজা নল যদি না আসেন। তার চেয়ে সখী দময়ন্তী ছদ্মবেশে ঋতুপর্ণ রাজ্যে গিয়ে রাজা নলের সঙ্গে দেখা করুন। আমার মনে হয় এতে সুফল ফলবে।

দময়ন্তী এতক্ষণ সখীদের পরামর্শ শুনছিলেন। তিনি বললেন ঃ তোরা যা বললি, আমি সব মন দিয়ে শুনেছি, কিন্তু এতে নানারকম বিপদের সম্ভাবনা আছে। এ সব কিছু না করে কৌশলে নলকে বিদর্ভে আনতে পারলে ভাল হয়।

সখীরা বললে ঃ কি কৌশল সখি ?

দময়ন্তী বললেন ঃ শুনেছি তিনি ঋতুপর্ণ রাজার সারথি। যদি

ঋতুপর্ণ রাজাকে কোন রকমে আমাদের রাজ্যে আনতে পারি, তা' হলে তাঁর সঙ্গে নিশ্চয়ই তিনি সারথিরূপে আসবেন। তখন যা' হোক্ একটা কিছু করা যাবে।

কিন্তু কি করলে ঋতুপর্ণ রাজা বিদর্ভরাজ্যে আসবেন সেটা কেউ ঠিক করতে পারল না।

অনেক চিন্তা করে সকলে মিলে স্থির করলে, রাজা নল নিরুদ্দিষ্ট হওয়ায় দময়ন্তীর আবার স্বয়ম্বর হবে। সেই কথা বলে স্বয়ম্বর সভার নাম করে রাজা ঋতুপর্ণকে আহ্বান করলে তিনি দময়ন্তীকে লাভ করবার জন্যে নিশ্চয়ই এসে স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত হবেন। তখন কৌশলে সারথিরূপী রাজা নলকে দময়ন্তীর কাছে নিয়ে আসা শক্ত হবে না।

রানীকে সখীরা তাদের ষড়যন্ত্রের সমস্ত কথা খুলে বলতেই তিনি রাজী হলেন। রাজা ভীমকে একথা বলতেই, তিনি প্রথমে আশ্চর্য হলেন, তারপর রানীর মুখ থেকে সব কথা শুনে তিনি ব্যাপারটা বুঝতে পেরে হাসিমুখে এরূপ ষড়যন্ত্রে সম্মতি দিলেন।

রাজ্যের মন্ত্রী, অমাত্যবর্গ ও প্রজারা কিন্তু এ ব্যাপারের কিছুই জানতে পারলে না। দময়ন্তীর ত একবার স্বয়ম্বর হয়ে গেছে, পতিও তিনি লাভ করেছিলেন, স্বামীর ঘরও করেছিলেন। সুতরাং তাঁর আবার স্বয়ম্বরের কথা উঠতেই পারে না।

কিন্তু রাজা ভীম রানীর কথায় ভাবলেন নিশ্চয়ই তিনি সব দিক বুঝে একাজ করছেন, তাই তাঁর আদেশের বিরুদ্ধে রাজা আর কোন প্রতিবাদ করতে সাহস করলেন না।

এদিকে ঋতুপর্ণ রাজার কাছেও যথারীতি স্বয়ম্বরের আমন্ত্রণ

লিপি গেল। তিনি ভাবলেনঃ আমি স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত থাকলে দময়ন্তী নিশ্চয়ই আমারই গলায় বরমাল্য দেবেন। সুতরাং এ স্বয়ম্বরে আমার যাওয়া একান্ত প্রয়োজন।

রাজা ঋতুপর্ণ জানতেন দময়ন্তীর পূর্বে একবার স্বয়ম্বর হয়েছিল ও তিনি রাজা নলকে পতিত্বে বরণ করেছিলেন কিন্তু এখন আবার দময়ন্তীর স্বয়ম্বরের সংবাদ পেয়ে একটু আশ্চর্য হলেন, কিন্তু দময়ন্তীকে লাভ করবার এ সুযোগ ছাড়তে পারলেন না। ভাবলেন, ভারতের ক্ষত্রিয় রাজাদের পক্ষে অসম্ভবও সম্ভব হতে পারে। আর তা ছাড়া শুনেছি দময়ন্তীর স্বামী রাজা নলও নিরুদ্দেশ।

এদিকে দময়ন্তীও চুপ করে ছিলেন না। তিনি ভাবলেন যদি কোন কারণে রাজা ঋতুপর্ণ না আসেন তা হলে সব ব্যর্থ হয়ে যাবে। তাই এবার মায়ের কাছে গিয়ে নিজের সন্দেহের কথা বললেন।

রানী বুঝলেন দময়ন্তীর মনের অবস্থা। সত্যই ত যদি রাজা ঋতুপর্ণ না আসেন তা' হলে ত নলও আসবেন না। এত যে পরামর্শ, এত যে আয়োজন তখন সবই নষ্ট হয়ে যাবে, তা' ছাড়া দময়ন্তীর আর অপমানের বাকি থাকবে না, তাঁর পক্ষে মুখ দেখানো ভার হবে। তাই রানী দময়ন্তীকে বললেনঃ এর একটি মাত্র উপায় আছে, সেটি হোল তোমার পক্ষ থেকে রাজা ঋতুপর্ণকে আহ্বান করা। এ ছাড়া আর ত অন্য কোন উপায় দেখি না।"

দময়ন্তী রানীর কথার ইঙ্গিত বুঝতে পারলেন। আবার রাজঅন্তঃপুরের উপবনে সখীদের নিয়ে তিনি পরামর্শ করতে বসলেন।

সখীরা বলল : এ আর শক্ত কাজ কি? তুমি সখি, একখানি

চিঠি লিখে পাঠাও রাজা ঋতুপর্ণকে। তাতে লেখা থাকবে এই কথা যে,—হে পুরুষশ্রেষ্ঠ রাজন্, আপনাকেই আমি বরমাল্য দিতে চাই। আপনি ছাড়া সারা ভারতবর্ষে আর এমন কেউ রাজা নেই যিনি আমার পতি হবার উপযুক্ত। অতএব আমার একান্ত অনুরোধ আমার স্বয়ম্বরের দিন আপনি নিশ্চয়ই স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত থাকবেন।

দময়ন্তী ও তাঁর সখীরা এই পরামর্শই করলেন। একজন সখীকে দিয়ে লিপিও লেখা হোল। কিন্তু পাঠানো যায় কাকে দিয়ে? খুব বিশ্বাসী লোক হওয়া চাই ত। যাই হোক্, শেষে সন্ধান করে পাওয়া গেল এক বিশ্বাসী চতুর শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণকে।





রাজা ঋতুপর্ণকে দময়ন্তীর লিপি প্রেরণ

ব্রাহ্মণকে ডেকে তাঁকে সব কথা বলে দিয়ে তাঁরই হাতে দময়ন্তী লিপি পাঠালেন রাজা ঋতুপর্ণকে।

রাজা ঋতুপর্ণের রাজ্যে গিয়ে ব্রাহ্মণ একটু অসুবিধায় পড়ে গেলেন। রাজাকে একটু নিভৃতে না পেলে ত লিপি দেওয়া যায় না। কি জানি যদি লোক-জানাজানি হয়! তা' ছাড়া এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে দময়ন্তীর মর্যাদা।

অনেক চিন্তা করে ব্রাহ্মণ স্থির করলেন, রাজা যে সময়ে রথে চড়ে ভ্রমণে বার হন, সেই সময়ই উপযুক্ত সময়। তখনই রাজা ঋতুপর্ণের হাতে দময়ন্তীর লিপিখানি দেওয়াই যুক্তিযুক্ত।

রাজা ঋতুপর্ণকে দময়ন্তীর লিপি প্রেরণ

পরদিন প্রাতঃকালে রাজা ঋতুপর্ণ যখন রথে চড়ে ভ্রমণে বার হচ্ছেন, ব্রাহ্মণ গিয়ে রথের পাশে দাঁড়িয়ে রাজার হাতে লিপিখানি দিলেন।

রাজা ঋতুপর্ণ একটু আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন: আপনি কে? এ লিপি কার?

ব্রাহ্মণ বললেন: মহারাজ, লিপি পড়লেই সমস্ত জানতে পারবেন।—এই কথা বলে ব্রাহ্মণ রাজাকে অভিবাদন করে সরে গেলেন।

রাজা ঋতুপর্ণ তখন লিপিখানি পাঠ করলেন। তারপর আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে সারথিকে বললেন, "আচ্ছা, তুমি কি কাল প্রভাতের পূর্বে বিদর্ভে পৌঁছতে পারবে?"

সারথিবেশী নল একটু আশ্চর্য হয়ে বললেন, "মহারাজ, খুব তেজী ঘোড়া হলে আমি দ্রুত রথ চালিয়ে কাল প্রভাতের পূর্বেই বিদর্ভে পৌঁছিব।" রাজা ঋতুপর্ণ তখন রাজ্যের সবচেয়ে চারটি তেজী ঘোড়া সন্ধান করে নিয়ে আসবার জন্যে অনুচরদের আদেশ দিলেন। অনুচরেরাও রাজার আজ্ঞা মত চারটি খুব তেজী ঘোড়া নিয়ে এল।

রাজা ঋতুপর্ণ দূরত্বের হিসাব করে নলকে বললেন: দেখ সারথি, পথ ত কম নয়, একেবারে দু'শ ক্রোশ। একদিনের মধ্যে এতটা পথ অতিক্রম করা ত সহজ নয়। কাল প্রভাতে বিদর্ভরাজকন্যা দময়ন্তীর স্বয়ম্বর। কাল প্রত্যূষে পৌঁছতে পারলে তবেই স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত হয়ে দময়ন্তীকে লাভ করতে পারব। তাই তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি, তুমি এ কাজ পারবে ত?

নল বললেন: মহারাজ সারথি হয়ে যদি ঠিকমত অশ্বচালনা করতে না-ই পারব তবে আর এ কাজ করি কেন? আপনি নিশ্চিন্ত

থাকুন। আমি অতিদ্রুত অশ্বচালনা করে আপনাকে কাল প্রত্যুষেই বিদর্ভে পৌঁছে দোব।

রাজা ঋতুপর্ণ অনেকটা আশ্বস্ত হলেন। সারথিকে প্রস্তুত থাকতে বলে তিনি কিছুক্ষণ বিশ্রামের জন্য অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন।

এদিকে নল বড়ই দুশ্চিন্তায় পড়লেন। দময়ন্তীর আবার স্বয়ম্বর হবে এ কথা বিশ্বাস করতে তাঁর প্রবৃত্তি হোল না।

তিনি নানাভাবে চিন্তা করে স্থির করলেন নিশ্চয়ই এর মধ্যে কোন একটা রহস্য আছে।

সে রহস্য যে কী, নল অনেকটা যেন অনুমান করতে পারলেন। মনে পড়ল তাঁর রাজসভায় সেই চর-লোকটির প্রশ্নের কথা। তিনি বুঝলেন তাঁর সন্ধানেই বিদর্ভরাজ ভীম চর পাঠিয়েছিলেন ও চরের মুখে সব কথা শুনে তাঁকেই বিদর্ভনগরে নিয়ে যাবার জন্যে দময়ন্তীর স্বয়ম্বরের আয়োজন। কিন্তু তিনি এখন কি করবেন? তাঁর দুর্ভাগ্য ত এখনও কাটে নি, তা' না হলে তিনি রাজা ঋতুপর্ণের সারথি হয়েই বা থাকবেন কেন? এ সময়ে দময়ন্তীর সঙ্গে দেখা হওয়া ও তাঁর পক্ষে সে স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত থাকা কি ভাগ্যের পরিহাস নয়? নল আরও চিন্তা করে দেখলেন হয়ত বা এমনও হতে পারে যে তাঁর দুর্ভাগ্য কেটে গিয়ে আবার সৌভাগ্যের সূচনা হচ্ছে। নলের মন খুব চঞ্চল হয়ে উঠল।

ঋতুপর্ণ রাজা ভাবছিলেন, শুনেছি দময়ন্তীর মত সুন্দরী আর কোথাও কেউ নেই। এমন সুন্দরীকে পত্নীরূপে লাভ করতে পারলে আমিই হব সব রাজাদের চেয়ে বেশী ভাগ্যবান্। আর দময়ন্তী যেকালে নিজে গোপনে আমার কাছে লিপি পাঠিয়েছেন

তখন আমারই গলায় তিনি যে বরমাল্য দেবেন তা'তে আর সন্দেহ কি ? স্বয়ম্বর সভায় অন্য সব রাজা ও রাজপুত্রেরা চেয়ে চেয়ে দেখবে আমিই দময়ন্তীকে লাভ করে বীরদর্পে আমার রাজ্যে ফিরে আসব। দময়ন্তী আমার ঘর আলো করে থাকবেন। আমার মত এমন ভাগ্য আর কার আছে ?

মনের আনন্দে রাজা ঋতুপর্ণ নলকে ডেকে বললেন : দেখ সারথি, তুমি আমাকে কাল ভোরে বিদর্ভ নগরে ঠিক পৌঁছে দিতে পারবে ত ? যদি পার তোমাকে প্রচুর পুরস্কার দোব।

নল মনে মনে হেসে শুধু বললেন : সে কি কথা মহারাজ, আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি কাল প্রত্যূষেই আপনি বিদর্ভ নগরে ঠিক পৌঁছে যাবেন।

রাজা ঋতুপর্ণ তখন মনের আবেগে হাসিহাসি মুখে নলকে বললেন : তবে কথাটা খুলেই বলি, তুমি ত আমার বিশ্বস্ত লোক। ব্যাপারটা কি জান, বিদর্ভরাজ ভীমের এক পরমাসুন্দরী মেয়ে আছে, নাম তার দময়ন্তী। সেই দময়ন্তীর হবে স্বয়ম্বর। দময়ন্তী আমাকে লিপি পাঠিয়ে গোপনে আহ্বান করেছেন সেই স্বয়ম্বর সভায় যাবার জন্যে। সেখানে আমারই গলায় তিনি বরমাল্য দেবেন। তারপর দময়ন্তীকে নিয়ে ফিরে এসে রাজ্যময় একটা মহা-উৎসবের আয়োজন করব। সকলকেই পুরস্কার দোব, অবশ্য তুমি ত বাদ যাবেই না, বেশি পুরস্কার দোব তোমাকেই। বল দেখি আমার মত ভাগ্য ক'জন রাজার হয় ? দময়ন্তী লক্ষ্মীস্বরূপা, তাঁকে একবার আমার রাজপ্রাসাদে আনতে পারলে লক্ষ্মী থাকবেন আমার রাজসংসারে বন্দিনী। আমার ঐশ্বর্য ও গৌরব বেড়েই যাবে। একটা দিন শুধু, তারপর কাল দময়ন্তী ত আমার হবেই।

মনের আনন্দে উচ্চহাস্য করে উঠলেন রাজা ঋতুপর্ণ। নল সমস্তই বুঝলেন। কিন্তু সরলহৃদয় রাজাকে আর কিছু না বলে তিনি চারটি অশ্ব নিয়ে রথ প্রস্তুত করে রাখলেন।

রাজা ঋতুপর্ণ তখন বহুমূল্য পোশাক পরে, রত্নাদি ধারণ করে বেশ অহঙ্কারের সঙ্গেই রথে আরোহণ করলেন। নল তখনই রথ ছুটিয়ে দিলেন বিদর্ভ নগরের দিকে।

রথে যেতে যেতে ঋতুপর্ণরাজা নলকে দময়ন্তীর কথা শোনাতে লাগলেন। নল কোন কথা না বলে ভাবতে লাগলেনঃ কার ভাগ্যে দময়ন্তীলাভ আছে তা' কালই বোঝা যাবে। এখন তাড়াতাড়ি পৌঁছতে পারলে হয়। তেজী অশ্ব চারটি উল্কার মত বেগে ছুটে চলল নলের নিপুণ চালনার গুণে।

কত বন, কত প্রান্তর, কত পর্বতের উপত্যকা পার হয়ে যাচ্ছেন তাঁরা। হঠাৎ একটা পথের বাঁক ঘুরতে গিয়ে রাজা ঋতুপর্ণের উত্তরীয় আটকে গেল একটা কাঁটালতায়। উত্তরীয় রইল পড়ে, রথ ছুটল তীরবেগে।

—আরে, আরে করছ কি! রথ থামাও সারথি, দেখছ না এইমাত্র আমার উত্তরীয় পড়ে আছে পিছনের এক কাঁটাগাছে!

নল রথ থামিয়ে বললেনঃ কৈ, কোথায় আপনার উত্তরীয় মহারাজ? দেখছেন না এক বিশাল প্রান্তরের মাঝখানে রথ থেমেছে, এখানে ত কোন গাছই নেই।

রাজা ঋতুপর্ণ আশ্চর্য হয়ে দেখলেন, সত্যই ত পিছনে কোন গাছই নেই! এ কী ব্যাপার? এইমাত্র ত উত্তরীয় আটকে গেল!

অনেকক্ষণ ভালভাবে লক্ষ্য করে রাজা ঋতুপর্ণ দেখলেন বহুদূরে পিছনের একটা গাছে যেন তার উত্তরীয় আটকে রয়েছে। কিন্তু

এও কী করে সম্ভব? এত অল্প সময়ের মধ্যে এতদূর আসা ত সহজ কথা নয়। রাজা তার সারথির অদ্ভুত অশ্বচালনার বেগ দেখে চমৎকৃত হলেন।

উত্তরীয় আবার ফিরিয়ে এনে রথ চলল আরো দ্রুতগতিতে। রাজা আশ্চর্য হয়ে বললেন: তোমার অশ্বচালনা দেখে আমি বড়ই মুগ্ধ হয়েছি। আমার এখন আশা হচ্ছে আমি কাল ভোরেই বিদর্ভ নগরে পৌঁছতে পারব। আমার পক্ষে তখন স্বয়ম্বর সভায় যোগ দিয়ে দময়ন্তীকে লাভ করা মোটেই শক্ত হবে না। আর তা'ছাড়া দময়ন্তী ত আমারই জন্যে মালা হাতে নিয়ে অপেক্ষা করছে।

নল এর উত্তরে রাজাকে কোন কথা না বলে আবো দ্রুতবেগে অশ্বচালনা করতে লাগলেন। মনে মনে ভাবলেন: সেখানে গিয়ে দেখতেই পাবেন মহারাজ, দময়ন্তী কার ভাগ্যে জোটে!

রাজা ঋতুপর্ণ বললেন: আচ্ছা সারথি, তুমি এমন অশ্বচালনা ক্ষমতা পেলে কোথায়? আমি ত এ পর্যন্ত এমন ক্ষমতা আর কারোর দেখিও নি, শুনিও নি। এ যেন আমরা উড়ে চলেছি, দেখতে পাচ্ছি রথের চাকা যেন মাটি স্পর্শ করছে না। অশ্বের খুরের শব্দ যেন বিরামহীন, একটানা চলেছে। কোথাও তার ছেদ নেই। এ কী আশ্চর্য শক্তি তোমার? তোমাকে কি দিয়ে যে পুরস্কৃত করব তা' ভেবে পাচ্ছি না।

রাজা নল একটু হেসে মনে মনে বললেন: কেন, দময়ন্তী দিয়ে। কিন্তু প্রকাশ্যে বললেন: মহারাজ, আপনি নানাভাবে আমাকে যথেষ্ট অনুগ্রহ দেখিয়েছেন। আপনি আশ্রয় না দিলে আজ আমার এ সৌভাগ্য কোথা থেকে হোত? আপনি যে আমার প্রতি করুণাবান্, এতেই আমি যথেষ্ট পুরস্কার লাভ করেছি।

রাজা ঋতুপর্ণ বললেনঃ সকলের অবশ্য সর্ব ক্ষমতা থাকে না। তোমার যেমন অশ্বচালনায় অদ্ভুত ক্ষমতা, আমারও তেমনি একটি আশ্চর্য ক্ষমতা আছে।

নল বললেনঃ মহারাজের কি যে আশ্চর্য ক্ষমতা আছে, তা' ত আমি জানি না। আপনি এ রাজ্যের রাজা, সব ক্ষমতাই ত আপনার।

রাজা ঋতুপর্ণ বললেনঃ আচ্ছা, একটু রথ থামাও ত। আমি আমার আশ্চর্য ক্ষমতা দেখাই।

নল রথবেগ সংযত করলেন। রথ একটি গাছের কাছে এসে থামল।

রাজা ঋতুপর্ণ বললেনঃ আচ্ছা, বলতে পার সারথি এই গাছে কতগুলি ফল আছে?

—তা' আর এখনি কি করে বলব মহারাজ, না গুণে ত বলা যায় না।

—তবেই দেখ, ও কাজ ত সকলেই পারে কিন্তু আমি আমার ক্ষমতাবলে বলে দিচ্ছি ও গাছে মোট ফল আছে পঁচিশটা আর তার মধ্যে দুটো পোকায় খাওয়া শুকনো। যদি সন্দেহ হয় তবে এখনি পরীক্ষা করে দেখতে পার।

রাজার কথায় নল তখনি গাছে উঠে সমস্ত ফল গণনা করে দেখলেন, রাজার কথাই ঠিক। মোট ফল আছে পঁচিশ। তার মধ্যে দুটো ফল শুকনো ও পোকায় খাওয়া।

আশ্চর্য হয়ে নল রাজাকে বললেনঃ সত্যিই মহারাজ, আপনার এ অদ্ভুত ক্ষমতা দেখে আমি ভয়ানক আশ্চর্য হয়েছি। আপনি ত ঠিক ঠিক বলে দিয়েছেন। কিন্তু গণনা করবার আগেই আপনি বললেন কি করে? এ যে অতি আশ্চর্য ক্ষমতা!

রাজা ঋতুপর্ণ তখন গর্বের হাসি হেসে বললেন : এ ছাড়া আরও এক ক্ষমতা আছে আমার। আমি পাশাখেলার সময়ে যা বলে দান ফেলব, দানও ঠিক তাই পড়বে। একটুও ব্যতিক্রম হবে না। সেইজন্য আমি পাশাখেলায় অনেক বড় বড় খেলোয়াড়কে হারিয়ে দিয়েছি, কোথাও হারি নি।

নল রাজার এ ক্ষমতার কথা শুনে আশ্চর্য হয়ে ভাবলেন —এতদিন ত রাজার এ গুণ জানতে পারি নি। এ বিদ্যা যদি রাজার কাছ থেকে পাই, তবে আর আমার চিন্তার কারণ কি? আমি অতি সহজেই আমার শত্রু পুষ্করকে পরাজিত করে আমার হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করতে পারব।

রাজা বললেন : কি ভাবছ সারথি? বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? বেশ ত, আমি আগে দময়ন্তীকে বিয়ে করে ফিরে আসি তারপর তোমার সঙ্গে পাশা খেলে তোমাকে দেখিয়ে দোব আমার ক্ষমতা।

আবার রথ বিদ্যুৎগতিতে ছুটল। নল ভাবতে লাগলেন অতীতের কথা। কত রকম দুঃখকষ্টই যে এ পর্যন্ত সহ্য করতে হয়েছে তাঁকে ও দময়ন্তীকে তার কোন ঠিকঠিকানা নেই। নল এবার সত্যই দময়ন্তীর জন্যে ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। এখন আবার নূতন করে তাঁর বিচ্ছেদবেদনা প্রাণে জেগে উঠল নলের। যদিও কাল প্রত্যূষে বিদর্ভে পৌছবেন তাঁরা, তবুও মিলনের এত কাছে এসে বিরহ যেন দ্বিগুণ হয়ে উঠল তাঁর। এদিকে রাজা ঋতুপর্ণও তখন দময়ন্তীকে পাবার চিন্তায় বিভোর। বার বার নলকে জিজ্ঞাসা করছেন : আর কত দূর সারথি?

নল বললেন : মহারাজ কাল প্রত্যূষে কেন, আমার মনে হয়

যেরূপ বেগে আমরা চলেছি, তাতে বোধহয় সন্ধ্যার আগেই বিদর্ভে পৌঁছে যাব আমরা।

রাজা ঋতুপর্ণ হেসে বললেন : এ তো তোমারই কৃতিত্ব সারথি। বেশ, যত শীঘ্র পার, পৌঁছতে পারলেই হোল। কাল সকালেই ত দময়ন্তীকে পাচ্ছি আমি।

নল কোন কথা না বলে ভাবতে লাগলেন : রাজা ঋতুপর্ণের পাশাখেলার যে ক্ষমতা আছে, সেই ক্ষমতা যদি শিখে নিতে পারি তা'হলে আবার পুষ্করের সঙ্গে পণ রেখে পাশা খেলব আর আমার রাজ্যসম্পদ্ সব পুনরুদ্ধার করব। কিন্তু আর বিলম্ব করা উচিত নয়, রাজা ঋতুপর্ণের মনটা এখন বেশ ভালই আছে, এখন এ সম্বন্ধে কথা কওয়া যাক্।

এই ভেবে নল রাজাকে বললেন : মহারাজ, আপনি যদি আপনার পাশাখেলার ক্ষমতা আমাকে শিখিয়ে দেন, তা'হলে আমিও আপনাকে আমার অশ্বচালনার কৌশল শিখিয়ে দিতে পারি।

রাজা ত ঐ চান। নলের অপূর্ব অশ্বচালনার ক্ষমতা সাধারণ কোন সারথির পক্ষে সম্ভব নয়। নিশ্চয়ই এর মধ্যে কোন অলৌকিক কৌশল আছে। সেই কৌশলটুকু শিখে নিতেই হবে নলের কাছ থেকে। তাই রাজা ঋতুপর্ণ সহজেই রাজি হলেন।

তখন নল বললেন : মহারাজ, অশ্বের ঘাড়ের কাছে এমন একটি বিশেষ স্থান আছে, সেখানে সামান্য কশাঘাত করলে অশ্ব দুর্দমবেগে ছুটে চলে। আর তা'ছাড়া একটি মন্ত্র আছে, যার বলে অশ্ব অলৌকিক শক্তি লাভ করে।

রাজা ঋতুপর্ণ এ কথা শুনে খুবই আনন্দিত হয়ে সেই মন্ত্র শিখিয়ে দিতে বললেন। রাজা নলও রথ থামিয়ে রাজাকে অশ্বের ঘাড়ের

কাছে সেই নির্দিষ্ট স্থানটি দেখিয়ে দিয়ে অশ্বচালনার মন্ত্রটি রাজাকে শিখিয়ে দিলেন। রাজা তখন পরীক্ষা করবার জন্যে নিজে রথচালনা করতে লাগলেন। আশ্চর্য ত! রথ তৎক্ষণাৎ বিদ্যুৎবেগে ছুটে চলল। অশ্ব চারটির পা যেন মাটি স্পর্শ করছে না। এমনি তীব্রগতিতে ছুটেছে তারা। রাজা মহাসন্তুষ্ট হয়ে বললেন, "সত্যই সারথি, এ যে দেখছি এক অলৌকিক শক্তি তোমার। মন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে অশ্ব দুটি যেন হাওয়ায় উড়ে গেল। যাক্ এবার আমি তোমাকে আমার বিদ্যা শিখিয়ে দিচ্ছি।" এই কথা বলে রাজা ঋতুপর্ণ নলকে পাশাখেলার আশ্চর্য মন্ত্রটি শিখিয়ে দিলেন। আর বললেন, "গণনার মন্ত্রটিও তোমাকে দিচ্ছি, তুমি শিখে নাও।" নল তখন দুটি মন্ত্রই শিখে নিয়ে রাজাকে বললেন, "মহারাজ, যদি কখনও এই মন্ত্রের দ্বারা আমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় তাহ'লে চিরদিন আপনার ঋণ স্বীকার করে আপনার অনুগত হয়ে থাকবো।"

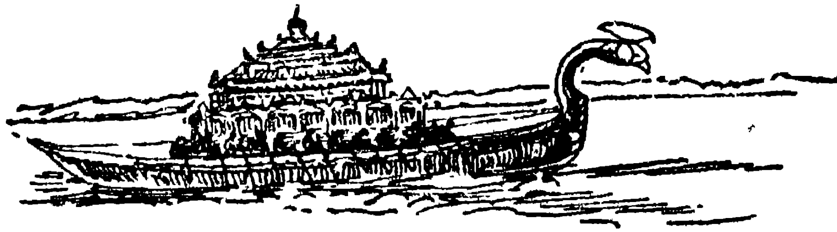
রাজা ঋতুপর্ণ তখন হেসে বললেন, "তুমি আমার সারথি হ'লেও আমার পরম সুহৃদের মত কাজ করেছো। তুমি এমন দুর্দমবেগে অশ্বচালনা না করলে এত অল্প সময়ের মধ্যে দুশো ক্রোশ অতিক্রম করে বিদর্ভরাজ্যে পৌঁছুতে পারতাম না। আমার পক্ষে দময়ন্তী-লাভের আশা চিরদিন স্বপ্নই হয়ে থাকত।"

নল রাজার এ কথা শুনে মনে মনে হেসে বললেন, "দময়ন্তী পাবার আশা চিরদিন তোমার স্বপ্নই হয়ে থাকবে। কাল চোখের সামনেই দেখো কে দময়ন্তীকে লাভ করে?" প্রকাশ্যে বললেন, "মহারাজ, আমি আপনার সারথি, প্রাণপণে আপনার আদেশ পালন করাই আমার কর্তব্য-কর্ম। আমি সেই কর্তব্য পালন করেছি মাত্র।

আপনি আমাকে সুহৃদ বলে মনে করেছেন এ আমার পরম ভাগ্য।"

রাজা ঋতুপর্ণ এবার রথের উপর থেকে দিগন্তের দিকে চেয়ে বললেন, "ঐ বোধহয় বিদর্ভ নগর দেখা যাচ্ছে, আমরা তাহ'লে সন্ধ্যার আগেই ওখানে পৌঁছুতে পারব। ধন্য তোমার অশ্বচালনার কৌশল।"

নল বললেন, "বার বার আমাকে ওকথা বলে কেন লজ্জা দিচ্ছেন মহারাজ। ঐ দেখুন এবার নগরপ্রাচীর ও তোরণ দেখা যাচ্ছে। ঐ দেখুন, বিদর্ভ রাজপ্রাসাদের ঐ উন্নত চূড়াগুলি অস্তগামী সূর্যের রঙীন কিরণে কি সুন্দর শোভা ধারণ করেছে।"





নলসহ ঋতুপর্ণের বিদর্ভে আগমন

রথ আরও দ্রুত এগিয়ে চলল। বিদর্ভ রাজ্যের লোকজন বিস্মিত চোখে রথের উপর রাজাকে দেখে ভাবতে লাগল, "ইনি কে? পোশাক পরিচ্ছদে ত কোন দেশের রাজা বলেই মনে হচ্ছে। আর রথখানিও ত সামান্য রথ নয়। এ যে দেখছি স্বর্ণ ও রত্নমণ্ডিত। ইনি নিশ্চয় কোন বড় রাজা হবেন। আর যিনি সারথিরূপে অশ্বচালনা করছেন উনিও নিশ্চয় সামান্য ব্যক্তি নন। কি সুন্দর অশ্বচালনা করছেন উনি। রথ এবার তোরণদ্বারে উপস্থিত হ'ল। দ্বাররক্ষীরা অবাক্ হয়ে রথের দিকে চেয়ে সসম্ভ্রমে দ্বার খুলে দিলে।

রথ তোরণের ভিতর দিয়ে রাজপ্রাসাদের দ্বারে গিয়ে উপস্থিত হ'ল। সংবাদ পেয়ে রাজা ভীম ঋতুপর্ণ রাজাকে সাদরে আমন্ত্রণ করলেন। ভীম কিন্তু জানতেন এই রহস্যের কথা। নল যে সারথিবেশে রাজা ঋতুপর্ণের আশ্রয়ে আছেন একথাও রাজা শুনেছিলেন, তাই নলকে দেখে চিনতে পেরে তিনি পরমানন্দ লাভ করলেন। রাজা ঋতুপর্ণ যে কোন কারণেই হোক্ যে কালে বিদর্ভে এসে পড়েছেন তখন নল তো সঙ্গে আসবেনই এ তো জানা কথা। তাই তিনি পরম সমাদরে রাজা ঋতুপর্ণকে অতিথি হিসাবে গ্রহণ করলেন।

নল রাজা ঋতুপর্ণকে বললেন, "মহারাজ, আমি বড় ক্লান্ত, আজ রাত্রিটা যদি আমাকে বিশ্রাম করবার আদেশ দেন তাহ'লে কিঞ্চিৎ সুস্থ হ'তে পারি।"

রাজা ঋতুপর্ণ বললেন, "বেশ ত, আজ রাত্রের মত তুমি একটু বিশ্রাম কর। তোমাকে এখন আর কোন আবশ্যক হ'বে না। কাল সকালে স্বয়ম্বরের পর দময়ন্তীকে নিয়ে আমি যখন আবার আপন রাজ্যে ফিরে যাব তখন তোমাকেই আমাদের রথচালনা করতে হ'বে। কাজেই তোমার যে এখন বিশ্রামের প্রয়োজন সে কথা আমি বেশ বুঝতে পারছি।" মহাসমারোহের সঙ্গে রাজা ঋতুপর্ণকে উপযুক্ত রাজ-অতিথির মর্যাদা দেওয়া হ'ল। তিনিও অত্যন্ত ক্লান্ত থাকায় আহারাদির পর সুকোমল শয্যায় শুয়ে শীঘ্রই নিদ্রিত হ'য়ে পড়লেন।

এদিকে নলের আগমন-সংবাদ পেয়ে রাজপুরীতে আনন্দের ঢেউ বইতে লাগল, দময়ন্তী আড়াল থেকে নলকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করে তাঁকে চিনতে পেরে আনন্দাশ্রু বর্ষণ করতে লাগলেন। বহুদিন স্বামীকে দেখতে না পেয়ে তাঁর চিন্তায় দময়ন্তী মনের দুঃখে কাল-

যাপন করছিলেন। এখন নলের দর্শন পেয়ে তাঁর সকল দুঃখ সকল কষ্ট যেন মুহূর্তের মধ্যে দূর হয়ে গেল। তবুও ভাল করে নলকে পরীক্ষা করবার জন্যে দময়ন্তী তাঁর কেশিনী নামে এক সখীকে পাঠিয়ে দিলেন নলের কাছে।

নল তখন রাজপ্রাসাদের এক অংশে বসে রাজা ভীমের সঙ্গে নানা বিষয়ে কথাবার্তা বলছিলেন। নলের নানা ভাগ্য-বিড়ম্বনা শুনে রাজা ভীম ব্যথিতচিত্তে ভবিষ্যতে কি করা যায়—তারই আলোচনা করছিলেন। এই সময়ে রাজা ভীম বিশেষ কোন কাজে অন্যত্র গমন করলেন। রাজা নল কখন দময়ন্তীর সঙ্গে দেখা হ'বে এই চিন্তায় বিভোর হ'য়ে পরম আগ্রহে উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষা করতে লাগলেন। ঠিক সেই সময় দময়ন্তীর সখী কেশিনী সেই কক্ষে উপস্থিত হ'ল, রাজা নল তাকে চিনতেন না। তাই তার মুখের দিকে আশ্চর্য হয়ে চেয়ে রইলেন।

কেশিনী বললে, "দেখুন, আমি রাজকুমারী দময়ন্তীর সখী। শুনলাম আপনি এ কক্ষে এসেছেন। আপনি ঋতুপর্ণ রাজার সারথি মাত্র। আপনি কোন্ সাহসে রাজপ্রাসাদের অন্তঃপুরের এই সুরম্য কক্ষে আসবার সাহস করেছেন? শুনলাম আপনি মিথ্যা পরিচয়ে নিজেকে আমাদের সখী দময়ন্তীর স্বামী রাজা নল বলে প্রচার করে ছলনার সাহায্য নিয়েছেন। সত্যই যদি আপনি রাজা নল হ'ন তাহ'লে এমন কোন প্রমাণ দিন যা আপনি ও দময়ন্তী ছাড়া আর কেউ জানে না।" নল তখন মৃদু হেসে বললেন, "আমাকে যদি নল বলে তোমাদের বিশ্বাস না হয় তা'হলে এই কথাটি শুধু তোমাদের সখী দময়ন্তীকে জানিয়ে এসো।"

কেশিনী বললে, "কি কথা বলুন। আপনার এ কথা শুনে যদি

সখী দময়ন্তী মনে করেন যে আপনিই তার স্বামী রাজা নল, তাহ'লে আপনাকে আমি অন্তঃপুরে দময়ন্তীর কক্ষে নিয়ে যাবো। আর রানীমাও আপনাকে তাঁর জামাতা বলে গ্রহণ করবেন।" রাজা নল তখন বললেন, "তবে শোনো—

ইন্দ্র-বরে গিয়াছিনু অদৃশ্য শরীরে
মনোব্যথা জানাইতে তোমার সখীরে,
স্বয়ম্বর সভামাঝে দেবতা চিনিতে
দেখেছে সে স্পর্শ কারো পড়েনি ভূমিতে,
দেবতা ছাড়িয়া তাই বিদর্ভের বালা
আমার এ কণ্ঠে দিল বরণের মালা।"

নলের কথা শুনে কেশিনী তখনি গিয়ে দময়ন্তীকে সব কথা বললে ও এই শ্লোকটি শুনিয়ে দিলে। এবার দময়ন্তীর সন্দেহ দূর হ'ল। কারণ ইন্দ্রের বরে অদৃশ্য হয়ে রাজা নল দময়ন্তীর কক্ষে যে প্রবেশ করেছিলেন ও তাঁকে ইন্দ্রের সব কথা খুলে বলেছিলেন— এ ঘটনা শুধু দময়ন্তী ও নল ছাড়া সারা জগতে আর কেউ জানে না। আর জানবার কথাও নয়। সুতরাং দময়ন্তী আনন্দে বিহ্বল হয়ে তখনি তাঁর মায়ের কাছে ছুটে গেলেন। রানী একটু আগে রাজা ভীমের কাছ থেকে সব খবর পেয়েছিলেন ও জামাতার উপযুক্ত সম্বর্ধনার জন্য নানা আয়োজনে ব্যস্ত ছিলেন। দময়ন্তীর মুখ থেকে সব কথা শুনে তিনি তো হেসেই অস্থির! এমন বোকা মেয়ে কি ভূ-ভারতে আর কোথাও কেউ আছে! স্বয়ং রাজা নল যে আবার ফিরে এসেছেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। এবার রানী নিজে কেশিনীর সঙ্গে আরও কয়েকজন সখীকে নিয়ে রাজা নলকে সাদরে অন্তঃপুরে নিয়ে এলেন।

নল অন্তঃপুরে প্রবেশ করে চারিদিকে চেয়ে দময়ন্তীকে খুঁজতে লাগলেন, কিন্তু দময়ন্তীর দেখা পেলেন না। নল ভাবলেন আমার উপর নিশ্চয়ই দময়ন্তীর অভিমান হয়েছে তাই এখন আমার সামনে আসতে পারছে না। একদিন তিনি যে সেই পতিপ্রাণা দময়ন্তীকে অর্ধবস্ত্রে বনমধ্যে পরিত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন সে কথা মনে হওয়াতে নলের মনে দারুণ অনুশোচনার সঞ্চার হো'ল। তাঁর এক একবার মনে হচ্ছিল, যদি দময়ন্তীর দেখা পাই তবে তার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করে মনের এ অসহ্য যাতনা থেকে পরিত্রাণ পাই। কিন্তু অন্তঃপুরে দময়ন্তী আছে কি নেই, এ কথা তিনি মুখ ফুটে কাউকে জিজ্ঞাসা করতে পারলেন না।

নলের ঐ রকম মানসিক চাঞ্চল্য দময়ন্তীর সখীদের কাছে অজানা রইল না, তারা তখন আড়ালে হাসাহাসি করতে লাগল। এদিকে বহুদিন পরে জামাতাকে কাছে পেয়ে রানী তাঁকে যথেষ্ট আদরযত্ন করে আহারাদির পর তাঁকে একটি কক্ষে বিশ্রাম করতে বললেন। সেই কক্ষটি দময়ন্তীর কক্ষ। নল সেই কক্ষে প্রবেশ করে দেখলেন সুন্দর সুকোমল শয্যা পাতা রয়েছে। তিনি তখন অত্যন্ত ক্লান্ত। সেই শয্যায় শয়ন করবার পরই গাঢ় নিদ্রায় নিমগ্ন হলেন।

এদিকে সখীরা দময়ন্তীকে নানাভাবে প্রবোধ দিতে লাগল। কিন্তু দময়ন্তীর মনের অভিমান তাতে দূর হল না। ক'দিন আগেও নলকে দেখবার জন্যে তিনি আকুল হয়ে উঠেছিলেন কিন্তু এখন নলকে কাছে পেয়েও তাঁর চোখের জল যেন কোন বাঁধই মানল না। তিনি নীরবে ক্রন্দন করতে লাগলেন।

শেষে রানীর কাছে খবর যেতে তিনি ব্যাকুল হয়ে দময়ন্তীর কাছে ছুটে এলেন, বললেনঃ আর অভিমান করিস্ না দময়ন্তী।

সবই ভাগ্যের বিড়ম্বনা। তা' নইলে অমন জামাইয়ের কি ও রকম মতিগতি হয়? যা' হবার তা' হয়ে গেছে, এখন ভগবান যেকালে মুখ তুলে চেয়েছেন, আবার সৌভাগ্যের আলো দেখা দিয়েছে, তখন আর অভিমান করে লাভ কি?

মায়ের কথায় দময়ন্তীর মনে হ'ল, সত্যিই ত আমার স্বামী শুধু অদৃষ্টের পরিহাসে আমার সঙ্গে সে রকম ব্যবহার করেছিলেন, এখন আর সে পুরানো স্মৃতি নিয়ে কেন তাঁর মনে কষ্ট দি। এই ভেবে দময়ন্তী যে ঘরে নল নিদ্রিত ছিলেন সেখানে উপস্থিত হলেন।

কিন্তু শয্যায় তিনি নলকে দেখতে না পেয়ে খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। একটু আগেই তিনি শুনেছিলেন নল তাঁর কক্ষে সুকোমল শয্যায় শুয়ে ঘুমিয়ে আছেন, কিন্তু এখন নলকে সেখানে না দেখে তাঁর চিত্ত বিচলিত হয়ে উঠল। তা'হলে কি নলও তাঁর উপরে অভিমান করে কোথাও চলে গেলেন। তিনি তখন তাঁর সখীদের ডেকে প্রাসাদের সব স্থান অনুসন্ধান করতে বললেন ও নিজেও নলকে খুঁজতে লাগলেন। কিন্তু কোথাও নলের সন্ধান পাওয়া গেল না।

ক্রমে এ সংবাদ রাজা ও রানীর কানে গেল। নলের এভাবে অন্তর্ধানে তাঁরাও বিশেষ বিচলিত হয়ে পড়লেন। সত্যই ত! নল গেল কোথায়?

দময়ন্তী ক্রমে হতাশ হয়ে শয্যায় শুয়ে অঝোরধারে অশ্রুত্যাগ করতে লাগলেন।

নলের হঠাৎ এভাবে কক্ষ থেকে অন্তর্ধানের সঙ্গে একটা গভীর রহস্যের ব্যাপার জড়িত ছিল, সেটা কেউ জানতে পারে নি। ব্যাপার হল এই, নল যে কক্ষে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, সেই

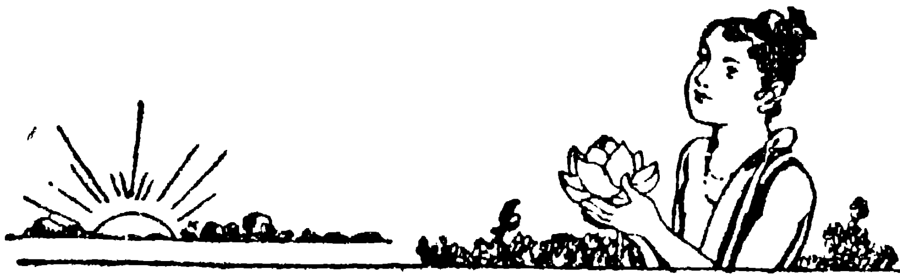
কক্ষের বাতায়নের বাইরে কে যেন নলকে পুনঃপুনঃ আহ্বান করতে লাগল। নল সে আহ্বান শুনে হঠাৎ নিদ্রা থেকে জাগরিত হয়ে প্রশ্ন করলেন : কে তুমি? আমার নাম ধরে ডাকছ কেন?

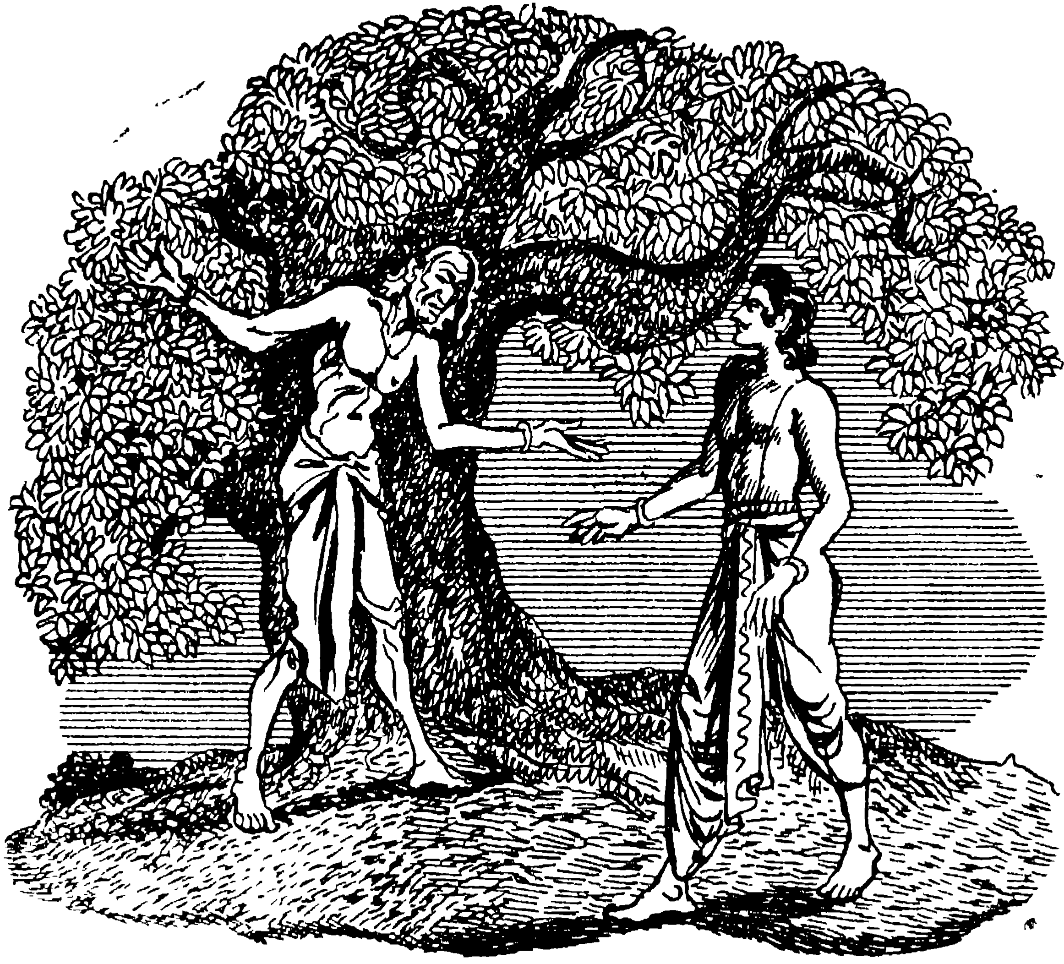
তখন বাতায়নের বাইরে থেকে উত্তর এল,—হে নল, আমি কে, তা' এখনি জানতে পারবে, তুমি শীঘ্রই বাইরে এস। আমি তোমাকে এক গভীর রহস্যের কথা বলব।

নল তখন সকলের অজ্ঞাতে সেই কক্ষ থেকে বেরিয়ে এসে আগন্তুককে দেখে আশ্চর্য হলেন। এক শীর্ণকায় ব্যক্তি যেন অগ্নির দহনে ছটফট করছে আর স্থিরভাবে দাঁড়াতে পারছে না।

নল তখন বললেন : কে আপনি? এমনভাবে যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে পড়েছেন কেন?

আগন্তুক তখন নলকে বললে : তুমি আমার সঙ্গে এস, তোমাকে আমি সব কথা বলছি।





নলের সঙ্গে কলির সাক্ষাৎ

নল তার অনুসরণ করতে করতে প্রাসাদের বাইরে চলে গেলেন। একটু দূরে গাছের তলায় দাঁড়িয়ে আগন্তুক বললেঃ নল, তুমি আমাকে চেন না, কোনদিন দেখ নি। কিন্তু আমারই জন্যে তোমার এতদিন এ দুরবস্থা। আমারই নীচ অভিপ্রায়ে তুমি দুর্ভাগ্যের কঠোর তাড়না সহ্য করেছ। আমি বিনাদোষে তোমাকে নানাপ্রকার অসহ্য যন্ত্রণা দিয়েছি। আমার কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনায় আমি অস্থির হয়ে পড়েছি।

নল তখন আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেনঃ কিন্তু আপনি কে, তা' ত বললেন না?

তখন আগন্তুক বললেঃ আমি কলি। দময়ন্তী যখন স্বয়ম্বর সভায় কোন দেবতার কণ্ঠে বরমাল্য না দিয়ে সমগ্র দেবসমাজের অপমান করে তোমাকে পতিরূপে বরণ করলে তখন দেবতারা ম্লানমুখে স্বর্গে ফিরে যাচ্ছিলেন। পথে আমার সঙ্গে তাঁদের দেখা হল। দেবরাজ ইন্দ্রের মুখে সমস্ত কথা শুনে আমি ভাবলাম, কি! মানুষের এতদূর স্পর্ধা যে দেবতাদের অপমান করে? বেশ, আমি দেখাচ্ছি মজা। তখন আমিই তোমার শরীরে আশ্রয় নিয়ে তোমার মতিগতি কুকর্মের দিকে নিয়ে যাই। আমি আমার ইচ্ছায় তোমাকে পরিচালিত করি। তার ফলে তুমি পাশাখেলায় মত্ত হয়ে আমারই চক্রান্তে সর্বস্ব পণ রেখে শেষে হেরে গেলে। রাজসম্পদ ও রাজ্য ঐশ্বর্য ছেড়ে শুধু দময়ন্তীকে সঙ্গে নিয়ে তুমি গেলে বনবাসে। সেখানেও কি আমার প্রতাপে তোমার নিষ্কৃতি ছিল? তুমি যা' কিছু করতে গেছ, সকলি বিফল হয়ে গেছে। শেষে একদিন আমারই প্রভাবে তোমার এমন দুর্মতি হ'ল যে তুমি পতিপ্রাণা দময়ন্তীকেও একাকিনী বনমধ্যে রেখে তার অর্ধেক বসন ছিন্ন করে অন্যত্র চলে গেলে। তারপর যা' কিছু দুর্ভাগ্য তোমার ঘটেছে, সমস্তই আমারই প্রভাবে। এদিকে সতী দময়ন্তীর চোখের জলে ও তাঁর দীর্ঘশ্বাসে আমি কাতর হয়ে পড়েছি। আমার সমস্ত ক্ষমতা যেন লোপ পেতে বসেছে। আমি নির্জীব, বলহীন হয়ে যেন দিন দিন ক্ষমতাশূন্য হয়ে পড়ছি। আর তা'ছাড়া দময়ন্তীর মনের দুঃখ অভিশাপ হয়ে নিরন্তর আমাকে আগুনের মত দগ্ধ করছে, আমি আর সহ্য করতে পারছি না। এখন তুমি যদি আমাকে ক্ষমা কর, তবে আমি তোমাকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করে চলে যাব, আর আমার আশীর্বাদে তোমার ভবিষ্যৎ জীবন পরম সুখের হবে। এখন

তুমি আমাকে ক্ষমা না করলে আমি এ শাস্তি থেকে পরিত্রাণ পাই না।

নল কলির সমস্ত কথা শুনে ভাবলেন, সত্যিই ত শুধু এরই প্রভাবে আমার এত দুর্দশা হয়েছিল। কিন্তু আমি ত এর কোন অপকার করি নি, এ কেন আমাকে এরূপ বিপদসাগরে নিক্ষেপ করেছিল? এমন হীনমতি দেবতা বড় একটা দেখা যায় না। একে যদি ক্ষমা করি তা'হলে ক্ষমার মাহাত্ম্য নষ্ট হয়ে যাবে। তাই নল কলির কাকুতিমিনতি শুনেও কোন কথা না বলে আবার ফিরে আসবার জন্য পা বাড়ালেন।

এবার কলি তাঁর সামনে এসে বলল: আমি দেবতাদের দলে থাকলেও আমি কারো কখন পূজা পাই না, কেউ আমাকে ভাল চোখে দেখে না। আমার এ দুর্দশা দেখে দেবলোকে কেউ আমার প্রতি কোন সহানুভূতি দেখাবে না। তা'ছাড়া সতী দময়ন্তীর চোখের জল, তার দীর্ঘশ্বাস আমাকে সর্বদা আঘাত করছে, আমি একদণ্ডও সুস্থির হতে পারছি না। তুমি যদি আমাকে ক্ষমা কর, তা'হলে প্রকারান্তরে সেটা দময়ন্তীরও ক্ষমা করা হবে। তাই তোমার ক্ষমা আমি চাই, নইলে স্বর্গে ফিরে যেতে পারছি না, সেখানে আমার মুখ দেখানো ভার হয়েছে। নল কলির কথা শুনে ভাবলেন,— "স্বীকার করি এরই কুপ্রভাবে আমার এত দুঃখ, এত কষ্ট, কিন্তু যে ব্যক্তি নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা করছে, তাকে আর কষ্ট দিয়ে কি হবে? ক্ষমা করলে যদি এর দুঃখকষ্ট দূর হয় তবে আমার পক্ষে ক্ষমা করাই উচিত।"

কলি বোধহয় নলের মর্মোভাব অনেকটা বুঝতে পেরেছিল, তাই আরও করুণভাবে নিজের কাতরতা জানাল। এবার নল আর

থাকতে পারলেন না, কলিকে বললেন : বেশ, তোমাকে যদি ক্ষমা করি তা'হলে ত তুমি আর আমার উপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না ?

কলি তখন নলকে বললে : আমি জানি তুমি মহানুভব, উদারতা ও ক্ষমাশীলতা তোমার ধর্ম। তুমি যদি আমাকে ক্ষমা কর, আমার এ দহন নিবারিত করতে পার, তা'হলে শুধু যে আমি তোমার উপর থেকে আমার প্রভাব সংহরণ করব তা' নয়, আমি তোমাকে এই বর দান করব যে তুমি যেন চিরসুখী হয়ে দময়ন্তীর সঙ্গে এ সংসারে অতুল আনন্দ অনুভব কর। তোমার যশঃগৌরব যেন সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে আর তোমার সন্তানসন্ততিরা যেন সুখে-স্বচ্ছন্দে রাজ্য ভোগ করে।

কলির কথা শুনে নল তখন বললেন : বেশ, আমি তোমাকে সর্বান্তঃকরণে ক্ষমা করছি, তুমি তোমার এ দহন থেকে অব্যাহতি লাভ কর।

কলি তখন দহন থেকে মুক্তিলাভ করে নলকে আশীর্বাদ করে আবার স্বর্গের পথে যাত্রা করল।

এদিকে রাজপুরীতে তখন চারিদিকে নলের অন্বেষণ চলছে। দময়ন্তী কাতরস্বরে বিলাপ করছেন : হা ভগবান, আমি কি হতভাগিনী! অভিমান করে স্বামীর সঙ্গে দেখাও করলাম না। বহুদিন পরে স্বামীর দর্শন পাবার, তাঁর সেবা করবার সুযোগ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করলাম! আমার মত অভাগিনী এ জগতে আর কে আছে! যাক্, যদি আমার স্বামী আমার দুর্মতি দেখে আমাকে পরিত্যাগ করে চলে গিয়ে থাকেন, তবে আমিও আমার এ পাপ প্রাণ আর রাখব না। কার জন্যে আর এ জীবন রাখব ? যে স্বামীর কথা

ভেবে এতদিন কত কষ্ট কত যন্ত্রণা পেয়েছি, যার অদর্শনে সমস্ত পৃথিবী আমার কাছে শূন্য বলে বোধ হয়েছে, সেই স্বামীকে কাছে পেয়েও হারালাম। হা ভগবান, আমার বোধহয় এই উচিত শাস্তি!

এই ভাবে নানারকমে বিলাপ করতে করতে দময়ন্তী ভূতলে পড়ে ছট্‌ফট্‌ করতে লাগলেন। রানী ও সখীরা তাঁকে নানাবিধ উপায়ে সান্ত্বনাদানের চেষ্টা করলেও দময়ন্তীর মন প্রবোধ মানল না। তাঁর মনের দুঃখ ক্রমশঃ বেড়ে উঠল—আর কি কখন স্বামীর সঙ্গে দেখা হবে? আর কি পূর্বের মত তার সেবা করে আমার সকল কষ্ট দূর করতে পারব?

এদিকে দময়ন্তীর নিদারুণ মনোযন্ত্রণা দেখে রাজা ও রানী দময়ন্তীকে একেলা সেই কক্ষে রেখে কোথাও যেতে সম্মত হলেন না, তাঁরা তখন দময়ন্তীকে সঙ্গে নিয়ে তাঁদের কক্ষে চলে গেলেন। সখীরাও তাঁদের সঙ্গে গেল। কক্ষ শূন্য পড়ে রইল।

নল তখন কলির কাছ থেকে ফিরে এসে আবার সেই কক্ষে প্রবেশ করে তাঁর শয্যায় শয়ন করে রইলেন। কিছুক্ষণ পরে দময়ন্তী কাতর স্বরে সখীদের বলতে লাগলেন: আমি আমার কক্ষেই ফিরে যাব। আমার এ জীবন রেখে আর কি হবে? যে শয্যায় আমার স্বামী শুয়েছিলেন আমি সেই শয্যায় শুয়ে থাকব। যদি আমার প্রাণবায়ু বহির্গত হয় তবে সেই শয্যাতেই হোক্‌।—এই বলে দময়ন্তী সখীদের সঙ্গে আবার নিজের কক্ষে ফিরে এলেন।

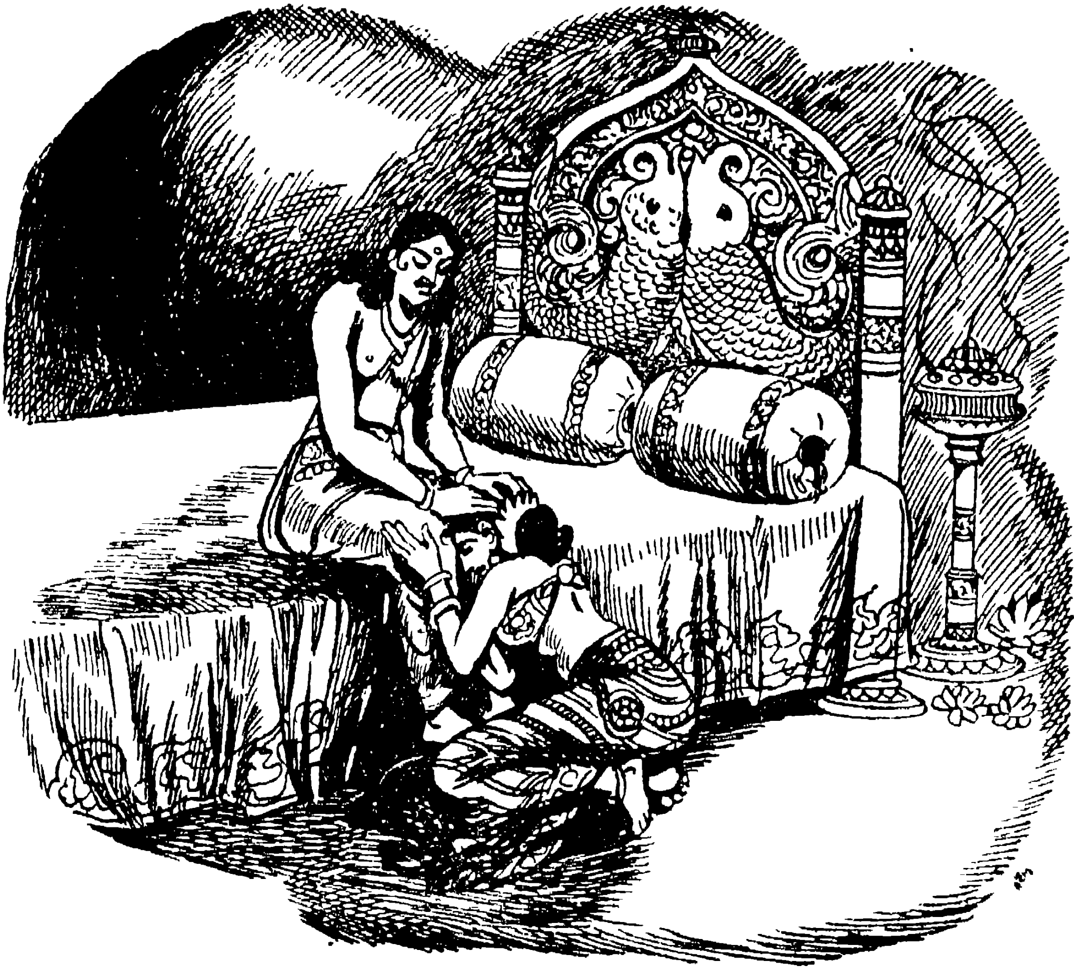
নল তখন সেই কক্ষের শয্যায় শুয়ে নিজের অদৃষ্টচিন্তা করছিলেন। ঘরে দীপ ছিল না, অন্ধকারে নলের মনে হ'ল কারা যেন সেই কক্ষে প্রবেশ করল।

দময়ন্তী শয্যায় বসতে গিয়ে নলের দেহের স্পর্শ পেয়ে আতঙ্কে

চিৎকার করে সরে এলেন। সখীরা তাড়াতাড়ি দীপ জ্বেলে দেখে যে ব্যক্তি সেই শয্যায় শয়ন করে আছেন তিনিই নল। তখন তারা আনন্দ-কোলাহল করে উঠল। দময়ন্তীও নলকে চিনতে পেরে আনন্দে তাঁর পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়লেন।

এবার সখীরা হাসিমুখে সেই কক্ষ থেকে সরে গেল। নল বললেন : ওঠ দময়ন্তি, আমাদের এবার দুঃখের অবসান হয়েছে। যে প্রভাবে আমরা এত কষ্ট ও যন্ত্রণা সহ্য করেছি এখন আর সে প্রভাব নেই।—এই বলে কলির সমস্ত কথা দময়ন্তীকে জানালেন।

দময়ন্তী বললেন : মহারাজ, যখন তুমি এই কক্ষের শয্যা থেকে সহসা অন্তর্ধান করলে তখন আমার মনে বনবাসের সেই পূর্বস্মৃতি আবার জেগে উঠল—তুমি কি আবার এ অভাগিনীকে পরিত্যাগ করে চলে গেলে ? আমি বুদ্ধিহীনা হয়েছিলাম, তাই তুমি আসার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে অভিমান উপস্থিত হয়েছিল। সেই অভিমানবশে আমি তোমার সঙ্গে তখন সাক্ষাৎ করি নি, ভেবেছিলাম আমার মন একটু শান্ত হলে তোমার চরণদর্শন করব। কিন্তু তুমি হঠাৎ কোথায় যে গেলে এই চিন্তাতে আমার সে অভিমানের পরিবর্তে এখন অনুতাপের সঞ্চার হয়েছে, আমার সকল অপরাধ ক্ষমা করে আমাকে আগের মতই ভালবেসে তোমার চরণে স্থান দাও।



নল ও দময়ন্তীর পুনর্মিলন

নল দময়ন্তীর কথা শুনে বললেন ঃ অপরাধ ত তুমি করো নি দময়ন্তি, করেছি আমি। আমিই পাশাখেলায় সর্বস্ব পণ রেখে রাজ্যচ্যুত সর্বহারা হয়ে তোমাকে নিয়ে বনবাসী হয়েছিলাম। সেই বনবাসের নিদারুণ কষ্ট তোমাকে সহ্য করতে হয়েছে। তারপর বিনাদোষে তোমার মত সাধ্বী স্ত্রীকে বনমধ্যে ত্যাগ করে চলে গিয়াছিলাম। সে সময়ে কলির প্রভাবে আমার দুর্মতি হয়েছিল, তাই আমি সে কাজ করেছিলাম। কিন্তু দুঃখের ভার তোমাকেই বইতে হয়েছিল। আমিই অপরাধ করেছি, আমিই তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি,—তুমি আমাকে ক্ষমা কর দময়ন্তি !

দময়ন্তী তখন অশ্রুসিক্ত নয়নে নলের দিকে কাতর দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন: প্রভু, আর পুরানো কথায় কাজ কি? সে-সব ত এখন স্বপ্ন হয়ে গেছে। আমার কাছে ক্ষমার কথা বলে আমাকে আর অপরাধিনী করো না। আমি চিরদিনই তোমার পূজা করে আমার এ নারীজন্ম সার্থক করব। তোমার সেবা করে জীবন কাটানো ছাড়া আমার আর অন্য কামনা নেই। না-জানি তোমার চরণে কত-না অপরাধ করেছি,—এখন আমাকে সে অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে দাও।

নল বললেন: প্রায়শ্চিত্ত যদি করতেই হয়, তবে সে প্রায়শ্চিত্ত করব আমি। আমি আবার তোমাকে রানী করে আমার হৃদ্‌সিংহাসনে বসাব।

এইভাবে সারারাত্রি নল ও দময়ন্তী কত কথা বলতে লাগলেন, কত দুঃখের স্মৃতি নিয়ে আলোচনা করতে লাগলেন। ক্রমে রাত্রি শেষ হয়ে এল।

প্রভাত হ'তেই সখীরা সকলে এসে নল ও দময়ন্তীকে সাদর অভিনন্দন জানিয়ে তাঁদের রাজা ও রানীর কাছে নিয়ে গেল।

রাজা ভীম ও রানী কন্যা জামাতাকে দেখে পরম পুলকিত হলেন। রাজঅন্তঃপুরে নলের যথেষ্ট সম্বর্ধনা চলতে লাগল।

এদিকে রাজা ঋতুপর্ণ সারারাত্রি শুধু স্বপ্ন দেখছেন, যেন তিনি দময়ন্তীকে বিয়ে করে তাঁর রাজ্যে ফিরে যাচ্ছেন। কত রথ, কত হস্তী, কত সৈন্য চলেছে তাঁর সঙ্গে। জোরে জোরে দামামার ধ্বনি উঠছে আর শত শত বাদ্যযন্ত্র বাজছে। রাজ্যের সমস্ত লোক রাজা ঋতুপর্ণের পাশে দময়ন্তীকে দেখে জয়ধ্বনি করছে। অন্যান্য দেশের রাজা ও রাজপুত্রেরা, যারা দময়ন্তীর স্বয়ম্বরে উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা

সকলে ঈর্ষার চোখে রাজা ঋতুপর্ণের দিকে চেয়ে আছেন। রাজা ঋতুপর্ণ বীরদর্পে দময়ন্তীর পার্শে বসে তাঁদের দিকে উপেক্ষাভরা চোখে চেয়ে চেয়ে দেখছেন। একবার যেন এক রাজপুত্র তাঁকে লক্ষ্য করে কি একটা শ্লেষবাক্য বললেন, তিনি তখনি তাকে শাস্তি দেবার জন্যে রথ থেকে নেমে তরবারি দিয়ে তার মুণ্ডচ্ছেদ করতে উদ্যত হলেন। দময়ন্তী তখন যেন বললেন, "মহারাজ, এ শুভ সময়ে ঐ হীনমতির সঙ্গে যুদ্ধ করা আপনার সাজে না। আমি মিনতি করে বলছি আপনি আবার রথে উঠুন মহারাজ,—উঠুন।"

হঠাৎ রাজা ঋতুপর্ণের ঘুম ভেঙ্গে গেল, তিনি দেখলেন তাঁর সারথি অপরূপ বেশে সজ্জিত হয়ে তার শয্যার পাশে এসে তাঁকে ডাকছে "মহারাজ, উঠুন—উঠুন।"

রাজা ঋতুপর্ণ একটু আশ্চর্য হলেন, সারথির আবার রাজার মত বেশ কেন?

নল হেসে বললেন: আপনার সঙ্গে এসেছি মহারাজ, আপনার সম্মান ও গৌরব যাতে বৃদ্ধি পায় আমাকে ত সে চেষ্টা করতে হবে। তাই আমার এ সাজসজ্জা।

রাজা ঋতুপর্ণ খুব সন্তুষ্ট হয়ে বললেন: তোমার উপযুক্ত কথাই বলেছ সারথি, যাতে এখানে আমার সম্মান বৃদ্ধি পায় কথাবার্তাও তুমি সেইরকম বলবে।

নল বললেন: সে আর আমাকে কিছু বলতে হবে না মহারাজ, আমি সে বিষয়ে খুবই সচেতন।

এই সময়ে রাজপ্রাসাদের কয়েকজন প্রধান কর্মচারীর সঙ্গে মন্ত্রীমহাশয় এসে প্রথমেই নলকে দেখে যথেষ্ট সমাদর ও সম্মান করে তাঁর কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। নলও বিনীতভাবে দুই একটি কথায়

তার উত্তর দিলেন। তাঁরা সকলে চলে গেলে রাজা ঋতুপর্ণ একটু বিরক্ত হয়ে বললেন : দেখলে ত সারথি, তোমাকেই ওরা সম্মান দেখালে। এ কী ব্যাপার বল ত?

নল বললেন : মহারাজ, আপনার সঙ্গে কথা বলতে ওরা ভয় পায়। ওরা ত জানে আপনি মহারাজ ঋতুপর্ণ, আপনার সঙ্গে যেচে কথা বলবার স্পর্ধা কি আর ওদের আছে?

রাজা ঋতুপর্ণ এ কথায় একটু সন্তুষ্ট হলেন বটে, কিন্তু তবুও তাঁর মনের মধ্যে কোথায় যেন একটু কালোমেঘ দেখা দিল।

একটু পরে দময়ন্তীর কয়েকজন সখী এসে নলকে একবার অন্তঃপুরে যাবার জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ জানাল। প্রথমে রাজা ঋতুপর্ণ ভেবেছিলেন, সেই সখীরা বুঝি তাঁকেই সমাদর করে নিয়ে যেতে এসেছে, কিন্তু যখন তিনি দেখলেন যে তারা তাঁকে এক রকম উপেক্ষা করেই নলকে আহ্বান জানালে তখন তিনি কেমন যেন হতভম্ব হয়ে গেলেন। তাঁর সারথিকেই এত সম্মান, তিনি কি কেউ নন?

সখীরা চলে গেলে রাজা ঋতুপর্ণ নলকে বললেন : "সারথি, এখানে দেখছি সকলেই তোমাকে বেশি সম্মান দেখাচ্ছে। বিশেষ করে আমারই সামনে। এ-রকম হওয়াটা কি উচিত? এবার তুমি বলবে যে তুমি আমার সারথি, আর আমি স্বয়ং রাজা ঋতুপর্ণ।

রাজা নল হেসে বললেন : নিশ্চয় মহারাজ, এবার থেকে সে-কথা সকলকে বলব।

রাজা ঋতুপর্ণ বললেন : আর দেখ, এলাম আমি এখানে দময়ন্তীকে স্বয়ম্বর সভায় লাভ করতে, কিন্তু স্বয়ম্বরের কোন ঘটা ত

দেখছি না বা উৎসব-কোলাহল শুনতে পাচ্ছি না। স্বয়ম্বর তা' হলে হবে কখন?

নল বললেন: মহারাজ, ধৈর্য ধরুন, দময়ন্তীর সাক্ষাৎ নিশ্চয় আপনি পাবেন।

রাজা ঋতুপর্ণ তখন নলকে সমস্ত ব্যাপার জেনে আসবার জন্য বাইরে পাঠালেন।

নল মনে মনে হাসতে হাসতে সেখান থেকে বাইরে চলে গেলেন। রাজা ঋতুপর্ণ তখন নানা চিন্তায় মগ্ন হলেন।

এদিকে রাজঅন্তঃপুরে নল ও দময়ন্তীকে নিয়ে খুব আনন্দের ঢেউ চলছিল। নল একটু বেশিক্ষণ অন্তঃপুরে থাকতে বাধ্য হলেন। রাজা ঋতুপর্ণের কানে সে উৎসবধ্বনি ও প্রজাগণের আনন্দ-কোলাহল এসে তাঁকে ব্যাকুল করে তুলছিল। তিনি ভাবলেন নিশ্চয় তাঁর জন্যেই এ-সব হচ্ছে। দময়ন্তীর স্বয়ম্বর সভার আয়োজন বোধহয় আরম্ভ হয়ে গেছে, কিন্তু, যতক্ষণ না সে সভা থেকে তাঁকে নিয়ে যাবার আহ্বান আসে ততক্ষণ তাঁকে এখানে অপেক্ষা করতেই হবে। এ-সময়ে আবার তাঁর সারথিটা গেল কোথায়? আসতে এত দেরী হচ্ছে কেন তাঁর? রাজা ঋতুপর্ণ কেমন যেমন দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে গেলেন।

একটু পরে রাজা ভীম রাজা ঋতুপর্ণের কাছে এসে বললেন, "মহারাজ, আপনি আমার রাজ অতিথি। এখানে আপনি স্বচ্ছন্দে বিশ্রাম সুখ ভোগ করুন। আপনার যাতে কোনো অসুবিধা না হয় সেজন্য আমার অনুচরেরা সর্বদা সজাগ থাকবে।"

রাজা ঋতুপর্ণ বললেন, "কিন্তু, মহারাজ, আমার যে জন্য এখানে

আসা তার তো কোনো আয়োজন দেখছি না। অন্যান্য রাজ্যের রাজারা বা রাজপুত্রেরাই বা এখানে কোথায়?

রাজা ভীম একটু হেসে বললেন, "স্বয়ম্বরের আর প্রয়োজন হবে না মহারাজ, আপনি নিশ্চিন্ত মনে বিশ্রাম করুন।"

এই কথা বলে রাজা ভীম আবার অন্তঃপুরের দিকে চলে গেলেন। রাজা ঋতুপর্ণ ভাবতে লাগলেন, "রাজা ভীম, আমাকে একথা বলে গেলেন কেন যে স্বয়ম্বর সভার আর প্রয়োজন হবে না। তাহ'লে কি স্বয়ম্বর সভার অধিবেশন না করেই রাজা ভীম আমারই হাতে দময়ন্তীকে দিতে চান? দময়ন্তী কি বুঝেছেন যে ওসব আড়ম্বরের মধ্যে না গিয়ে একেবারেই আমার গলায় মালা দিয়ে শুভ-বিবাহটা শেষ করবেন?"

এই রকম নানা চিন্তায় রাজা ঋতুপর্ণ যখন আকুল হয়ে উঠেছেন ঠিক সেই সময় নল আবার সেখানে উপস্থিত হ'লেন।

নলকে দেখে রাজা ঋতুপর্ণ বললেন, "তুমি এতক্ষণে এলে সারথি? এদিকে আমি শুনছি যে, স্বয়ম্বর সভার অত আড়ম্বরের মধ্যে না গিয়ে দময়ন্তী নাকি আমারই গলায় বরমাল্য দেবেন? তাই স্বয়ম্বর সভার আর প্রয়োজন হবে না। কিন্তু, আমি শুধু অপেক্ষা করেই বসে আছি। আসল কাজের ত কোন লক্ষণই দেখতে পাচ্ছি না।"

রাজা নল মৃদু হেসে বললেন, "মহারাজ, আপনি ঠিকই শুনেছেন যে, স্বয়ম্বর সভার আর কোন প্রয়োজনই হবে না।"

রাজা ঋতুপর্ণ তখন অনেকটা আশ্বস্ত হ'য়ে বললেন, "তাহলে, বিয়ের আর কত দেরী? দময়ন্তীর কখন দেখা পাব?"

নল তখন "আচ্ছা দেখে আসি বলে সে কক্ষ থেকে হাসি মুখে

বেরিয়ে গেলেন। ঠিক সেই সময়ে রাজা ভীম হাসতে হাসতে সেই কক্ষে ঢুকে বললেন, "দেখা পাবেন বই কি মহারাজ, দময়ন্তী আমার জামাতা নলের সঙ্গে আপনাকে স্বাগত অভিনন্দন জানাতে আসবে।"

এ কথায় রাজা ঋতুপর্ণ চমকে উঠে কেমন যেন বিহ্বল হ'য়ে গেলেন। তিনি রাজা ভীমের মুখের দিক চেয়ে বললেন, "একি কথা বলছেন, মহারাজ, আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না। আপনার জামাতা নল আবার কোথা থেকে এলেন?"





ঋতুপর্ণের নিকটে নলের পরিচয় দান

ঠিক এই সময়ে রাজা নল সেখানে প্রবেশ করতেই রাজা ভীম উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললেনঃ এইবার চেয়ে দেখুন মহারাজ, আমার জামাতা রাজা নল কোথা থেকে এলেন? এই আমার জামাতা রাজা নল, আমার কন্যা দময়ন্তীর স্বামী।

রাজা ঋতুপর্ণ বিস্ময়ে মুখব্যাদান করে নলের দিকে চেয়ে রইলেন। রাজা ভীম তখন সহাস্যে রাজা ঋতুপর্ণকে বললেনঃ "আপনি জানেন মহারাজ, জামাতা বর্তমানে আমার কন্যার স্বয়ম্বর হবার কথা উন্মাদের প্রলাপ মাত্র। আপনি বিজ্ঞ, আপনি একথা

বিশ্বাস করেন কি করে? আর জামাতা বর্তমানে আমার কন্যার স্বয়ম্বর হলে আমারও কি আর সম্মান থাকত?”

রাজা ঋতুপর্ণের বিস্ময় তখনও যায় নি, তিনি বললেনঃ “আচ্ছা মহারাজ, দময়ন্তীর লিপি পাঠানোর উদ্দেশ্য কি?”

রাজা ভীম বললেনঃ এখন ব্যাপারটা বেশ স্পষ্ট করে বুঝে দেখুন মহারাজ, আপনার সারথিরূপে আছেন আমার জামাতা, আপনি যেখানে যাবেন, আমার জামাতাও সেখানে যাবেন। তাই যে কোন প্রকারেই হোক্ আপনাকে বিদর্ভে আনতে পারলে, তার সঙ্গে আমার জামাতাও আসবেন। আর লিপি দময়ন্তী নিজে লেখেনি, রাজা নলকে আনবার জন্য তার সখীরাই এ চক্রান্ত করেছিল।

এবার রাজা ঋতুপর্ণ নিজেই একটু হেসে ফেললেন, বললেনঃ যেমন কান টানলে মাথা আসে, ঠিক সেইরকম আর কি! যাক্, মহারাজ, আমি এখন সব রহস্য বেশ বুঝতে পারছি।

নল বললেনঃ মহারাজ, আপনার অন্তঃকরণ সরল, আশা করি এ বিষয়ে আমার সম্বন্ধে আপনি অন্য কিছু ভাববেন না। আমিও পূর্বে এ ঘটনার বিন্দুবিসর্গও জানতাম না।

রাজা ঋতুপর্ণ হেসে বললেনঃ এখন আর সারথি বলে আপনার অসম্মান ঘটাতে চাই না মহারাজ নল, এখন আমরা দু'জনে বন্ধু। আপনার সম্বন্ধে এতদিন আমার হয়ত অজ্ঞাতসারে অনেক দোষত্রুটী হয়ে থাকবে, নিজগুণে সে-সব ভুলে যাবেন।

নল বললেনঃ মহারাজ, আপনি আমাকে আমার দুরবস্থায় আশ্রয় দিয়েছেন, আমাকে না জেনেও আপনি আমার প্রতি বন্ধুর মত ব্যবহার করেছেন, কোনদিন আমাকে অসম্মান করেন নি।

আমিও আপনার সারথিরূপে আমার কর্তব্যকর্মে কোনদিন অবহেলা করি নি। আপনি সরলহৃদয়, আশা করি এ ব্যাপারকে সহজ ভাবেই গ্রহণ করবেন।

রাজা ঋতুপর্ণ বললেন ঃ আমার প্রথমেই আপনার উপর একটা সন্দেহ হয়েছিল মহারাজ, যে আপনি নিশ্চয়ই ছদ্মবেশী মহৎবংশীয় কেউ হবেন। আপনার অপূর্ব অশ্বচালনা-কৌশল দেখে আমি আপনার ক্ষমতার পরিচয় পেয়েছিলাম। যাক্, আজ আমার আনন্দ যে আমি আপনার সঠিক পরিচয় পেয়েছি। আপনি আর পূর্বের কথা তুলে আমাকে লজ্জা দেবেন না।

নল হেসে বললেন ঃ মহারাজ, এবার থেকে আমাকে আপনার বন্ধুত্বের সারথি বলেই মনে রাখবেন।

রাজা ঋতুপর্ণ প্রাণখোলা হাসি হেসে নলকে আলিঙ্গন করে বললেন ঃ "মহারাজ, আমরা চিরদিনই বন্ধু থাকব।"

রাজা ভীম তখন রাজা ঋতুপর্ণকে আরও দু'একদিন বিদর্ভনগরে থাকবার জন্যে অনুরোধ করলেন কিন্তু তিনি বিনীতভাবে সে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে নিজের রাজ্যে ফিরে যাবার জন্যে প্রস্তুত হলেন। তাঁর মনে তখন এই অনুশোচনা হল, "ছি, ছি, এ কী কাজ করতে উদ্যত হয়েছিলাম আমি! একজন সধবা স্ত্রীলোককে তাঁর স্বামী বর্তমানে আমি আবার বিয়ে করতে যাচ্ছিলাম! আর আমি এমনই মতিচ্ছন্ন যে সকল কথা ভাল করে ভেবে দেখি নি। আমার উচিত পরিণামই হয়েছে।"

রাজা ঋতুপর্ণকে রাজা ভীম সহাস্যে বললেন ঃ মহারাজ, এবার কিন্তু আমার জামাতা আর সারথি হয়ে আপনাকে নিয়ে যেতে পারবে না। তবে এ রাজ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ অশ্বচালককে আপনার রথের

সারথি করে দিচ্ছি। আপনি নির্বিঘ্নে আপনার রাজ্যে পৌঁছে যাবেন।

এই সময়ে অন্তঃপুরের উৎসবকোলাহল রাজা ঋতুপর্ণ শুনতে পেয়ে বললেনঃ মহারাজ, আজ শুভদিনে বন্ধুত্বের নিদর্শন-স্বরূপ আমার কণ্ঠের এই মুক্তাহার মহারাজ নলের কণ্ঠে পরিয়ে দিয়ে ধন্য হব।

নল তখন এগিয়ে এসে রাজা ঋতুপর্ণের সে বন্ধুত্বের দান সাদরে আপন কণ্ঠে ধারণ করলেন।

রাজা ঋতুপর্ণের যাত্রার সময় এল। তিনি রথে আরোহণ করার পূর্বে দময়ন্তীকে সঙ্গে নিয়ে রাজা নল তাঁর সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন। দময়ন্তী হাসিমুখে রাজা ঋতুপর্ণকে প্রণাম করে বললেনঃ মহারাজ, আমি যদি কোন অপরাধ করে থাকি, নিজগুণে আমাকে কনিষ্ঠা ভগ্নীর মত ভেবে ক্ষমা করবেন।

রাজা ঋতুপর্ণ সহাস্যে বললেনঃ অপরাধ ত আপনি করেন নি ভগ্নি, করেছি আমি। আমিই আপনাদের সকলের ক্ষমার পাত্র।

রাজা ঋতুপর্ণ নল ও দময়ন্তীকে তাঁর স্বরাজ্যে যাবার আমন্ত্রণ জানিয়ে সকলের কাছে বিদায় নিয়ে রথারোহণ করলেন। রথ এবার ঋতুপর্ণ-রাজ্যের অভিমুখে ধাবিত হল।

ঋতুপর্ণ রাজার প্রস্থানের পর নলের প্রধান কাজ হোল এবার, নিজ রাজ্য পুষ্করের হাত থেকে পুনরুদ্ধার করা। রাজা ভীম নিজ জামাতাকে এ বিষয়ে সাহায্যের আশ্বাস দিলেন আর এটাও তাঁরা ভাবলেন যে সময়মত সাহায্য ঋতুপর্ণ রাজার কাছ থেকেও নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে।

এবার পুষ্করের কথায় আসা যাক্।

ঋতুপর্ণের নিকটে নলের পরিচয় দান

পুষ্কর রাজা নলকে পাশাখেলায় হারিয়ে তাঁর রাজ্যসম্পদ সমস্তই অধিকার করে বসেছিল আর নল ও দময়ন্তীকে সে রাজ্য ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য করেছিল।

পুষ্কর নিজেই রাজা হয়ে সিংহাসনে বসে রাজা নলের সমস্ত আত্মীয়কে রাজপ্রাসাদ থেকে বিতাড়িত করল আর তাঁর পুরাতন কর্মচারীদেব সকলকেই কর্মচ্যুত করে নিজদলের নূতন কর্মচারিগণকে নিযুক্ত ক্বল।

সঙ্গে সঙ্গে এই আদেশ সমস্ত দেশে প্রচারিত হো'ল যে, কেউ যেন আর নলের নাম বা তাঁর গুণকীর্তন না করে। যে ব্যক্তি নলের নাম বা তাঁর মহিমার কথা উল্লেখ করবে তার প্রাণদণ্ড হবে।

পুষ্করের নিদারুণ কুশাসনে সারা দেশে আতঙ্কের ছায়া পড়ল। কেউ আব শান্তিতে বাস করতে পরল না। অনেকে গোপনে দেশত্যাগ করে অন্য রাজার রাজ্যে চলে গেল। পুষ্কর তখন ভাবলেন ঃ যারা যেতে চায় তারা চলে যাক্। শত্রুভাবে থাকার চেয়ে তাদের এ রাজ্য ছেড়ে যাওয়াই আমার পক্ষে ভাল।

কিন্তু রাজ্যে যে অশান্তির আগুন গুপ্তভাবে জ্বলছিল তা' আর নিভ্‌ল না। পুষ্কর ভাবলে এ আগুন নিভিয়ে ফেলতেই হবে কঠোর সামরিক শাসনে। তাই তিনি প্রজাদের স্বাধীনভাবে চলাফেরা সবই নির্মমভাবে নিয়ন্ত্রিত করলেন। শেষে এমন হো'ল যে সন্ধ্যার পর সকলে ঘরের বার হতে শঙ্কিত হোত, চেঁচিয়ে কোন কথা বলতে পারত না আর একসঙ্গে কোনস্থানে মিলিত হয়ে যে কোন উৎসব করবে তারও সাহস পেত না। এইভাবে দিনের পর দিন পুষ্কর নানা উপায়ে প্রজাপীড়ন করতে লাগল। রাজ্যে এই আদেশ প্রচারিত হোল যে লোকে যেন পুষ্করকেই আদর্শ নরপতিভাবে গ্রহণ করে ও

তার গুণগানে আকাশবাতাস প্রকম্পিত করে তোলে। একদল লোক ভয়ে ভয়ে পুষ্করের আদেশ পালন করত বটে, কিন্তু অধিকাংশ লোকই প্রকাশ্যে পুষ্করের জয়গান করতে বাধ্য হলেও গোপনে তার নিন্দা করত।

শেষে রাজ্য জুড়ে রাজার বিরুদ্ধে একটা গভীর ষড়যন্ত্র চলতে লাগল। কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না, কেউ কাউকে মনের কথা খুলে বলে না। সর্বদা সকলে যেন আতঙ্কিত হয়ে থাকে। রাজার গুপ্তচরে দেশ ভরে গেল। প্রজাদের প্রত্যেক আচরণটি লক্ষ্য করতে লাগল তারা, আর গোপনে পুষ্করকে সংবাদ দিতে লাগল।

রাজ্যের যখন এই অবস্থা, তখন পুষ্কর হঠাৎ সংবাদ পেল যে, নল এতদিন অজ্ঞাতবাসে ছিলেন এখন তাঁর শ্বশুর রাজা ভীমের কাছে আছেন ও শীঘ্রই নিজরাজ্য উদ্ধারের জন্য তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ-যাত্রা করবেন।

সংবাদ পেয়ে পুষ্কর ভাবলেঃ নল পূর্বে তার একজন বিশেষ বন্ধু ছিলেন, শুধু তারই চক্রান্তে তিনি আজ রাজ্যহারা। এখন এ রাজ্যে প্রজারা প্রায় সকলেই পুষ্করের প্রতি বিশেষ আস্থাশীল নয়, এক্ষেত্রে নল যদি সত্যই এ রাজ্য আক্রমণ করে তা'হলে দলে দলে প্রজারা তাঁরই পক্ষে যোগ দেবে। তা'ছাড়া রাজা ভীম ও তাঁর মিত্ররাজারা যদি এ যুদ্ধে যোগ দেয় তা'হলে পুষ্করের পক্ষে হয়ত পরাজয় ঘটতে পারে। তখন পুষ্কর ডাকলেন তার সেনাপতিকে, আর প্রশ্ন করলেন এ বিষয়ে।

সেনাপতি এসে পুষ্করকে অভিবাদন করে বললেঃ মহারাজ, আপনি যা শুনেছেন তা সত্য। আমিও গুপ্তচরমুখে সংবাদ পেয়েছি যে নল তার শ্বশুরের সহায়তায় এ রাজ্য আক্রমণ করতে আসছে।

পুষ্কর বললেঃ আমাদের সৈন্যবল যা' আছে, এ আক্রমণ প্রতিরোধের পক্ষে তা' কি যথেষ্ট নয়?

সেনাপতি বললঃ মহারাজ, আমাদের সৈন্যবল যা' আছে, যে কোন শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করতে তা' যথেষ্ট, কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি, সৈন্যদলের মধ্যে কেমন যেন একটা অসন্তোষের ভাব ছড়িয়ে পড়েছে। সকলে যন্ত্রচালিত পুত্তলিকার মত ঘুরছে ফিরছে, অস্ত্র চালনা করছে, কিন্তু তাদের মধ্যে সত্যিকারের দেশপ্রেমের অভাব আছে বলেই মনে হয়।

পুষ্কর বললেঃ কিন্তু এর কারণ কি, তা কি তুমি অনুসন্ধান করে দেখেছ সেনাপতি? কেন এমন অবস্থা হল তাদের? কেউ কি তাদের বিপথে পরিচালিত করছে?

সেনাপতি বললেঃ কে যে তাদের এ অবস্থায় এনেছে তার বিশেষ কোন সন্ধান পাইনি, তবে তাদের মধ্যে যে একটা অসন্তোষের উত্তেজনা দেখা দিয়েছে, তার প্রমাণ আমি পেয়েছি।

পুষ্কর একটু রুক্ষস্বরে বললেঃ কী প্রমাণ পেয়েছ তুমি, আমাকে সব কথা খুলে বল।

সেনাপতি বললেঃ মহারাজ, একদিন নল এখানে রাজা ছিলেন, তাঁরই ভক্ত ছিল এইসব সৈন্য। এখন আপনি রাজা হলেও তারা তাদের পূর্বস্মৃতি নষ্ট করতে পারছে না।

পুষ্কর হুঙ্কার দিয়ে উঠলঃ কী, এতদূর স্পর্ধা! এখনও নলের নাম, নলের প্রতি আনুগত্য! এ যে রীতিমত রাজবিদ্রোহ! আমি এখন রাজা, আমার কথা শুনবে না, আমার আদেশ পালন করবে না,—এ কী দুর্মতি তাদের? সেনাপতি, এই সৈন্যদল ভেঙ্গে দিয়ে নূতন দল গড়া যায় না?

সেনাপতি বললেঃ সেটা বর্তমানকালে অসম্ভব মহারাজ। বিশেষতঃ যখন শত্রু যে কোন মুহূর্তে দ্বারে উপস্থিত হতে পারে।

—"তবে এখন কি করা যায় সেনাপতি?"—একটু যেন উদ্বিগ্ন হয়েই প্রশ্ন করলে পুষ্কর।

সেনাপতি বললেঃ যেমন চলছে চলুক, শুধু রাজা নল যে তাঁর সৈন্যসামন্ত নিয়ে এ রাজ্য আক্রমণ করতে আসছেন, এ কথাটা বিশেষ গোপন রাখতে হবে। শুধু তাদের জানাতে হবে যে অন্য এক প্রবল শত্রু এ রাজ্য অধিকার করতে আসছে,—এখন প্রধান কাজ হবে শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করে তাদের পরাজিত করা। এইভাবে প্রচারক নিযুক্ত করে সৈন্যদলের মধ্যে দেশাত্মবোধক আন্দোলন জাগিয়ে তুলতে হবে।

পুষ্কর বললেঃ আচ্ছা, সে ভার তোমার উপর রইল সেনাপতি। এখন তুমি শুধু রাজ্যের বাইরে গুপ্তচর পাঠিয়ে নলের এ রাজ্য আক্রমণ সম্বন্ধে সমস্ত সংবাদ সংগ্রহ কর। এখন তুমি যাও,—পরে আবার তোমার সঙ্গে এ বিষয়ে পরামর্শ করব।

সেনাপতি চলে গেলে পুষ্কর চিন্তিত মনে কিছুক্ষণ বসে রইল, তারপর রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীকে আহ্বান করে পাঠাল।

প্রধান মন্ত্রী এলে পুষ্কর তাকে জিজ্ঞাসা করলঃ আচ্ছা, মন্ত্রী মহাশয়, শুনেছি রাজা নল এই রাজ্য আক্রমণ করতে আসছে। এ সময়ে যুদ্ধ করা কি রাজ্যের পক্ষে মঙ্গল হবে?

মন্ত্রী বললেঃ "সত্যই যদি নল তাঁর সৈন্যসামন্ত নিয়ে এ রাজ্য পুনরুদ্ধারের আশায় এসে উপস্থিত হন, তা'হলে তাঁকে প্রতিরোধ করা ছাড়া আর কী উপায় আছে মহারাজ। এতে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী, আর সে যুদ্ধের ফলাফল অনিশ্চিত।" পুষ্কর একটু উত্তেজিত স্বরে

বললে : অনিশ্চিত কেন মন্ত্রি? আমার সৈন্যবল কি প্রতিরোধে অক্ষম, শক্তিহীন?

মন্ত্রী বললে : সে-কথা বলছি না মহারাজ, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে যুদ্ধে অনর্থক লোকক্ষয় না করে কৌশলের আশ্রয় নিতে হয়। ছলনার সাহায্যে সাফল্যলাভ করতে পারলে শোণিতপাত করে লাভ কি?

পুষ্কর বললে : কিরূপ কৌশলের কথা বলছ মন্ত্রিবর?

মন্ত্রী বললে : মহারাজ, আমার পরামর্শ গ্রহণীয় কি না, আপনিই তার বিচার করবেন, আমার প্রগলভতাও মার্জনা করবেন। আমি বলি, আপনি এ রাজ্য লাভ করেছেন পাশাখেলায়। আপনি পাশাখেলায় বিশেষ অভিজ্ঞ ও সুচতুর। আমার মতে নল যদি সত্যই এ রাজ্য আক্রমণ করে তা'হলে আপনি তার কাছে পুনরায় পাশাখেলার প্রস্তাব করবেন। বলবেন, যদি পাশাখেলায় আপনাকে নল পরাজিত করতে পারে, তা'হলে আপনি বিনাযুদ্ধে এই রাজ্য নলকে প্রত্যর্পণ করবেন।

পুষ্কর বললে : কিন্তু মন্ত্রি, নল হয়ত এ প্রস্তাবে রাজি হবে না, কারণ নল জানে একবার এই খেলায় পরাজিত হয়ে সে তার রাজ্যসম্পদ থেকে বঞ্চিত হয়েছে, রাজসিংহাসন থেকে বিতাড়িত হয়েছে। আর সে জানে এ খেলায় আমার পারদর্শিতা। তাই আমার মনে হয় নল কখনও আবার আমার সঙ্গে পাশাখেলায় প্রবৃত্ত হবে না।

মন্ত্রী বললে : রাজধর্ম আপনি বিলক্ষণ অবগত আছেন মহারাজ। যদি কোন রাজা কোন বিষয়ে অন্য রাজাকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করে তা হলে নিজের সম্মানরক্ষার্থ কোন রাজাই সে প্রতিদ্বন্দ্বিতা

থেকে নিবৃত্ত হয় না। আমার মনে হয় আপনার কাছ থেকে পাশাখেলার আহ্বান শুনে নল কখনও সে আহ্বান প্রত্যাখ্যান করবে না। এ কাজ রাজধর্মের বিরোধী। তাই আমার মনে হয় আপনি নলের কাছে এই প্রস্তাবই করে পাঠাবেন। বর্তমান সময়ে এ রাজ্যের আভ্যন্তরিক অবস্থা আলোচনা করে আমার মনে হয় যুদ্ধ করা উচিত হবে না।

পুষ্কর মন্ত্রীর কথায় যেন অকূলে কূল দেখতে পেল। সে ভাবলে সত্যই ত! পাশাখেলায় নলকে আবার আহ্বান করে তাকে পরাজিত করতে দোষ কি? নল কখনও আমার সঙ্গে পাশাখেলায় সমকক্ষ নয়। আমারই জয় অবধারিত। সুতরাং মন্ত্রীর পরামর্শই

পুষ্কর তখন গুপ্তচর পাঠিয়ে শুধু সন্ধান নিতে লাগল, নল কী সত্যই আক্রমণ করতে আসছে? কখন সে-আক্রমণ আরম্ভ হবে? তার সঙ্গে আর কোন্ কোন্ রাজা যোগ দেবে?

কিন্তু এক চিন্তা প্রবল হয়ে উঠল পুষ্করের, যদি পাশাখেলায় নল রাজি না হয়ে যুদ্ধই করে, তা'হলে তার সঙ্গে যুদ্ধ করা ছাড়া আর কি উপায় থাকতে পারে?

পুষ্কর তাই রাজ্যমধ্যে যুদ্ধের আয়োজন বন্ধ রাখল না। চারিদিকে সাজ সাজ রব পড়ে গেল।



নিজ রাজ্য পুনরুদ্ধারের আশায় নলের যুদ্ধযাত্রা

এদিকে নলের কথায় আবার ফিরে আসা যাক্।

কিছুদিন রাজা ভীমের আদর আপ্যায়নের মধ্যে ও দময়ন্তীর সেবাযত্নে নলের পূর্বস্মৃতির বেদনা অনেকটা লাঘব হল। ভাগ্যের বিড়ম্বনা যে কলির প্রভাব তা' বুঝে তিনি এর জন্যে আর কাউকে দোষী করলেন না। দময়ন্তীও খুব আনন্দে দিন কাটাতে লাগলেন।

কিন্তু তাঁর হৃতরাজ্য কিভাবে উদ্ধার করা যায় এই চিন্তাই তাঁকে কাতর করে তুলল।

রাজা ভীম জামাতার সাহায্যের জন্য সর্বদা প্রস্তুত। তাই তাঁরই সৈন্যসামন্ত নিয়ে পুষ্করের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার আয়োজন চলতে লাগল।

নল রাজা ভীমকে বললেন : কিন্তু যুদ্ধ করব আমি কাদের সঙ্গে ? তারা ত আমারই প্রজা, আমারই সুহৃদ্। পুষ্কর ছলনা করে পাশাখেলায় আমাকে হারিয়ে আমার রাজ্য অধিকার করে আমাকে রাজ্য থেকে বিতাড়িত করেছে, কিন্তু সে রাজ্য ত আমারই রাজ্য। সে রাজ্যের অধিবাসীরা ত আমারই প্রজা। তাই এ যুদ্ধে আমার হৃদয় সাড়া দিচ্ছে না। আমি যদি রাজ্য পুনরুদ্ধার করতে না পারি তাতেও ক্ষতি নেই, কিন্তু আমি আমারই প্রজাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কখনও করব না।

রাজা ভীম বললেন : তবে তুমি কি করতে চাও নল ? এ সঙ্কটে তুমি কোন্ পথ অবলম্বন করবে ?

নল বললেন : পুষ্করের পাশাখেলায় বড় ঝোঁক। আমি তাকে এই বলে ভয় দেখাই যে আমি সৈন্যসামন্ত নিয়ে তাকে আক্রমণ করব। সে যেন যুদ্ধার্থ প্রস্তুত থাকে। আর যদি সে আমার সঙ্গে যুদ্ধের বদলে পাশাখেলা করে হারজিৎ নির্ণয় করতে চায় তবে আমি যুদ্ধ না করে পূর্বের ন্যায় পণ রেখে তার সঙ্গে পাশাখেলা করতে প্রস্তুত। এ প্রস্তাবে কি ফল হয় দেখা যাক্।

রাজা ভীম জামাতার কথা ভাল বুঝতে পারলেন না যে, যে পুষ্করের কাছে একদিন নল পণ রেখে পাশাখেলে সর্বস্ব হারিয়েছেন, আজ আবার তারই কাছে পণ রেখে পাশাখেলবার প্রস্তাব পাঠাচ্ছেন কেন ?

রাজা ভীমের এই সংশয় বুঝতে পেরে নল তখন তাঁকে ঋতুপর্ণ রাজার কাছে শেখা পাশাখেলার অদ্ভুত মন্ত্রটির কথা বললেন। রাজা ভীম ত শুনে অবাক্। পরীক্ষার জন্যে তিনি নলকে পাশা খেলতে বললেন।

রাজা ভীম আশ্চর্য হয়ে দেখলেন নল আগে যে দান ফেলব বলে পাশা চালেন, মন্ত্রশক্তিবলে ঠিক সেই দানই পড়ে। প্রতিবার নলেরই জয়লাভ হতে লাগল। রাজা ভীম নানাভাবে পরীক্ষা করে শেষে রাজা ঋতুপর্ণের পাশাখেলার মন্ত্রের আশ্চর্য মহিমা স্বীকার করলেন ও পুষ্করের সঙ্গে নলের পাশাখেলা অনুমোদন করলেন।

এবার রাজা ভীম তাঁর সৈন্যসামন্তকে যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত করে নলের সঙ্গে নিষধ রাজ্যের সীমানায় উপস্থিত হলেন।

পুষ্করও গুপ্তচরমুখে সে সংবাদ পূর্বেই পেয়েছিল, তারও সৈন্যদল যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হল।

দু'পক্ষের সৈন্যদলে রণদামামা বেজে উঠল। যুদ্ধের আর বিলম্ব নেই। বিস্তীর্ণ প্রান্তরে অস্ত্রের ঝনৎকার ও রণহুঙ্কার ঘন ঘন শোনা যেতে লাগল।

হঠাৎ রাজা নল একজন দূতকে পুষ্করের নিকটে পাঠালেন।

ব্যাপার কি ?—একটু আশ্চর্য হয়ে ভ্রূকুটী করল পুষ্কর।

দূত সসম্ভ্রমে পুষ্করকে প্রণাম করে বার্তা জানাল ঃ আমাদের মহারাজ নল বলে পাঠিয়েছেন, অনর্থক আর যুদ্ধে লোকক্ষয় করে কী হবে, তার চেয়ে আপনার সঙ্গে তিনি আর একবার পাশা খেলতে চান। যদি পণ রেখে পাশা খেলে তিনি তাঁর হৃতরাজ্য উদ্ধার করতে পারেন, ত ভালই, নইলে পরাজিত হলে তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন, আর কোনদিন নিষধ রাজ্য পুনরায় উদ্ধার করবার কোন চেষ্টাই তিনি করবেন না, চিরদিন আপনার অধীনতা স্বীকার করবেন।

পুষ্কর একথা শুনে ভাবলে ঃ আশ্চর্য ত! আমিও যে এই রকম একটা সংকল্প করেছিলাম। এখন দেখছি নলও ঠিক এই প্রস্তাবই করেছে। নলের পাশাখেলার ঝোঁক এখনও যায়নি দেখছি।

এতে একরকম ভালই হল। যুদ্ধের হাঙ্গামা আর রইল না। পাশাখেলায় নিশ্চিত জয় ত আমারই।

পুষ্কর তখনি নলের দূতকে বললেঃ আমি নলের প্রস্তাবে খুবই রাজী। কবে কোথায় পাশাখেলা হবে সেটা এবার স্থির করা হোক্। স্থান নির্ণয় করে নল যেখানে বলবেন আমি সেখানেই পাশা খেলতে রাজি।

দূত ফিরে গিয়ে নলকে পুষ্করের সমস্ত কথা বলল। নল শুনে রাজা ভীমের সঙ্গে পরামর্শ করে পুষ্করকে বলে পাঠালেনঃ উভয় পক্ষের মনোনীত লোকের মধ্যস্থতায় নগরতোরণেব সম্মুখে এই পাশাখেলা হবে।

পুষ্কর তখনি রাজি হল। তার ধারণা, তার মত পাশাখেলায় সুনিপুণ ব্যক্তি কোথাও আর কেউ নেই।

দিকে দিকে এ সংবাদ প্রচারিত হল। অন্যান্য রাজ্যের রাজারাও আমন্ত্রিত হলেন।

নগরতোরণের সম্মুখে বিস্তৃত সভামণ্ডপ নির্মিত হয়েছে। দর্শকরূপে একদিকে রাজা ভীম ও তাঁর আমন্ত্রিত অন্যান্য রাজন্যবর্গ এবং অন্যদিকে পুষ্করের মন্ত্রিগণ ও বন্ধুবর্গ। দেবতা ও ব্রাহ্মণ সম্মুখে রেখে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে তবে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী পণ রেখে পাশাখেলায় প্রবৃত্ত হলেন।

এই আশ্চর্য পাশাখেলা দেখবার জন্যে সেখানে চতুঃপার্শ্বে লোকে লোকারণ্য। যথাসময়ে তূর্যধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে পাশাখেলা আরম্ভ হল নল ও পুষ্করের মধ্যে। তিনবারই যিনি জয়লাভ করবেন, তিনিই হবেন নিষধের রাজা। পুষ্কর যদি জেতে, তা'হলে পুষ্করেরই থাকবে নিষধ রাজ্য, আর যদি নল জেতেন, তা'হলে

পুষ্করকে সিংহাসন ছেড়ে দিতে হবে, নলই তখন হবেন রাজা।

সোনার ছকে মাণিক্যের ঘুঁটি আর রত্নমণ্ডিত গজদন্তের পাশা নিয়ে দুই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে পণ রেখে পাশাখেলা এবার আরম্ভ হল। পুষ্করের চোখেমুখে আনন্দের আভাস, তার মত সুনিপুণ ক্রীড়কের জয় অবশ্যম্ভাবী। নল কিন্তু শান্ত গম্ভীর। চারপাশে সহস্র চক্ষুব সে কি একাগ্রতা। সকলেই চেয়ে আছে ছকের দিকে।

প্রবল উদ্দীপনার মধ্যে প্রথম বাজী শেষ হল। নলই জয়লাভ করেছেন। নলের পক্ষের লোকেরা নলের নামে জয়ধ্বনি করে উঠল।

পুষ্কর তখন নৈরাশ্যে অস্থির হয়ে উঠেছে, কিছুতেই যেন আত্ম-সংবরণ করতে পারছে না। কেবলই ভাবছে এ অদ্ভুত খেলা নল শিখল কোথা থেকে।

আবার তূর্যধ্বনির সঙ্গে দ্বিতীয়বার পাশাখেলা আরম্ভ হল। এবার খুব সাবধানে দান ফেলছে পুষ্কর। তার সমস্ত কৌশল সমস্ত নৈপুণ্য সে যেন ঢেলে দিচ্ছে পাশার ছকে। কিন্তু কি আশ্চর্য, নলের পাশার দান পুষ্করের সমস্ত শক্তিকে যেন ব্যঙ্গ করে নিশ্চিত জয়ের পথে এগিয়ে চলেছে। এবারেও শেষে জয় হল নলের।

ক্রোধে ও হতাশায় ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে গর্জন করে উঠল পুষ্কর ঃ কী! নল হারাবে আমাকে! বেশ, বার বার তিনবার! এই শেষ খেলা। এই খেলাতেই জয়পরাজয় নির্ধারিত হবে।

আবার তূর্যধ্বনি হল। সমস্ত দর্শক যেন উৎসাহে ও উৎকণ্ঠায় উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠেছে। এই শেষ খেলা। এইবার কী হবে কে জানে!

পুষ্কর ও নল আবার মেতে উঠলেন খেলার ছকে। পুষ্কর অতি সাবধানে বিশেষ বিবেচনা করে অদ্ভুত কৌশলে পাশার দান ফেলছে। তার খেলার বিচক্ষণতা ও ঘুঁটি চালনার নৈপুণ্য দেখে সকলে ধন্য ধন্য করছে। কিন্তু নির্বিকার নল শান্তভাবে পাশার দান ফেলছেন। তাঁর চোখেমুখে জয়লাভের দৃঢ় বিশ্বাস যেন ফুটে উঠেছে।

পুষ্কর দেখছে নলের ঘুঁটিগুলি কেমন অদ্ভুতভাবে দানের-পর-দানে সকল বিনাশ এড়িয়ে নিশ্চিত জয়ের পথে যেন লাফাতে লাফাতে চলেছে। পুষ্কর তখন উত্তেজনায় উন্মাদপ্রায়। তার সর্বাঙ্গ ক্রোধে ও হতাশায় মুহুর্মুহু কম্পিত হচ্ছে। চক্ষু রক্তবর্ণ। স্থিরদৃষ্টিতে সে শুধু পাশার ছকের দিকে চেয়ে এ অচিন্তনীয় অদ্ভুত পরিণতি লক্ষ্য করছে। দর্শকদলে তখন তুমুল কোলাহল আরম্ভ হয়ে গেছে। শেষে ঘন ঘন নলপক্ষের জয়ধ্বনির মধ্যে পাশা খেলা শেষ হল।

পরাজিত পুষ্কর তখন লম্ফ দিয়ে উঠে উন্মাদের মত রত্নমণ্ডিত হস্তিদন্তের পাশা সবেগে ছুঁড়ে মারল নলের ললাটে। ললাট রক্তাক্ত হয়ে উঠল। তখনি চারদিক থেকে আতঙ্কিত চীৎকারের মধ্যে রাজা ভীম পুষ্করকে বন্দী করলেন। প্রহরীরা পুষ্করকে পাষাণকারায় নিয়ে গেল।



নলের স্ত্রী ও রাজ্যলাভ

রাজা নল তখন মহাসমারোহে প্রজাদের মুহুর্মুহু জয়ধ্বনির মধ্যে আবার নিষধ নগরে প্রবেশ করলেন। রাজপথের তুধারে নগরবাসীরা দাঁড়িয়ে পতাকা ও ফুলের মালা নিয়ে রাজা নলকে তাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাল। রাজপুরীতে প্রবেশ করে নলের চোখে জল এল। এই সেই রাজপুরী, যেখান থেকে ভাগ্যের বিড়ম্বনায় তিনি একদিন দময়ন্তীকে সঙ্গে নিয়ে নিরুদ্দেশ যাত্রায় বহির্গত হয়েছিলেন। কত স্মৃতি তাঁকে অভিভূত করে ফেলল। পুষ্করের আত্মীয়স্বজনেরা সকলেই তাদের এই ভাগ্যবিপর্যয়ে প্রাণভয়ে

রাজপুরী ছেড়ে পলায়ন করেছিল। শুধু পরিচারকদল তাদের নূতন প্রভুকে প্রণাম করে আনুগত্য জানাল।

নল এবার এলেন সভাকক্ষে। মন্ত্রী, সভাসদ্ ও প্রধান প্রজাবৃন্দ সকলেই সভাকক্ষে এসে করজোড়ে রাজা নলকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করল। রাজা ভীম সৈন্যদল নিয়ে সভাকক্ষের চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করছিলেন। ঘন ঘন শঙ্খ ও বিজয়ভেরী ধ্বনিত হতে লাগল। রাজা নল এবার সকলকে প্রত্যভিবাদন করে সগৌরবে আবার নিষধ-রাজ্যের সিংহাসনে উপবেশন করলেন। সমবেত সকলে রাজা নলের নামে ঘন ঘন জয়ধ্বনি করে উঠল।

সারাদিন নানা রাজকার্যের মধ্যে নল বড়ই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। রাজা ভীম তাঁর কন্যা দময়ন্তীকে আনবার জন্যে বিদর্ভনগরে দ্রুতগামী দূত পাঠিয়ে দিলেন।

যথাসময়ে দময়ন্তী এসে পৌঁছলেন।

দময়ন্তীকে দেখতে প্রজারা দলে দলে ছুটে এল রাজপ্রাসাদে।

রাজপুরীর সকলে দময়ন্তীকে তখনি রানীর সাজে সাজালে। চারদিকে রাজা নল ও রানী দময়ন্তীর জয়ধ্বনি উঠল।

আলোকমালায় পথঘাট ও রাজপুরী অপরূপ শোভায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল। রাজ্যময় উৎসব, জয় জয় রবের সঙ্গে নল ও দময়ন্তীর বন্দনাগান। এমন উৎসব, এমন স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের অভিব্যক্তি আর কোনদিন নিষধরাজ্যে দেখা যায় নি।

রাজা নল নিজে সকলের সঙ্গে সে আনন্দোৎসবে যোগ দিলেন। রাজকোষ উন্মুক্ত হল। "দীয়তাং-ভুজ্যতাং" রবে সারা নগর মুখরিত হয়ে উঠল। নলের মধুর ব্যবহারে সকলে মুগ্ধ। কারাগারে আগেকার বন্দী আর কেউ রইল না, সকলেই মুক্তি পেল। দীন-

দরিদ্র নূতন বস্ত্র, নূতন গৃহ ও প্রচুর আহার্য লাভ করল। বিদর্ভ থেকে দময়ন্তীর সখীরা এল। এ উৎসবে রাজা ঋতুপর্ণকে সাদর আমন্ত্রণ জানিয়ে দ্রুতগামী অশ্বারোহী দূত ছুটল ঋতুপর্ণ নগরে।

যেখানে যেখানে নল তাঁর দুর্ভাগ্যের সময় সাহায্য পেয়েছিলেন, সেইসব স্থানের অধিবাসীরা নলের রাজ্যোৎসবে আমন্ত্রণ পেল। এ সৌভাগ্যের সময়ে তাঁর কর্কোটক সাপের কথাও মনে পড়ল, কিন্তু তাকে আর কে আনবে? এইভাবে রাজা নল সকলেরই কথা ভাবলেন, এমন কি তাঁর এককালের বন্ধু পুষ্কর—যে শেষে তাঁর চিরশত্রু হয়েছিল, তারও কথা মনে পড়ে হৃদয় ব্যাকুল হয়ে উঠল।

পুষ্কর কারাগারে এক অন্ধকার নির্জন কক্ষে বন্দী হয়ে আছে। রাজা নলকে পাশার দ্বারা আহত করার জন্যে রাজা ভীম তাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে কারাগারে নিক্ষেপ করেছিলেন। এখন নল ভাবলেন পুরানো শত্রুতা ভুলে গিয়ে পুষ্করের মন থেকে যদি আমার প্রতি তার বিদ্বেষ দূর করতে পারি তাহ'লে হয়ত তাকে আবার পূর্বের ন্যায় আমার বন্ধুরূপেই পাব। সে আমার বিরুদ্ধে যা কিছু করেছে সেটা শুধু তার দোষ নয়, কলির প্রভাবেই এত সব অনর্থ ঘটেছিল। এখন কলির প্রভাব থেকে আমি মুক্ত হয়েছি, আমি আমার রাজ্য আবার ফিরে পেয়েছি, দময়ন্তীকে আবার আমার রাজরানীরূপে সিংহাসনে আমার বামপার্শ্বে বসাতে পেরেছি। এখন আর পুষ্করের প্রতি আমি এরূপ কঠোর আচরণ কেন করব? চারিদিকের আনন্দ-কোলাহলের মধ্যে কেন আমি একটি প্রাণকে ব্যথিত করে রাখব। পুষ্করকে কঠোর শাস্তি দিলে আমার প্রতিশোধ স্পৃহা চরিতার্থ হবে বটে কিন্তু, যদি আমি সদয় ব্যবহারে তাকে আবার আমার বন্ধুরূপে লাভ করি তাহ'লে হয়ত আমার পক্ষেই

মঙ্গল হ'বে। এই ভেবে রাজা নল কারাগারে যেখানে পুষ্কর অন্ধকার পাষাণকক্ষে শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছিল সেইখানেই একাকী গমন করলেন। রাজা নলকে দেখে পুষ্কর বললে, "আমাকে এভাবে লৌহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ না রেখে তিলে তিলে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ না করিয়ে আমাকে একেবারে মেরে ফেল।"

নল পুষ্করের কথা শুনে বললেন, "একদিন তুমি আমার পরম বন্ধু ছিলে, এখন ভাগ্য-দোষে আমার পরম শত্রু হয়েছ। কিন্তু, তোমাকে আমি আবার মিত্ররূপেই পেতে চাই। তোমার সকল অপরাধ মার্জনা করে আমি তোমাকে আবার বন্ধুভাবেই গ্রহণ করবো"—এই বলে রাজা নল প্রহরীদের আদেশ দিলেন, পুষ্করের লৌহ-শৃঙ্খল খুলে দিতে। প্রহরীরা তদ্দণ্ডেই পুষ্করকে মুক্ত করে দিলে।

তখন রাজা নল পুষ্করের দুটি হাত ধরে বললেন, "বন্ধু, এসো, আবার আমরা বন্ধুত্বের এক মধুর স্বর্গ সৃষ্টি করি। আজ থেকে আমরা আবার পূর্বের ন্যায় বন্ধুই হ'লাম।"

পুষ্কর রাজা নলের এই কথা শুনেই তাঁর মহানুভবতায় মুগ্ধ হয়ে তাঁর চরণে পতিত হয়ে বললেন, "আমার মত মহাপাপিষ্ঠকে তুমি যে আবার গ্রহণ করতে পেরেছ তাতে তোমারই মহৎ অন্তঃকরণের পরিচয় পাওয়া গেছে। আমিও তোমার চরণস্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা করছি চিরদিন তোমার বন্ধুরূপেই থাকবো। কখনও তোমার অহিত চিন্তা করবো না। যা হ'বার তা হ'য়ে গেছে, চিরদিনের জন্যে সেই অতীত-স্মৃতি মন থেকে মুছে ফেলবো।"

রাজা নল তাঁকে হাত ধরে তুলে প্রীতিভরে আলিঙ্গন করলেন। তারপর দুজনে রাজপ্রাসাদের সভাকক্ষে ফিরে গেলেন।

পুষ্করকে দেখে সকলেই আশ্চর্য হ'লেও রাজা নল সকলের কাছে পুষ্করকে বন্ধুরূপে স্বীকার করলেন। আর পুষ্করও রাজা নলের চিরদিন আনুগত্য করবেন সকলের সামনে এই প্রতিজ্ঞাই করল।

এবার রাজঅন্তঃপুরে ফিরে যাওয়া যাক্।

রানী'বেশে সজ্জিতা দময়ন্তী আবার পূর্বের মত রাজপ্রাসাদ আলো করে রইলেন। তাঁর গুণে সকলেই মুগ্ধ। নল এবার দময়ন্তীকে বললেনঃ দময়ন্তি, ভাগ্যের পরিহাসে আমি বুঝতে পেরেছি দরিদ্রের কি কষ্ট। তাই আমি প্রচার করে দিচ্ছি আমার রাজ্যে কেউ যেন ক্ষুধার তাড়না সহ্য না করে। সকলেই যেন আমার অতিথিশালায় এসে দু'বেলা পেটপুরে খেয়ে যায়।

রাজা নলের এ আহ্বানে রাজ্যময় আনন্দের ঢেউ উঠল।

রানী দময়ন্তী বললেনঃ মহারাজ বস্ত্রহীনের যে কি কষ্ট, তা' আমি নিজে বুঝেছি। আমি দরিদ্র লোকদের বস্ত্র বিতরণের জন্য বস্ত্রশালা স্থাপন করতে চাই।

রাজা নল দময়ন্তীর কথায় খুবই আনন্দিত হলেন। তিনি তখনি দময়ন্তীর নামে বস্ত্রশালা স্থাপন করে রাজ্যের দরিদ্র অধিবাসীদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণের আদেশ দিলেন।

চারিদিকে দময়ন্তীর জয় জয়কার পড়ে গেল।

একদিন দময়ন্তী বললেনঃ মহারাজ, আমি যখন নিরাশ্রয় ছিলাম, তখন রাজা সুবাহুর অন্তঃপুরে স্থান পেয়েছিলাম। সেখানে রাজ-মাতার যত্নে আমি যেন আমার মায়ের কাছেই ছিলাম এইরকম মনে হোত। আমার মনের কষ্ট নিবারণের জন্য তাঁরা আপনার সন্ধানে কত দেশে লোক পাঠিয়েছেন। এখন আমার বড় ইচ্ছা হয়

একবার সুবাহু রাজার মাতার কাছে গিয়ে তাঁর চরণবন্দনা করে আসি। আপনি তার ব্যবস্থা করুন।

রাজা নল দময়ন্তীর মনের এই অভিপ্রায় শুনে আনন্দিত হয়ে বললেনঃ সুবাহু আমার বন্ধুরাজা। সেখানে যেতে আর আমার আপত্তি কি? তুমিও আমার সঙ্গে নিশ্চয়ই যাবে।

নলের সম্মতি পেয়ে দময়ন্তী রাজা সুবাহুর রাজ্যে যাবার সমস্ত আয়োজন করতে লাগলেন। পথ বেশীদূর নয়। নলের রাজ্য-সীমানার পরে আর একটি মিত্ররাজ্য অতিক্রম করে রাজা সুবাহুর রাজ্যে পৌঁছিতে হয়। রাজা নল রথে দময়ন্তীকে নিয়ে সেখানে যাবার সঙ্কল্প করলেন।

রথ প্রস্তুত হল। স্বর্ণখচিত হস্তিদন্তের রথ। চাকাগুলি তার রৌপ্যের। রথের মধ্যে রাজা ও রানীর বসবার আসন রত্নখচিত। চারিটি বেগবান শ্বেত অশ্ব সেই রথ আকর্ষণ করে নিয়ে যাবে। অশ্ব চারিটির সাজসজ্জাও বিচিত্র। সারথির পোশাক-পরিচ্ছদও মহামূল্য। রথের অগ্রে ও পশ্চাতে উন্মুক্ত কৃপাণ ও বল্লম হস্তে বীর অশ্বারোহী সৈন্যদল। রথের চূড়ায় রাজা নলের নামাঙ্কিত পতাকায় শুভচিহ্ন।

নল ও দময়ন্তী রথে আরোহণ করলেন। শুভ শঙ্খধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে রথ রাজা সুবাহুর রাজ্যের দিকে তীব্রবেগে ছুটে চলল। শ্বেত অশ্বচতুষ্টয়ের দ্রুত পদক্ষেপে পৃথিবী যেন কম্পিত হয়ে উঠল।

পথে যেতে যেতে যে-বনে একদিন রাজা নল দময়ন্তীকে অর্ধবসনে পরিত্যাগ করে গিয়েছিলেন সে বন দেখে দময়ন্তীর চোখ দু'টি জলে ভরে উঠল। রাজা নল দময়ন্তীকে প্রবোধ দিয়ে বললেনঃ "আমার তখন কেন সে দুর্মতি হয়েছিল তার কারণ ত তুমি জান দময়ন্তি।

সমস্তই আমার ভাগ্যের দোষ। তা' নইলে তোমাকে সেই অসহায় অবস্থায় ছেড়ে যাব কেন? আমার তখন কোন হিতাহিতজ্ঞান ছিল না, আমি কলির হাতে খেলার পুতুল মাত্র হয়েছিলাম।" দময়ন্তী রাজা নলের কথা শুনে দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করে বললেন: অত দুঃখের পর আবার যে সুখের মুখ দেখব তা' কোনদিন কল্পনা করতে পারি নি। আজ সে-সব অতীতের কথা স্বপ্নের মত মনে হচ্ছে।

রথ চলেছে। অতি দ্রুতবেগে কত বন পর্বত-উপত্যকা কত প্রান্তর পার হয়ে ক্রমে এক মরুভূমির প্রান্তে এসে রথ পৌঁছল। সেই ঊষর মরুভূমির পাশে কণ্টকগুল্মসমাকীর্ণ রুক্ষ কঙ্করময় পথে রথ এবার ধীরে ধীরে চলল। দময়ন্তী তখন যেখানে যেখানে যত কিছু ঘটনা ঘটেছিল রাজা নলকে সে-সব স্থান দেখিয়ে দিলেন। সেই মরুভূমির পথে বণিকদলের সাক্ষাৎলাভ, তাদের সঙ্গে রাজা সুবাহুর রাজ্যে গমন, সমস্ত বিবরণই রাজা নল আগ্রহের সঙ্গে শুনলেন। দময়ন্তী যে তাঁরই অবিবেচনায় কত কষ্টই পেয়েছেন, তা' জেনে তাঁর চোখেও জল এল।

এবার রথ রাজা সুবাহুর রাজ্যের সীমানায় এসে উপস্থিত হল। দূর থেকে প্রাচীরবেষ্টিত নগরীর উচ্চ প্রাসাদচূড়াগুলি দেখা যাচ্ছিল। ক্রমে রথ প্রধান তোরণের কাছে এসে থামল।

রথ আসবার কিছু আগে রাজা নলের অশ্বারোহী দূত গিয়ে রাজা সুবাহুকে তাঁর সেখানে আসবার কথা জানিয়েছিল। তাই তোরণদ্বারে স্বয়ং রাজা সুবাহু বহু অনুচরসহ উপস্থিত থেকে রাজা নল ও দময়ন্তীকে স্বাগত অভিনন্দন জানালেন। রথ এবার নগর মধ্যে প্রবেশ করল।

জনমণ্ডলীর আনন্দ কোলাহলের মধ্য দিয়ে রথ এবার এসে

পৌঁছল রাজপ্রাসাদের দ্বারে। রাজা নল ও দময়ন্তী রথ থেকে অবতরণ করে প্রাসাদের মধ্যে প্রবেশ করলেন। রাজমাতা ও রানী দুজনে এগিয়ে এসে দময়ন্তীর হাত ধরে অন্তঃপুরে নিয়ে গেলেন। আর রাজা নল রাজা সুবাহুর সঙ্গে রাজসভাকক্ষে বসে বিশ্রাম করতে করতে নানা বিষয়ের আলোচনা করতে লাগলেন।

অন্তঃপুরের মধ্যে দময়ন্তীকে নিয়ে একটা আনন্দের ঢেউ বয়ে গেল। দময়ন্তী রাজমাতাকে প্রণাম করে বললেন, "মা, আমার বড় দুঃসময়ে আপনি আমাকে আশ্রয় দিয়ে নিজের মেয়ের মতো পরম যত্নে রেখেছিলেন। আপনার অনুগ্রহ না পেলে আমার যে কি দারুণ দশা হত তা আমিই জানি। তাই নিজের রাজ্য ফিরে পাবার পরই সর্বপ্রথমে আপনার নাম আমার মনে হয়েছিল, আর আপনার কাছে কৃতজ্ঞতা জানাতে ও আপনার চরণে প্রণাম করতে আমি ও আমার স্বামী দুজনেই ছুটে এসেছি আপনার রাজ্যে।"

রাজমাতা হেসে বললেন, "আমরা তো তোমার বিশেষ কিছু করতে পারি নি মা। তোমাকে ও তোমার আচরণ দেখে আমি প্রথমেই বুঝেছিলাম তুমি সাধারণ মেয়ে নও। যাই হোক্, তুমি যে আমার কথা মনে করে আমার কাছেই ছুটে এসেছো এর জন্যে তোমাকে অশেষ ধন্যবাদ, তোমাকে আশীর্বাদ করছি যেন চিরদিন সুখেস্বচ্ছন্দে থাকো।"

দময়ন্তী রাজমাতার কথা শুনে আনন্দিত মনে বললেন, "আমাদের রাজ্যে যেন আপনার পদধূলি পড়ে মা।"

রাজমাতা বললেন, "যেকালে এসেছো মা আর কিছুদিন এখানে থাকো।" কিন্তু দময়ন্তী এ অনুরোধ রক্ষা করতে পারলেন না।

অনেকদিন পরে আবার নিজ রাজ্যে রানী হয়ে তাঁর যে অনেক কাজ পড়ে রয়েছে।

যাই হোক্ দুদিন আনন্দে কাটিয়ে রাজা নল ও দময়ন্তী আবার ফিরে এলেন নিজের দেশ নিষধরাজ্যে।

রাজা নল এবার দেবতাদের তুষ্ট করবার জন্যে যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করলেন, নানাস্থানে জলাশয় প্রতিষ্ঠা করে দেশবাসীর জলকষ্ট দূর করলেন ও উপযুক্ত মন্ত্রিগণের সাহায্যে রাজ্যের সুশাসনে মন দিলেন।

পুষ্কর এখন রাজা নলের খুব অনুগত। এতদিন রাজা নলের সঙ্গে যে ব্যবহার সে করেছিল এখন অনুতাপানলে দগ্ধ হয়ে তাঁর পরম হিতকারী সেবকরূপে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে লাগল।

রাজা নল এবার রাজ্যের প্রশাসনিক কার্যে জ্ঞানীগুণী মনীষীদের নিযুক্ত করলেন। সৈন্যবল ও সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করে রাজ্যের ভিত্তি দৃঢ় করলেন। আভ্যন্তরীণ শান্তি রক্ষার জন্য রাজ্যে চুরি-ডাকাতি অত্যাচার-অনাচার কঠোর হস্তে দমন করলেন। আর একটি মঙ্গলজনক আদেশ তিনি প্রজাহিতার্থে রাজ্যে প্রচার করে দিলেন, যে কোন কারণেই হউক কেউ পণ রেখে পাশাখেলা বা অন্য যে কোন জুয়াখেলা করতে পারবে না। রাজার এ আদেশ লঙ্ঘন করলে শুধু যে তার কঠোর শাস্তি হবে তা' নয়, রাজ্যের যে অংশে এরূপ অনাচারমূলক খেলা হবে সেখানকার সমস্ত অধিবাসীই তার নিদারুণ ফলভোগ করবে। রাজার এ আদেশ প্রচারে এই সুফল হল, কেউ আর গোপনে বা প্রকাশ্যে পণ রেখে পাশাখেলা বা অন্য কোন প্রকার জুয়াখেলা করতে সাহসী হল না।

রাজা নল ঋতুপর্ণ রাজাকে চিরদিনই পরম বন্ধুভাবে গ্রহণ

করলেন। মধ্যে মধ্যে তাঁকে নিজরাজ্যে আমন্ত্রণ করে আনতেন। সে সময়ে দুই বন্ধুতে মৃগয়ায় যেতেন। মৃগয়া-গমন কালে রাজা নল রহস্য করে নিজেই সারথি হয়ে রথ পরিচালনা করতেন। রাজা ঋতুপর্ণ একটু লজ্জিত হলেও রাজা নলের আন্তরিক প্রীতি লাভ করে নিজেকে ধন্য বলে মনে করতেন। কখন কখন নল দময়ন্তীর স্বয়ম্বরের কথা তুলে রহস্য করতেন কিন্তু রাজা ঋতুপর্ণ তাতে ক্ষুব্ধ না হয়ে বরং প্রাণখোলা হাসি হেসে সে কৌতুক উপভোগ করতেন।

দেবতারাও রাজা নলের উপর আর কোন অভিমান করেন নি। কোন ক্রুদ্ধ হবার ভাবও প্রকাশ পায় নি দেবতাদের আচরণে। কলি গিয়ে দেবরাজ ইন্দ্রের কাছে স্বীয় কৃতকর্মের জন্য অনুতাপ করেছিল। এর পর থেকে কলি নলের ইষ্টচিন্তাই করত, কোনদিন আর কুটিলতা প্রকাশ করে রাজা নলকে নিপীড়িত করে নি।

রাজা নল দারিদ্র্য ও অভাবের যে কী মর্মপীড়া, তা নিজে বিলক্ষণ উপলব্ধি করেছিলেন, তাই রাজকীয় ঐশ্বর্যের মধ্যেও তাঁর মনে কোন অহঙ্কার ছিল না। দময়ন্তীও অহঙ্কারশূন্যা হয়ে রাজপুরীর সকলের সঙ্গেই অমায়িক ব্যবহার করতেন। প্রজারা রাজা নল ও দময়ন্তীর মহত্ত্ব ও উদারতার পরিচয় পেয়ে তাঁদের ধন্য ধন্য করতে লাগল।

রাজা নল তাঁর রাজ্যের সামরিক শক্তি প্রজাদের মঙ্গলের জন্যই নিয়োজিত করেছিলেন। অরণ্য ও পার্বত্য পথ সৈন্যদের সাহায্যে নির্ভয় ও সুগম করে তুলেছিলেন। যেসব রাজ্য তাঁর রাজ্যের পাশাপাশি ছিল তাদেরও যাতে মঙ্গল হয় সে চেষ্টা তিনি করেছিলেন। এইভাবে প্রতিবেশী রাজ্যগুলির সঙ্গে চিরদিন তাঁর সদ্ভাব অক্ষুণ্ণ ছিল।

দেশে শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসার যাতে হয় রাজা নলের সে চেষ্টারও অন্ত ছিল না। দেশ-বিদেশের বাণিজ্য-প্রয়াসী বণিকদলকে তিনি যথেষ্ট সমাদর করতেন ও সর্ববিষয়ে নিজ রাজ্যে তাদের সুখসুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখতেন। তাঁর এই অমায়িক ব্যবহারের জন্য রাজা নল অন্যান্য দেশেরও প্রশংসা অর্জন করলেন।

তিনি দময়ন্তীর কাছে শুনেছিলেন যে এক বণিকদলপতির চেষ্টায় দময়ন্তী সুবাহু রাজার সদয় অনুগ্রহ লাভ করে তাঁর অন্তঃপুরে রাজমাতার আশ্রয়ে পরম যত্নে ছিলেন। রাজা নল অনেক সন্ধানে সেই বণিক দলপতির খোঁজ পেয়ে অবশেষে তাকে তাঁর কাছে নিয়ে এলেন। বণিক দলপতি প্রথমে ভীত হয়ে গিয়েছিল কিন্তু রাজা নলের সদয় ব্যবহারে অভয় পেয়ে রাজার প্রশ্নের উত্তরে পূর্বের সকল কথা প্রকাশ করে বললে। যখন সেই বণিকদলপতি জানতে পারলে যে, সেই মরুভূমির দুর্দশাগ্রস্ত কন্যাটি নিষধরাজ্যের রানী ও ভাগ্যবিড়ম্বনায় একদিন সেই নিদারুণ অবস্থায় পড়েছিলেন তখন ভগবানকে অশেষ ধন্যবাদ দিয়ে সেই বণিকদলপতি রাজা নলের কাছে তার অজ্ঞানতার অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করল। নল মৃদুহাস্যে সেই উপকারী বণিককে পুরস্কার দিয়ে তাকে বন্ধুভাবেই গ্রহণ করলেন ও নিষধরাজ্যে তার অবাধ বাণিজ্যের সুযোগ করে দিলেন।

দময়ন্তীর অপূর্ব পতিপ্রেমের কথা শুনে রাজ্যের সকলে তাঁকে আদর্শ সতী নারীরূপে মনে মনে পূজা করতে লাগল। দময়ন্তী শুধু বললেন: প্রত্যেক সতী নারীর যা' কর্তব্য, আমি তাই করেছি, এতে আমাকে নিয়ে এত প্রশংসা করা হচ্ছে কেন?

রাজা ভীম তাঁর পত্নীকে নিয়ে মাঝে মাঝে দময়ন্তী ও নলের

কাছে আসতেন। দময়ন্তীও নলের সঙ্গে মাঝে মাঝে বিদর্ভ নগরে গিয়ে সেখানে তাঁর বাল্য সখীদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করে আসতেন। সেখানে যে দীঘির তটে নলের প্রেরিত রাজহংস প্রণয়ের দূত হয়ে দময়ন্তীর কাছে গিয়েছিল, সেই দীঘির তটে দময়ন্তী নলকে নিয়ে বসতেন। সখীরা সংবাদ পেয়ে ছুটে এসে তাঁদের পুরানো প্রেমের কথা তুলে রহস্য-কৌতুক করত। রাজা নল ও দময়ন্তী এসব রহস্যে পরম সন্তোষ লাভ করতেন।

রাজা নলের রাজ্যে প্রজারা অত্যন্ত সুখে আছে শুনে অন্য রাজ্যের দরিদ্র ও উৎপীড়িত প্রজারা দলে দলে সেখানে আসতে লাগল। এইভাবে নিষধরাজ্য ক্রমশঃ লোকবলে বলীয়ান্ হয়ে উঠল। তাঁর রাজ্যে প্রজাদের ধনসম্পত্তি সুরক্ষিত আছে জেনে অন্য রাজ্যের অনেক ধনবান্ অধিবাসী ধনসম্পদ্ নিয়ে নিষধরাজ্যে এসে বসবাস করতে লাগল। এইভাবে রাজা নলের রাজ্য ধনৈশ্বর্যেও সমৃদ্ধ হয়ে উঠল।

প্রজাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে রাজা নল ও রানী দময়ন্তী নানা জনহিতকর প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললেন। পুষ্করও রাজা নলের অভিন্নহৃদয় বন্ধু হয়ে প্রতি কাজে তাঁকে সাহায্য করতে লাগল। অক্লান্তভাবে দেশের কাজে ও প্রজাদের মঙ্গল সাধনে নিজেকে নিয়োগ করে রাজা নল দেশবিদেশে একজন আদর্শ নরপতিরূপে পরিগণিত হলেন।

দময়ন্তী অন্তঃপুরের উপবনে অনেকগুলি রাজহংসকে সযত্নে পালন করেছিলেন। তারা যখন দীঘির জলে খেলা করত, সাঁতার কাটত, দময়ন্তী পরম আগ্রহে তাদের দিকে চেয়ে থাকতেন। সহস্র কাজের মধ্যেও যখনই একটু অবসর পেতেন, তিনি এই রাজহংস-

গুলির কাছে গিয়ে তাদের ডাক দিতেন। তারা তাদের দীর্ঘগ্রীবা নেড়ে অস্ফুটধ্বনি করে দময়ন্তীর ডাকে সাড়া দিয়ে তখনি ছুটে আসত তাঁর কাছে। দময়ন্তী তাদের দু'হাতে জড়িয়ে ধরে কত-না আদর করতেন।

রাজা নল একদিন বললেনঃ আচ্ছা দময়ন্তি, তুমি রাজহংস-গুলিকে এত ভালবাস কেন বলত?

দময়ন্তী মৃদু হেসে রাজার দিকে চেয়ে বললেনঃ সে কারণ ত নিজেই জানো মহারাজ! এরাই ত তোমার ভালবাসার হয়ে প্রথম আমার কাছে এসেছিল।

রাজার মুখ প্রসন্নহাসিতে ভরে উঠল। তিনি দময়ন্তীর দিকে চেয়ে কৌতুকভরে বললেনঃ তা'হলে দেখছি, যে তোমার কাছে দূত পাঠিয়েছিল তার চেয়ে সেই দূতেরাই হল তোমার বেশি প্রিয়?

দময়ন্তী রাজার মুখের দিকে চেয়ে মৃদু হেসে বললেনঃ আমার সারাজীবনেও কোনদিন কি এর উত্তর পাও নি মহারাজ?

একথা শুনে রাজা নল গভীর আবেগে পরম প্রীতিভরে দময়ন্তীর দু'খানি হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিলেন।

দূরদিগন্তে বসন্তপূর্ণিমার চাঁদ তখন সবে উঠ্ছিল।

শেষ